শেষ রাত্রি

স্বপন কুমার

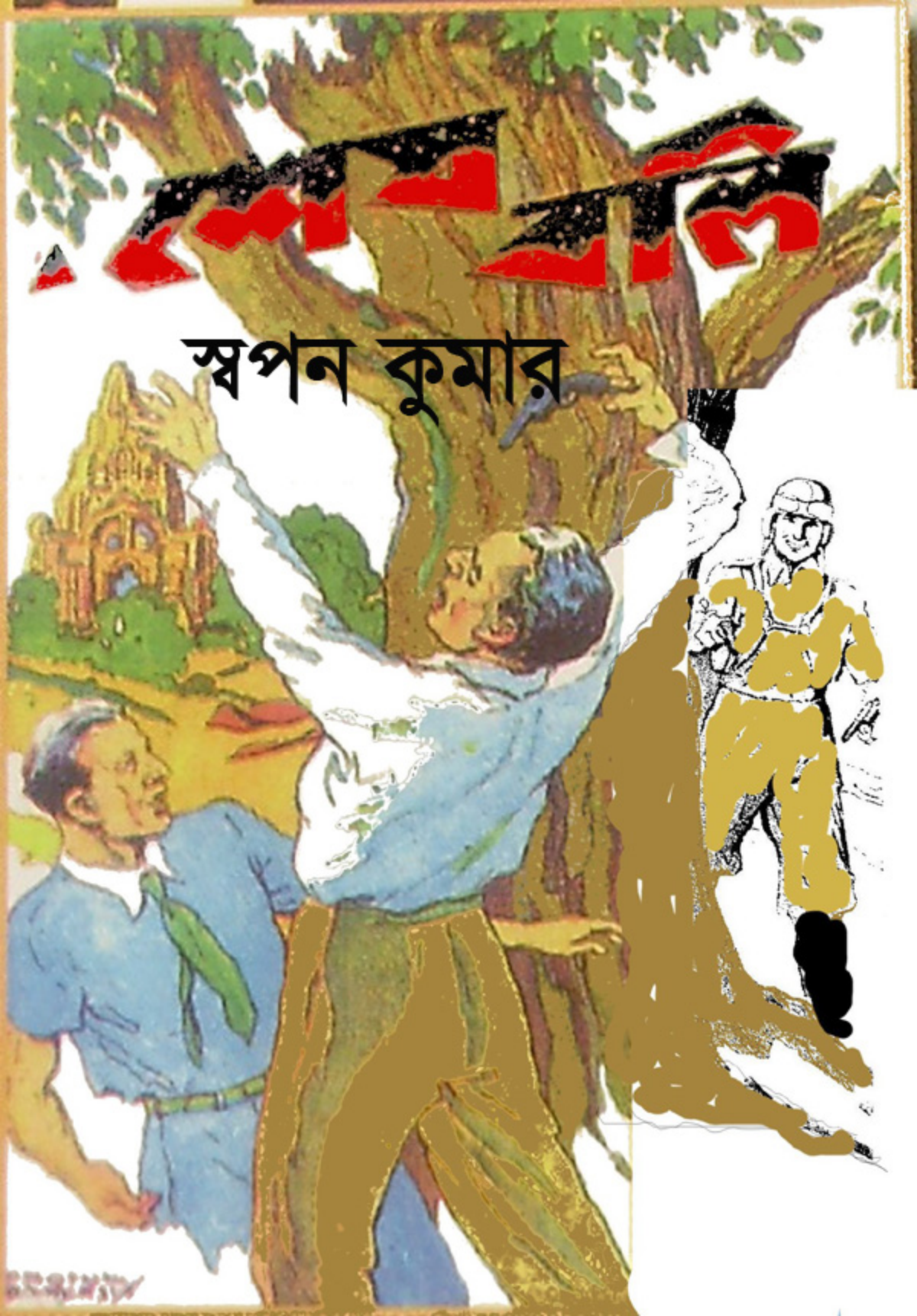

www.banglabookpdf.blogspot.com

শেষ বলি

এক

অন্ধকার নৈশ আকাশে হঠাৎ এমন একটা আলো জ্বলে উঠল কেন? সকলেরই মনে এক প্রশ্ন,—এ তো বিদ্যুৎ নয়! তবে ওটা কি?

বাস্তবিক বিদ্যুৎ কি কখনও এমনধারা হয়? এই আলোর ঝলকানি বিদ্যুতের মতো ক্ষণিক—এক মুহূর্তের বটে, কিন্তু তবু তা বিদ্যুৎ নয়। এর দীপ্তি, এর রং, সবই যেন এক নতুন ধরনের! এ যেন একটা নীল গোলাপের আভা—গোলাপের বুকে নীলাভ রং!

* * * * *

পরদিন।

গোয়েন্দা তাপস রায় তার নৈশ আহার শেষ করতে বসে, তার সহকারী ও বন্ধু দীপকের সাথে এই কথারই আলোচনা করছিল, এমন সময় সেখানে উদয় হলেন, গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টর বিলাসবাবু।

"তুমি এখনও খাচ্ছ তাপস?" বিলাসবাবুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও বিরক্তি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

"হাঁ, আমি খাচ্ছি।" তাপস এই বলে অতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তখনই আবার বললে, "কিন্তু তাতে কি কোনো অপরাধ হয়েছে ইনস্পেক্টরবাবু? আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো! রাত দশটার সময় হঠাৎ এমনভাবে ছুটে আসা—একেবারে উন্মাদের মতো! আর, এসেই জিজ্ঞেস করছেন, আমি এখনও খাচ্ছি কেন? কি হয়েছে বলুন তো?"

বিলাসবাবু ধপাস করে একখানা চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন, তারপর নিতান্ত হতাশভাবে বললেন, "ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল তাপস।"

মৃদু হেসে তাপস বললে, "কি সর্বনাশ হয়ে গেল, খুলেই বলুন না।"

বিলাসবাবু বললেন, "আকাশের দক্ষিণ দিকটায় কাল রাতে এক ঝলক তীব্র আলোর ঝলকানি দেখেছ কি তাপস?"

"হাঁ, দেখেছিলুম। আর তাই নিয়েই কাল থেকে আমাদের আলোচনা চলছে। কিন্তু তাতে—"

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বললেন, "থামো, থামো—আমায় বলতে দাও, নিজেই কেবল বকবকানি শুরু কোরো না।"

একমুহূর্ত থেমে তিনি আবার বললেন, "উঃ কি ভয়ানক অথচ মিষ্টি আলো—যেন মৃত্যুর ইশারা! আগে যদি জানতুম এমনি করেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

তাপস একমনে কিছু ভাবছিল, সে কোনো কথা বললে না, কিন্তু এবার জবাব

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিলে তার সহকারী দীপক। সে বললে, "ওতে এমন চমকাবার কি আছে ইনস্পেক্টরবাবু? ও আলোটা তো বিদ্যুৎ বলেই মনে হল।"

"তোমার মাথা হল দীপক!" বিরক্তির সঙ্গে এই কথা বলে, তিনি এবার ক্রোধের স্বরে আবার তাকে বললেন, "তুমি যে এতবড়ো একটা গাধা হয়েছ দীপক, এ কথাটা আমি কখনও ধারণা করতেই পারিনি। আকাশের দক্ষিণদিকে এমন একটা আলোর ঝলকানি, নীল গোলাপের আভা। এমন রং দেখেও তুমি বলবে এটা কিছু নয়, এ একটা বিজলির চমক?"

তাপস রায়ের গম্ভীর মুখে আবার এক বিচিত্র মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তার খাওয়াও ততক্ষণে শেষ হয়েছিল। সে মুখ-হাত ধুয়ে, পুঁছতে পুঁছতে বললে, "হাঁ, আমিও সে আলো দেখেছি বটে ইনস্পেক্টরবাবু। আকাশের ওই দক্ষিণদিকটায় হঠাৎ একঝলক তীব্র আলো—বোধহয় সারা কলকাতা শহরের লোকই কাল তা দেখে থাকবে!

গভীর অন্ধকার আকাশে হঠাৎ এমন একটা আলোর ঝলকানি কাল যার চোখে পড়েনি, সে নিশ্চয়ই একদম অন্ধ বা চক্ষুশূন্য, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সে আলো আমিও দেখেছি বিলাসবাবু! আর এমন এক ঝলক আলোর সৃষ্টি—ঠিক এমনি রং—নীল গোলাপের আভা—সেও হয়তো অস্বাভাবিক, আমি তা স্বীকার করি, কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারছি না ইনস্পেক্টরবাবু, তাই বলে কেউ কি এমন পাগলের মতো ছুটে আসে? বিশেষত আপনার মতো একজন জাঁদরেল জবরদস্ত পুলিশ ইনস্পেক্টর—"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বললেন, "নাঃ! তুমি বড্ড বাজে কথা বলো তাপস! মাঝে মাঝে তোমার মস্তিষ্কের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু তাই বলে তোমার এতো বকবকানি কখনও সহ্য করা যায় না।"

তাপসের মুখে আবার একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, "সেকথা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু, বলুন তো, আপনার বক্তৃতার উদ্দেশ্যটা কি? কোথায় কোন্ আলো জ্বলে উঠল, আর তাই নিয়ে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন? প্রকৃতির কোলে এমন কত কাণ্ড হামেশাই তো হচ্ছে! সে সব কেন হয়, কেমন করে হয়, আমরা এর কতটুকু বলতে পারি?

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই সাধারণ বা অসাধারণ ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে আপনার এই উদ্বেগটা কিসের জন্যে?"

অসহিষ্ণুভাবে বিলাসবাবু বললেন, "আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছি তাপস!

ব্যাপারটাকে তুমি অতি সাধারণ একটা ব্যাপার বলে ভাবছ, কিন্তু আসলে একেবারেই তা নয়। এই আলো দেখেই কাল আমি বলে দিয়েছিলুম কুসুমপুরে আজকে আবার একটা খুন হয়ে গেল—আর খুন হল আমাদেরই এক তরুণ গোয়েন্দা, রণজিৎ প্রসাদ।"

তাপস এবার রীতিমতো চমকে উঠল। সে বললে, "কি বলছেন আপনি ইনস্পেক্টরবাবু? কুসুমপুর? যে কুসুমপুরে এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গুটি কয়েক খুন হয়ে গেল, সেই কুসুমপুরের কথা বলছেন?"

"হাঁ গো, হাঁ। আমি সেই কুসুমপুরের কথাই বলছি।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, "তোমার তাহলে মনে আছে দেখছি। খবরের কাগজেও সে বিষয়ে অনেকবার আলোচনা হয়ে গেছে! আমি আজ সেই সম্বন্ধেই তোমার সাহায্য চাইছি তাপস। শুধু আমি নই, খোদ বড়ো-কর্তা পুলিশ কমিশনারও তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

তুমি পুলিশ বিভাগে চাকরি করো না বটে, তুমি করো শখের গোয়েন্দাগিরি—প্রাইভেট ডিটেকটিভ তুমি। তবু আমাদের ডিপার্টমেন্টও তোমার মর্যাদা অস্বীকার করে না। ছোটো-বড়ো সকলেই একমত যে, বাংলাদেশে তোমার মাথা বা মগজের মূল্য নিতান্ত কম নয়।"

একটা উচ্চহাস্যে চারদিক প্রকম্পিত করে তাপস বললে, "খুব খুশি হলুম ইনস্পেক্টরবাবু, যে, আপনারা আমাকে সত্যিই এত উঁচু করে তুলেছেন! আপনি নিজে এতটা উঁচু করে দেখলে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আপনার বড়োসাহেব, আপনার সারা ডিপার্টমেন্ট যদি একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা কি খুব আশঙ্কাজনক নয়? বড়ো বড়ো জাঁদরেল পুলিশি-গোয়েন্দাগুলো কি তা খুব ভালো চোখে দেখবে?"

তাপসের উচ্চহাসিতে আবার চারদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

মাথা চুলকে বিলাসবাবু বললেন, "সেকথা ছেড়ে দাও, তা ভেবে কোনো লাভ নেই। কিন্তু এখন সত্যিই যে চাকরি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাপস!

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা নয়, দুটো নয়—কুসুমপুরে পর পর কয়েকটা খুন হয়ে গেল। তদন্তভার ছিল আমারই হাতে, অথচ আমি তার কিছুই করে উঠতে পারলুম না। চাকরি আর থাকবে কি করে বলো? তবু ভাবছি, বন্ধু তুমি, যদি কোনোরকমে আমার মুখ রক্ষা করতে পারো, আর উদ্দেশ্যবিহীন এই যে উপর্যুপরি খুন হয়ে যাচ্ছে, যদি তার কোনো একটা হদিস পাওয়া যায়।

এই যে দেখো না, ঘটনাটা আবার এক নতুন স্রোতে বয়ে গেল! রণজিৎকে কুসুমপুরে পাঠিয়েছিলুম নিজের কাজের সুবিধার জন্যে, কিন্তু হতভাগা পৃথিবী থেকে চলে গেল জন্মের মতো!"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বিলাসবাবুর বুকের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে তাপস জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু দক্ষিণ আকাশে একটা আলোর ঝলকানি দেখেই আপনার এমন একটা ধারণা কেন হল ইনস্পেক্টরবাবু?"

বিলাসবাবু বললেন, "ব্যাপারটা তাহলে তোমায় গোড়া থেকেই খুলে বলছি।

ব্যাপারটা কি জানো? রণজিৎকে কুসুমপুরে পাঠাবার সময় আমি তাকে নতুন একটা বৈজ্ঞানিক-পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। জিনিসটা হচ্ছে, ওয়েস্ট কোটের মতো একটা জামা, তাতে ইলেকট্রিক-ব্যাটারি সংযুক্ত।

জামাটার কৌশল হচ্ছে এই যে, কেউ যদি ধপ করে কোথাও বসে পড়ে, বা পড়ে যায়, তাহলে হঠাৎ যে 'শক' লাগে, তারই চাপের ফলে জামার বিদ্যুৎ সচেতন হয়ে ওঠে, আর তখনই একটা তীব্র জ্যোতি চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আলোটা হয়েছিল দক্ষিণ আকাশে—মানে, ঠিক কুসুমপুরের দিকে। আর আলোটা খুব সাদা আলোর ঝলকানি নয়, অনেকটা নীল গোলাপের মিশ্রণ। ওই জামাটা থেকে ঠিক এমনি রংই ফুটে বেরোয়। কাজেই, আমি তখনই ঠিক বুঝতে পারি যে, রণজিৎপ্রসাদ আর বেঁচে নেই—হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে, সে নিশ্চয়ই মাটিতে পড়ে গেছে, আর সেই সঙ্কেতই আমায় জানিয়ে দিয়ে গেল যে, কত ব্যর্থ আমার সাবধানতা আর কত তুচ্ছ আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌশল!

মাত্র বাইশ বছরের ছোকরা সে। আমিই তার মৃত্যুর কারণ হলুম তাপস!"

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বিলাসবাবুর চোখের পাতা ভিজে উঠল।

সকলেরই মুখ গম্ভীর। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙাল তাপস। সে বললে, "ও জিনিসটা আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছিলেন?"

"করেছিলুম, আমেরিকা থেকে। আমি একটা বৈজ্ঞানিক জার্নালে বিজ্ঞাপন দেখে, শিকাগো পুলিশের সহায়তায় জিনিসটা আনিয়েছিলুম পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা সার্থক হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে জীবনরক্ষা হল না তাপস, এই যা দুঃখ।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে বিলাসবাবু আবার বললেন, "আমি এই রহস্যভেদে তোমার সাহায্য চাই তাপস! তোমার মতো উর্বর মস্তিষ্কের সাহায্য পেলে এ-রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে বলে মনে হয়না। আমি পুলিশ কমিশনারকেও তোমার কথা বলেছি। খানিকক্ষণ ভেবে তিনিও সম্মতি দিয়েছেন। সুতরাং—"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বাধা দিয়ে বললে, "সুতরাং এ রহস্য ভেদ করতে হলে আপনার পক্ষে আমার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য। কেমন? কিন্তু হঠাৎ এই তদন্তের মাঝপথে আমার সাহায্য নিয়ে আপনার খুব বেশি লাভ হবে না বোধহয়। অতএব এই অবস্থায় আমার সাহায্য—"

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বললেন, "তার জন্যে কোনো চিন্তা নেই। তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা আসলে মোটেই তা নয়। সেখানে তুমি নতুন কিছু সূত্র হয়তো বা আবিষ্কার করতেও পারো। বিশেষত সেখানে যে একটা আনকোরা খুন হয়ে গেল, তা থেকেও তুমি হয়তো কোনো কিছু খুঁজে বার করতে পারবে। কাজেই, অমত কোরো না তাপস, তাহলে তোমার সাথে আমার একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—ঠিক জেনে রেখো।"

তাপসের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। চিন্তিতভাবে খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, "তাহলে ব্যাপারটা সব আমায় আরও খুলে বলতে হবে ইনস্পেক্টরবাবু! খুনগুলো কোথায় হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, এবং এ পর্যন্ত কটা খুন হল, তারা কে ইত্যাদি সব কিছুই আমার জানা দরকার।

খবরের কাগজে অনেক কিছু বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি তা মন দিয়ে পড়িনি।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি তাপস। আমি সবই তোমায় সংক্ষেপে বলছি, শোনো। খবরের কাগজে ঘটনার সমস্ত বিবরণ ছাপাও হয়নি। সুতরাং তুমি হয়তো আমার বক্তব্য থেকে নতুন কোনো পথের সন্ধান পেলেও পেতে পারো। আচ্ছা, যা বলি মন দিয়ে শোনো—"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দুই

বিলাসবাবু বলতে শুরু করলেন :

"তুমি নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখো যে, প্রফেসর দ্বিজদাস রায়, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, আজ প্রায় একমাস আগে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় এবং কোন্ পৌরাণিক রহস্যভেদে তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং বিদেশে সুদীর্ঘ একটা বছর তিনি কোথায় কিভাবে কাটিয়েছেন, তা অবশ্য আমি কিছুই জানি না, এবং জানা প্রয়োজন বলেও মনে করি না।

দ্বিজদাসবাবু দেশে ফিরে আসার প্রায় দিন পাঁচেক পরেই তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বীরেশ্বর চৌধুরি মারা যান। বীরেশ্বর চৌধুরি বেশ রসিক ও আত্মভোলা লোক ছিলেন। দ্বিজদাসবাবু দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করার পর বীরেশ্বর চৌধুরি কুসুমপুরের মায়া কাটিয়ে কলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। তারপর হঠাৎ তাঁর পুরোনো বন্ধু দ্বিজদাসের বিদেশ থেকে ফিরে আসার কথা শুনে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কুসুমপুরে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বন্ধুর সাথে দেখা হবার আগেই তিনি মারা গেছেন। স্টেশন থেকে দ্বিজদাসবাবুর বাড়ি যাবার রাস্তাটুকুর ভেতরেই তিনি নিহত হয়েছেন!"

তাপস গম্ভীরভাবে বললে, "অতি অদ্ভুত সন্দেহ নেই। কিন্তু বীরেশ্বর চৌধুরির মৃত্যুর কারণটা কি জানতে পেরেছিলেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেছে যে, কোনো উগ্র ভেষজ বিষ প্রয়োগের ফলেই মুহূর্তমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ওই উগ্র বিষ কোন জাতীয়— কি উপায়ে আততায়ী তাঁর ওপর ওই বিষ প্রয়োগ করেছিল এবং কেনই-বা বীরেশ্বরবাবুর মতো নির্বিরোধ অমায়িক একজন লোককে এইভাবে হত্যা করা হল, তা কিছুই জানা যায়নি!"

তাপস ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুঝে নিবিষ্টমনে বিলাসবাবুর কাহিনি শুনছিল, সে একটু হেসে বললে, "তাহলে এখানেই প্রমাণ হচ্ছে যে, শত্রু মোটেই সাধারণ শ্রেণির নয়! যা হোক, তারপর কি হল, বলে যান।"

বিলাসবাবু বলতে লাগলেন, "এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পরেই কুসুমপুরের মাইল-দুয়েক দূরে একজন বৃদ্ধকে ঠিক ওই একই উপায়ে হত্যা করা হয়। তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি যে, ওই বৃদ্ধ, দ্বিজদাসবাবুর পৈতৃক আমলের ভৃত্য। দ্বিজদাসবাবু দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করবার পর সে তার নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। এ-পর্যন্ত সেখানেই সে বাস করছিল। কিন্তু পুরোনো মনিব দেশে ফিরে আসবার সাথে সাথে তাকেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

আততায়ীর তৃতীয় শিকার আরও রহস্যময়। দ্বিজদাসবাবুর অ্যাটর্নি মি. অরুণ ঘোষকে একদিন দ্বিজদাসবাবু টেলিগ্রাফ করে জানান যে, তিনি কোনো কারণে তাঁর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

জীবনের আশঙ্কা করেন। সুতরাং অরুণবাবু যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর সাথে কুসুমপুরে এসে দেখা করেন।

এই টেলিগ্রাফ পেয়ে, পরদিনই অরুণবাবু কলকাতা থেকে কুসুমপুর রওনা হন। সন্ধ্যার পর ট্রেনখানি কুসুমপুরে পৌঁছলে দেখা গেল, একটা ফার্স্টক্লাস কামরার ভেতরে অরুণবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে। কামরার চারদিকে তাঁর জিনিসপত্রগুলো ছড়ানো এবং দ্বিজদাসবাবুর বৈষয়িক কাগজপত্রগুলোও উধাও হয়ে গেছে। তাহলে দেখতে পাচ্ছ, অরুণ ঘোষও কুসুমপুরে পৌঁছবার আগেই চিরবিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

পর পর এই ঘটনাগুলো ঘটবার পর দ্বিজদাসবাবু—তাঁর ওপরও ওইরকম কোনো মারাত্মক আক্রমণ আশঙ্কা করে, পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং দ্বিজদাসবাবুর বাড়ির চারদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখবার জন্যে হেড কোয়ার্টার থেকে একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা গুপ্তচর কুসুমপুরে পাঠানো হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে রণজিৎপ্রসাদের কাছ থেকে একখানা রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়। তাতে জানা যায় যে, কয়েকদিন যাবৎ একজন ভীষণদর্শন নিগ্রো কুসুমপুরে এসে উদয় হয়েছে! কিন্তু তার কোনো পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

এই রিপোর্টের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে আমরা দ্বিজদাসবাবুকে সেকথা জানিয়ে, তাঁকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি। আ ক পরদিনই হল ওই আলোর ঝলক! আমি তখনই একটা কিছু আশঙ্কা করে সেখানে চলে যাই। আজ ফিরে এসেছি। সেখানে একটা বনের ধারে রণজিৎপ্রসাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত্যুর কারণ ওই একই।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "বটে! তা, কুসুমপুরের পুলিশ এই রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। কুসুমপরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আমিও যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, হত্যাকারীকে সন্ধান করে গ্রেপ্তারের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আমি রণজিৎপ্রসাদের দেহ যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার সামনেই কতকগুলো এলোমেলো অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলুম, কিন্তু সেগুলো স্পষ্ট করে কিছুই বোঝবার উপায় না থাকলেও আমি সেই পদচিহ্নগুলোর কয়েকটা ছাপ তুলে এনেছি। কিন্তু তুমি বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে, এটা মোটেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়! কারণ, প্রথমত ছাপগুলো অস্পষ্ট এবং দ্বিতীয়ত সেগুলো যে রণজিৎপ্রসাদের আততায়ীর পদচিহ্ন তার কোনো প্রমাণ নেই। রণজিৎপ্রসাদের দেহের সামনেই একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে আমি কয়েকটা আধপোড়া সিগারেট দেখতে পেয়েছি।"

তাপস সোজা হয়ে বসে বললে, "সেই সিগারেটের টুকরোগুলো আপনার কাছেই আছে তাহলে?"

বিলাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, আমি সেগুলো তোমাকে দেখাবার জন্যে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। সিগারেটের টুকরোগুলো থেকে এইটুকু মাত্র জানা গেছে যে, সেগুলো আমেরিকায় তৈরি—নাম, 'গোল্ডেন ঈগল'।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললে, "আমেরিকায় দ্বিজদাসবাবু কিসেব সন্ধানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর কোনো ভীষণ মারাত্মক শত্রু ছিল কিনা কিছু জানেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। আমি দ্বিজদাসবাবুকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলুম বটে, কিন্তু তার কোনো সদুত্তর পাইনি। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের পুরাকীর্তি সংগ্রহের জন্যেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সেখানে তাঁর কোনো শত্রু আছে বলে তিনি জানেন না। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমি তাঁর এসব কথা বিশ্বাস করিনি। কোনো গূঢ় কারণবশত তিনি সবকথা বাইরে কারও কাছে প্রকাশ করতে রাজি নন। আমার মনে হয়, তিনি কোনো বিপদের আশঙ্কা করেই এসব কথা আমাদের কাছে গোপন করে গেছেন।"

"কুসুমপুরে দ্বিজদাসবাবুর আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। শুধু কুসুমপুরে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। অবিবাহিত ও আত্মীয়স্বজনবিহীন অবস্থায় তিনি এতকাল কাটিয়ে এসেছেন। নিজের ওই এক পুরাকীর্তি আবিষ্কারের নেশায় তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে, ওসব সুখ-সুবিধার কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি। তাঁর পরিচিত যে ক'জন লোক ছিল, তারা যে ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে তা তো শুনলেই!"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আমেরিকা যাত্রার সময়ে দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে আর কেউ ছিল, না, তিনি একাই সেখানে যাত্রা করেছিলেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "তোমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে তাঁর আমেরিকা যাত্রায় দুজন সহযাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে দ্বিজদাসবাবুর অতিবিশ্বস্ত এবং একমাত্র ভৃত্য শংকর, কিন্তু আর একজন কে তা আমি জানি না। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দ্বিজদাসবাবু এক বছর পরে একলা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য শংকর বা অপর সঙ্গী, কেউই তাঁর সাথে ফিরে আসেনি আর তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাদের কথা জিজ্ঞেস করলেই তাঁর মুখ কালো হয়ে যায়। সংক্ষেপে একদিন শুধু তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'সম্ভবত ঈশ্বর তাদের খুঁজে নিয়েছেন।'

কাজেই আমার মনে হচ্ছে, তারা হয়তো কেউই আর বেঁচে নেই। অথবা এমন কোনো অবস্থায় তারা আছে, যা মনে হলেই দ্বিজদাসবাবুর সারা বুক ব্যথায় ভরে যায়। তাই, বৃদ্ধকে খুব বেশি আঘাত দিয়ে আমি সেকথা আর জোর করে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।"

তাপস খানিকক্ষণ চিন্তা করে গম্ভীরভাবে বললে, "ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময় তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দ্বিজদাসবাবুর পরিচিত লোকদের ওপর কেন আততায়ীর এত আক্রোশ এবং সেই আততায়ী কে, তা এখন অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিছুই বলা চলে না। তবে চারদিককার ঘটনাগুলোর ওপর নির্ভর করে একথা বোধহয় বলা চলে যে, এই আততায়ী সুদূর আমেরিকা থেকে আমদানি হয়েছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রণজিৎপ্রসাদের রিপোর্টে বর্ণিত ওই ভীষণদর্শন নিগ্রোও আমার এই অনুমান সমর্থন করে। খুব সম্ভব সে একজন আমেরিকান নিগ্রো। কুসুমপুরে হঠাৎ তার আবির্ভাব হয়েছে কেন, অথবা এই রহস্যের সাথে তার কতটুকু সম্বন্ধ, সেটা জানা আমাদের তদন্তফলের ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই রহস্য ভেদ করতে হলে, দ্বিজদাসবাবুর সম্বন্ধে কতকগুলো সংবাদ আমাদের প্রথমেই জানা দরকার। দ্বিজদাসবাবু বিশেষ কোনো কারণে, সম্ভবত প্রাণের ভয়ে কারও কাছেই তাঁর আমেরিকাবাস সম্বন্ধে কোনো কথাই প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তাই বলে তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে আমাদের চলবে না, কৌশলে সে সব গোপন কথা আমাদের জেনে নিতে হবে। তারপরই আমাদের অভিযান আরম্ভ হবে এই অদ্ভুতকৌশলী নিষ্ঠুর আততায়ীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার আগে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু পরামর্শ করা দরকার।"

তিন

ভোর প্রায় পাঁচটার সময় কুসুমপুর স্টেশনে যে ট্রেনখানা এসে পৌঁছোল, সেই ট্রেনেরই একখানা থার্ডক্লাশ কামরা থেকে দুজন নিম্নশ্রেণির ভবঘুরে দরিদ্র লোককে নামতে দে[illegible] তাদের চেহারা এ[illegible] বলে দিতে পারে যে, কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিনাবাক্যব্যয়ে স্টেশন মাস্টারের হাতে টিকিট দুখানা দিয়ে তারা প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তাপস মৃদুস্বরে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এখান থেকে, যে বনের ধারে রণজিৎপ্রসাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই জায়গাটা কতদূর?"

বিলাসবাবু সতর্কদৃষ্টিতে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "তা প্রায় মাইলখানেক হবে বই কি! এই এতটা পথ হেঁটে না গিয়ে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করলে হত না?"

আঁতকে উঠে তাপস বললে, "সর্বনাশ! আমরা নিঃস্ব মজুরশ্রেণির লোক, আমরা গাড়ি চড়বার পয়সা কোথায় পাব? না বিলাসবাবু! আমি আমার কাজে বিন্দুমাত্র ভুল না করেই অগ্রসর হতে চাই। আমাদের এই অভিযান কোন্ শ্রেণির অপরাধীর বিরুদ্ধে, সেকথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাবেন না। আমাদের সামান্য একটা ভুলের ফল সাংঘাতিক মারাত্মক রকমের হতে পারে। আমাদের মতো দরিদ্র লোককে গাড়ি চড়তে দেখলে, শত্রুপক্ষের কাছে আমাদের আসল রূপ প্রকাশ হতে দেরি হবে না। তার ফলে আমাদের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।"

বিলাসবাবু বললেন, "তোমার কথাই ঠিক বটে। আমি এতটা তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু তোমার কি ধারণা যে, শত্রুপক্ষের চর চারদিকে নিযুক্ত আছে?"

তাপস বললে, "তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কারণ, সমস্ত ঘটনাগুলোই একটা সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্রের ফল। তারা যে চারদিকে সতর্কদৃষ্টি রেখেই এ কাজে অগ্রসর হয়েছে, তাতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেকথা এখন যাক। আমাদের গন্তব্যস্থান আর কতদূর?"

বিলাসবাবু সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর বেশিদূর নয়। কথা বলতে বলতে আমরা এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পথ পেরিয়ে এসেছি।"

বিলাসবাবু এবং তাপস যখন তাদের গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছোল তখনও রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। তাপস একবার চারদিকে তাকিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, "এখনও কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আশা করি, লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হবার আগেই আমরা এখানকার কাজ শেষ করতে পারব।"

বিলাসবাবু একটা প্রকাণ্ড বটগাছের প্রায় হাত-দশেক দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক এই জায়গাটাতেই রণজিৎপ্রসাদের দেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল।"

তাপস তাকিয়ে দেখতে পেলে যে, তার খানিকটা দূর থেকেই আরম্ভ হয়েছে গভীর বন। রণজিৎপ্রসাদের দেহ যেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, তার চারদিকে কিছু কিছু তফাতে এক-একটা প্রকাণ্ড গাছ, আর সেইরকমই একটা পুরোনো বটগাছের সামনে রণজিৎপ্রসাদের দেহ পড়েছিল।

তাপস চারদিককার অবস্থা দেখে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এখানে রণজিৎপ্রসাদের দেহ প্রথমে দেখতে পেয়েছিল কে, সে সম্বন্ধে এখানে কোনো খোঁজ নিয়েছিলেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "হাঁ। স্থানীয় পুলিশ বললে, এখানকারই একজন অতি দরিদ্র বৃদ্ধ সকালবেলা শুকনো কাঠ কুড়ুতে এসে বনের ভেতর ঢোকবার পথে রণজিৎপ্রসাদের দেহ এখানে পড়ে থাকতে দেখে। দেখেই ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে থানায় এই সংবাদ দেয়। তারপর পুলিশ এসে সেই দেহের ভার গ্রহণ করে।"

তাপস আরও কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে জায়গাটা সতর্কভাবে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ পরে সে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে, "সেই এলোমেলো পদচিহ্নগুলো আপনি কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন?"

বিলাসবাবু একটা জায়গা নির্দেশ করে বললেন, "ঠিক এই জায়গাটাতেই সেই পায়ের ছাপগুলো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন তো সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না! বোধহয় লোকজন চলাচলের দরুন চিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়েছে, কিম্বা মাঝে মাঝে যে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, তাতেই হয়তো চিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়ে থাকবে।"

তাপস কোনো কথা না বলে নিচু হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে খানিকটা দূর অগ্রসর হল। তারপর হঠাৎ একটা জিনিসে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতেই সে অতি সাবধানে সেটা মাটি থেকে তুলে নিলে।

সেটাকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে, বিলাসবাবু সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন, জিনিসটা বৃষ্টির জলে ভেজা কাদা মাখানো একটা নোংরা কাগজের টুকরো মাত্র। সেটাতে ছাপানো অক্ষরে হয়তো কিছু লেখা ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জলে ভিজে এবং কাদা লেগে তার লেখাগুলো তখন পড়া যাচ্ছিল না।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপসকে সেখানা অতি যত্নসহকারে পকেটে রাখতে দেখে, বিলাসবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একবার একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন মাত্র। মুখে কিছুই বললেন না।

তাপস বললে, "এখানকার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। এখন আপনি যে বটগাছটার নীচে আধপোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো পেয়েছিলেন, সেই জায়গাটা একটু দেখা দরকার।"

বিলাসবাবু তাপসকে নিয়ে সেই প্রাচীন বটগাছটার নীচে এসে দাঁড়ালেন।

গাছটার নীচে এসে তাপস ওপরদিকে তাকিয়ে দেখলে যে, নীচে থেকে আকাশ কিছুই দেখা যায় না।

তারপর বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সে বললে, "আজ ক'দিন যাবৎ যে এখানে অল্পবিস্তর বৃষ্টি হচ্ছে, তা এখানকার মাটি আর আকাশ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। সুতরাং এখানে এসে হঠাৎ বৃষ্টি এলে আমরা এই গাছটার তলায়ই আশ্রয় গ্রহণ করব! এমন চমৎকার আশ্রয় এখানে কোথাও নেই, তা দেখতে পাচ্ছেন বোধহয়?"

বিলাসবাবু বললেন, "খুব পাচ্ছি। কিন্তু বৎস! তোমার এই আবোল-তাবোল কথাগুলোর পেছনে কি মতলব লুকিয়ে আছে, খুলেই বলে ফেলো!"

গাছটার নীচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তাপস বললে, "গাছের নীচে এই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিগুলো এবং আপনার সংগৃহীত পোড়া সিগারেটগুলো থেকে একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি এখানে কটা সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "সবসুদ্ধ ছটা পোড়া সিগারেটের টুকরো আমি পেয়েছিলুম।"

তাপস বললে, "আচ্ছা। একটা সিগারেট খেতে সাধারণত পাঁচ মিনিট থেকে আট মিনিট সময় দরকার হয়। সুতরাং ছটা সিগারেট পোড়াতে প্রায় আধঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টার সময়ের দরকার হয়েছিল। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যুর দিন রাত্রে কেউ এই বটগাছটার নীচে— কোনও কারণে—খুব সম্ভব আধঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টার পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন বাতাসেরও খুব আধিক্য ছিল। তাই মাত্র ছটা সিগারেট জ্বালাবার জন্যে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করতে হয়েছিল।"

বিলাসবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "তোমার কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই তাপস! কারণ, আমি থানা থেকেই জানতে পেরেছিলুম যে, রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যুর দিন রাত্রে খুব জলঝড় হয়েছিল। কাজেই, কলকাতা থেকে যে আলোর ঝলক দেখে আমরা চমকে উঠেছিলুম, আর যেটা আমাদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, কুসুমপুরে সেই জিনিসটাই খুব স্বাভাবিক বিজলি চমক বলে মনে হয়েছে।

আলোর একটু পার্থক্য—সাদা কি নীল—এ প্রশ্নটা কারও মনেই সন্দেহের কোনো রেখাপাত করেনি। সকলেই ভেবেছিল, এমন জলঝড়ের রাতে বিজলি চমক একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "হাঁ, ব্যাপারটা অবশ্য খুবই সাধারণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা কথা ভাববার আছে। সেটা এই যে, সেই জলঝড়ের ভেতর রণজিৎপ্রসাদ এখানে এই বনের ধারে এসেছিল কেন? রাত্রে জলঝড় মাথায় নিয়ে এই নির্জন বনের ধারে আসার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রণজিৎপ্রসাদ এখানে মারা যায়নি। তার মৃতদেহটি এখানে বহন করে এনে ফেলে রাখা হয়েছিল।"

ইনস্পেক্টর বিলাসবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার এ যুক্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমি এসব কথা এত তলিয়ে—" বলেই হঠাৎ তিনি একমুহূর্ত নীরব থেকে, পরক্ষণেই তাপসকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, "খবরদার! সরে এসো—সরে এসো তাপস।"

সহসা বিলাসবাবুর এমন একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে তাপস প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু অতি কষ্টে সে সামলে নিলে। পরক্ষণেই একটা ভয়ংকর মোষ একটা রাখালছেলের তাড়া খেয়ে, তার প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়েই ছুটে চলে গেল।

প্রথমে মনে হয়েছিল, ছোকরার অসতর্ক-চালনার ফলেই বুঝি এমন একটা ব্যাপার হয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই কারু বুঝতে বাকি রইল না যে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কারণ, বিলাসবাবু ও তাপসকে মোষটা পেরিয়ে যেতেই, ছোকরা সেটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে তাড়া করলে। মনে হল কতকটা যেন মরিয়া হয়েই মোষটাকে সে তাদের ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে নিতে চায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

"দেখছেন, কত বড়ো বদমায়েশ এই ছোকরা!"

তাপসের এই কথা শেষ হতে না-হতেই মোষটা তার শিং নিচু করে তাদের দিকে তেড়ে এল ভয়ানকভাবে।

আর উপায় না দেখে বিলাসবাবু মুহূর্তমধ্যে তাঁর রিভলভার বার করে মোষটার পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। আহত মোষটা তৎক্ষণাৎ ভীষণ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে চমকিত হয়ে ছোকরা যেন একমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরই সে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটল।

বিলাসবাবু তাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পেছনে কোন্ ঝোপের আড়াল থেকে কার পিস্তল গর্জে উঠল দু'বার।

সঙ্গে সঙ্গে তাপসও চিৎকার করে বললে, "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে! যাবেন না—ওর পেছনে যাবেন না।"

বিলাসবাবু ফিরে এলেন, এসেই বিস্মিতভাবে বললেন, "এসব কি ব্যাপার তাপস? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি সবই।" মৃদু হেসে তাপস উত্তর দিলে। তারপরই সে বিলাসবাবুকে সম্বোধন করে বললে, "এ আপনি কি করলেন বিলাসবাবু?"

"কেন? কি করেছি?" বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "আমরা নিঃস্ব ভবঘুরে ইতরশ্রেণির লোক। অথচ আমাদেরই কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ল রিভলভার। এ একটা সন্দেহের কারণ নয় কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছ। তখন কিন্তু আর উপায় কি ছিল? রাখালছোঁড়ার বদমায়েশি দেখে রাগ সামলাতে পারিনি—এছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল?

ওকে বুখতে হবে তো। কাজেই রিভলভারের সাহায্য নিতে হল। কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা হচ্ছে—ঝোপের ভেতর থেকে ওই গুলি দুটো ছুড়লে কে? কি তার উদ্দেশ্য?"

মৃদু হেসে তাপস বললে, "সে তো খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় ইনস্পেক্টরবাবু! ওই রাখালছোঁড়া যার পরামর্শে আমাদের ওপর দিয়ে মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মহাত্মাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থেকে, গুলি ছুঁড়ে তার গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছেন!"

বিস্মিতভাবে চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বিলাসবাবু বললেন, "তাহলে তুমি কি বলতে চাও তাপস, এ কি তাহলে কোনো ষড়যন্ত্র?"

"নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র!"

তাপস দৃঢ়স্বরে বললে, "ষড়যন্ত্র যে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু এর ফলে গুটিকয়েক সত্য বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রথম হচ্ছে : রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে অন্য কোথাও। তাকে হত্যা করে, পরে তার লাশটা এইখানে আনা হয়েছে। কাজেই হত্যাকারীর দল এই জায়গাটা সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন। এই জায়গাটা অনুসন্ধান করে কারও চোখে কিছু ধরা পড়ে, এই ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। পদে পদে তাই তারা বাধা দিতে চায়।

দ্বিতীয় হচ্ছে : হত্যাকারীর দল বুঝে নিয়েছে যে, রণজিৎপ্রসাদের হত্যারহস্যের তদন্তে যে কেউ আসুক না কেন, এবং সে যে কোনো ছদ্মবেশেই আসুক না কেন, তাকে এখানে আসতে হবেই। কাজেই, তদন্তকারী গোয়েন্দা বা পুলিশ কর্মচারীকে তার ছদ্মবেশ ভেদ করে চেনবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে, এই বটগাছতলায় লক্ষ্য রাখা। এখন বুঝতেই পারছেন বিলাসবাবু, আমরা ধরা পড়ে গেছি, আর গোপন থাকতে পারলুম না। আমাদের এখন থেকে আরও বেশি সাবধানে চলতে হবে, নইলে অতি-সতর্ক হত্যাকারীদের হাতে আমাদের লাঞ্ছনা অনিবার্য।"

ইনস্পেক্টর বিলাসবাবু খানিকক্ষণ নীরব থেকে চিন্তিতভাবে বললেন, "তাহলে এখন কি করতে বলো তাপস? ঝোপটা খুঁজে দেখব?"

"কিচ্ছু দরকার নেই। এখন কোনো বিপদ ডেকে আনা উচিত হবে না। চলুন, একবার দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার আগে চলুন একবার থানায়। বেশভূষাটা বদলে নিই।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চার

দ্বিজদাসবাবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই দেখা গেল, তিনি একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসে কতকগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন।

বিলাসবাবু এবং তাপসকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি চমকে মুখ তুলে সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করে বলে উঠলেন, "সুপ্রভাত বিলাসবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। কিন্তু এমন হঠাৎ এই হতভাগ্যের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবার কারণটা কি বলুন তো? নতুন কোনো সংবাদ আছে না কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "নতুন সংবাদ কিছুই নেই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, দ্বিজদাসবাবু। নতুন কোনো সংবাদ পেলেই আমরা আপনাকে জানাব। আজ হোক, কাল হোক, হত্যাকারীরা ধরা পড়বেই। সেজন্যে আপনি বৃথা চিন্তিত হবেন না।"

বিলাসবাবুর কথায় দ্বিজদাসবাবুর মুখে একটা অদ্ভুত অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল। তিনি যে কিছুমাত্র নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, তা সেই হাসি দেখেই বোঝা গেল।

তিনি একটু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "নিশ্চিন্তই বা হতে পারছি কই! পর পর এতগুলো লোক মারা গেল—অথচ এখনও পর্যন্ত তার কোনো কিনারাই হল না! এরপর কোনদিন হয়তো বা আমার পালা আসবে। অবশ্য, মরতে আমার ভয় কিছুই নেই। তবে দুঃখ থাকবে এই যে, আমার আরব্ধ কাজ আমি শেষ করে যেতে পারলুম না। কিন্তু এখন সেকথা থাক্। আপনার কথাটাই আগে শুনি। আপনার সদলে এখানে এমন হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ তো জানা হল না!"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "আমি এখানে এসেছি এই ভদ্রলোকটির সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। রণজিৎপ্রসাদের জায়গায় হেড কোয়ার্টার থেকে একেই এখানকার অকথা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে।"

দ্বিজদাসবাবু একটু বিষণ্ণভাবে হেসে বললেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, রণজিৎপ্রসাদের অকথা এঁর অদৃষ্টেও না ঘটে! ভগবান করুন, আপনার চেষ্টাতেই যেন হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার হয়ে তাদের প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি লাভ করতে পারে।"

তাপসকে লক্ষ্য করে এই শেষের কথাগুলো বলে দ্বিজদাসবাবু বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলেছিলেন যে, একটা ভীষণদর্শন নিগ্রোকে এই কুসুমপুরে নাকি রণজিৎপ্রসাদ আবিষ্কার করেছিল। সে কে, এবং কেন সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তার কিছু জানতে পেরেছেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। তবে এখানকার থানা থেকে তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা চলছে।"

তাপস এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত কথাবার্তা শুনছিল। এবারে সে দ্বিজদাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, "রণজিৎপ্রসাদ একটা নিগ্রোকে কুসুমপুরে দেখতে পেয়েছে বলে হেড

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোয়ার্টারে রিপোর্ট করার পরদিন রাত্রেই মারা গেল। আপনি কি মনে করেন যে, তার মৃত্যুর সাথে সেই নিগ্রোটার কোনো সম্পর্ক আছে?"

দ্বিজদাসবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, "সেকথা আন্দাজে বলা অসম্ভব। রঞ্জিৎপ্রসাদের মৃত্যুর ব্যাপারে তার হাত থাকতেও পারে—অথবা নাও থাকতে পারে।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আমেরিকায় আপনার কোনো শত্রু ছিল কি? কারণ, পুলিশ ধারণা যে, নিগ্রোটা খুব সম্ভব আমেরিকা থেকেই আমদানি হয়েছে। সে হয়তো অন্য কারও আদেশে চালিত হচ্ছে মাত্র।"

দ্বিজদাসবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, "না। আমেরিকায় আমার কোনো শত্রু ছিল বলে আমি জানি না। আমি যে কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করেছিলুম, তাতে কারও কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কাই ছিল না। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে কেউ আমার শত্রুতাসাধন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।"

তাপস বললে, "শুনেছিলুম যে, আপনি আমেরিকা যাত্রার সময় আরও দুজন সঙ্গী আপনার সাথে ছিল। তাদের পরিচয় কি? তারা আপনার সাথে বিদেশযাত্রা করেছিল কেন?

আমার এই প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হবেন না। কারণ, তদন্তে অগ্রসর হবার আগে সবকিছু ব্যাপারই আমার জানা দরকার, তা সে যতই তুচ্ছ ব্যাপার হোক না কেন। এই রহস্য ভেদ করতে হলে আপনার সাহায্যই আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।"

www.banglabook.org www.banglabook.org www.banglabook.org www.banglabook.org

দ্বিজদাসবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনাদের সাহায্য করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমিও মনেপ্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা করি যে, হত্যাকারী যেন তার যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করে। কিন্তু আমার আরব্ধ কাজ সম্পর্কে কোনো সংবাদই আমি আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না। কারণ, যে কাজ আরম্ভ করেছি, সমাপ্ত হবার পূর্বে সেকথা বাইরে প্রকাশিত হলে আমি যে শুধু স্বার্থলোভীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হব তাই নয়, আমার আরব্ধ কাজ শেষ করাও আমার পক্ষে হয়তো অসম্ভব হবে। তবে যতটা সম্ভব আমি এই রহস্যভেদে আপনাদের সাহায্য করব, আমার এ কথায় আপনারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন।"

দ্বিজদাসবাবু একটু চিন্তা করে বলতে শুরু করলেন, "আমি আমেরিকাযাত্রা করেছিলুম সেখানকার বহু প্রাচীন একজাতীয় রেড ইন্ডিয়ানদের পুরাকীর্তি আবিষ্কারের আশায়। বর্তমান সভ্যতার আলোকে রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের জীবনের ধারাকে একান্তভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতাকেই তারা একান্তভাবে আপনার বলে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু বহু প্রাচীনযুগে ইউরোপে যখন সভ্যতার আলোক পর্যন্ত পৌঁছোয়নি, তখন আধুনিক বন্য বলে খ্যাত এই রেড ইন্ডিয়ানরাই সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করত। তাদের অপরূপ শিল্পকলা এখনও যে কোনো সভ্যদেশের বিস্ময় উৎপাদন করতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো এক বৈদেশিক-শক্তির আক্রমণে এবং তাদের পৈশাচিক লোভের ফলেই, একদিন তাদের সেই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমি তাদের সেই লুপ্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা উদ্ধারের আশাতেই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমেরিকাযাত্রা করেছিলুম, এবং আমার এই অভিযানে সঙ্গী ছিল, দুজন। একজন আমার অতি বিশ্বস্ত-ভৃত্য শংকর, এবং আর-একজন আমার সহকারী, অমর গুপ্ত।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনার ভৃত্য এবং সহকারী কি এখনও আমেরিকাতেই আছে?"

দ্বিজদাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তারা এখন কোথায় এবং কিভাবে আছে, তা আমি আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না। কারণ, ঘটনাচক্রে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছিলুম অনেকদিন আগেই। তবু আমি চলে আসবার আগে এইটুকুই শুধু জানতে পেরেছিলুম যে, তারা তখন পর্যন্ত জীবিত। কিন্তু কেবল জীবিত থাকাই তো মানুষের সবচেয়ে বড়ো সান্ত্বনার কথা নয়! ঈশ্বর এতদিনে তাদের তুলে নিয়ে থাকলেও সম্ভবত সুখের কথাই হত।"

দ্বিজদাসবাবুর শেষ কথাগুলোতে বেদনা ফুটে বেরুল। তাপস জিজ্ঞেস করলে, "তবে কি তারা খুব দুঃখকষ্টে আছে?"

"ঈশ্বর জানেন। আমায় আর প্রশ্ন করবেন না।"

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল, দ্বিজদাসবাবু কোনো এক গোপন ব্যথায় অভিভূত!

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনি আপনার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ দেশে ফিরে এলেন কেন, জানতে পারি?"

মৃদু হেসে দ্বিজদাসবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! আমি যে কাজে হাত দিয়েছি, তা নিখুঁতভাবে শেষ করতে হলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। আমি সেই অর্থসংগ্রহের জন্যেই দেশে ফিরে এসেছিলুম। কিন্তু এখানে এসেই আমি যেন এক অদ্ভুত রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, "ধন্যবাদ! আপনার সংবাদগুলি সম্পূর্ণ না হলেও, আশা করি, এতেই আমি আমার কাজ শুরু করতে পারব। কিন্তু আপনার পক্ষেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যদিও আমার মনে হয় যে, আপনার জীবনের ভয় আদৌ নেই।"

দ্বিজদাসবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনার এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ? আমার পরিচিত এবং সম্পর্কিত লোকগুলোকে হত্যা করার পর তারা যে আমাকে ত্যাগ করবে, এর সপক্ষে তো কোনো যুক্তি নেই!"

তাপস বললে, "না, তা অবশ্য নেই, কিন্তু যারা এত কৌশলী যে, অতি সহজেই এর ভেতরে একজন পুলিশের গুপ্তচরসমেত তিনজন লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে, তারা চেষ্টা করলে আপনার নামকেও এই নিহত লোকদের তালিকার ভেতরে ফেলতে পারত। কিন্তু আপনার মৃত্যু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূল বলেই হয়তো আপনার কোনো ক্ষতি তারা এ পর্যন্ত করেনি।"

দ্বিজদাসবাবু নিতান্ত বিস্মিতভাবে বললেন, "কিন্তু, আমার দ্বারা তাদের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে?"

মৃদু হেসে তাপস জবাব দিলে, "সেই কথাটাই এই রহস্যের আসল সমস্যা। আপনার কোনো ক্ষতি না করে তারা আপনার একান্ত পরিচিতদের ওপর কেন এই

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মারাত্মক খেলা খেলছে, তা জানতে পারলে—ও কি? কে ও?" বলেই তাপস হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, আর পিস্তল হাতে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে শোঁ করে কি একটা ঘরের ভেতর ছুটে এল, তারপর দেয়ালে লেগে সশব্দে মেঝেয় পড়ে গেল।

"কি ও?" দ্বিজদাসবাবুর চোখেও উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

জিনিসটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন বিলাসবাবু। দেখা গেল, ছোট্টো একটি তির, তার ডগায় একখানি কাগজ আঁটা।

বিলাসবাবু কাগজখানা খুলে ফেললেন। কাগজ তো নয়, ছোট্ট একটিখানি চিঠি!

তাপস বললে, "চিঠি? কার চিঠি দেখুন তো?"

বিলাসবাবু চিঠিখানা পড়লেন। সামান্য কয়েকলাইন তাতে লেখা—ইংরেজিতে লেখা। বাংলাভাষায় তার মর্ম দাঁড়ায় এইরকম :—

"অধ্যাপক দ্বিজদাস রায়!
পুলিশের কাছে কিছুমাত্র প্রকাশ করলে,
তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। সাবধান!"

চিঠির তলায় কারও নাম নেই।

দ্বিজদাসবাবু নিজেও একবার কম্পিত হাতে চিঠিখানি গ্রহণ করলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, সেখানি পড়তে পড়তে তাঁর মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনি চিঠিখানি বিলাসবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে কাতরভাবে—অনুনয়ের সুরে বললেন, "ইনস্পেক্টরবাবু! আপনারা কি আশা করেন, এর পরেও আমি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি? আপনারা এমন অবস্থায় পড়লে কি করতেন বলুন তো?

দেখুন, আমি একটু শান্তিপ্রিয় ভীরু লোক। কাজেই মাপ করবেন, আমি এ-বিষয়ে আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছুক নই।"

তাপস বললে, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা এখন বড্ডই ঘোরালো হয়ে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও যে-কোনো মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে। অন্য খুনগুলোর তদন্তের কথা ছেড়ে দিলেও, এখন দেখছি, অন্তত আপনাকে রক্ষা করাও আমাদের একটা প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এমন একটা চিঠির পরে, আপনার সঙ্গে এখন আর কোনো আলাপ-আলোচনা করা সঙ্গত হবে না। আমরা এখন তাহলে বিদায় নিচ্ছি, মি. রায়!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাপস উঠে দাঁড়াল, তারপর তাঁকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুও তাপসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন।

পথে যেতে যেতে খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব। হঠাৎ বিলাসবাবু মুখ তুলে তাপসের গম্ভীর ও চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইরকম বিদঘুটে অসম্ভব ব্যাপার আমার জীবনে আর কখনও ঘটেনি। কিন্তু এখন কিভাবে অগ্রসর হলে আমাদের সুবিধে হবে, কিছু ভেবে দেখেছ?"

তাপস বললে, "সে-বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই ঠিক করিনি। কেবল এইটুকু ভাবছি যে, কলকাতা পৌঁছেই প্রথমে যাব একবার অ্যাটর্নি অরুণ ঘোষের বাড়ি। তারপর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একবার হয়তো দ্বিজদাসবাবুর বন্ধু বীরেশ্বর চৌধুরির বাড়িতে যাওয়ারও দরকার হতে পারে।"

পাঁচ

তাপসকে তার ল্যাবরেটরিতে গভীরভাবে কোনো কাজে নিযুক্ত দেখে দীপক বললে, "ব্যাপার কি বলো তো? কুসুমপুর থেকে ফিরে তুমি সেই যে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছ, তখন থেকে এত কি যে কাজ করছ তা তুমিই জানো! তোমার আর বিলাসবাবুর কুসুমপুর অভিযানের কি ফল হল, শুনি? তোমার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের কুসুমপুর-অভিযান একেবারে বৃথা হয়নি।"

তাপস একটা মাইক্রোসকোপের লেন্সের নীচে কুসুমপুরে সংগৃহীত সেই নোংরা কাগজের টুকরোটা রাখতে রাখতে বললে, "আমরা কুসুমপুর থেকে সত্যিই একেবারে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসিনি। তবে আমাদের শত্রুপক্ষ অসম্ভব ধূর্ত বলেই আমরা এই রহস্যের কোনো মারাত্মক প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারিনি। তাহলেও সেখানে সংগৃহীত পায়ের ছাপ এবং অন্যান্য কয়েকটা সামান্য জিনিস থেকে অদ্ভুত কোনো সত্য আবিষ্কৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

দীপক জিজ্ঞেস করলে, "এমনও তো হতে পারে যে, রণজিৎপ্রসাদের বর্ণিত সেই ভীষণদর্শন [illegible] আপন উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে হত্যা করছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস লেন্সটার ওপর চোখ রেখে বললে, "হতে পারে সবকিছুই। কিন্তু নিগ্রোটা দেখতে ভীষণদর্শন হলেই যে সে মানুষ খুন করে বেড়াবে, তার কি মানে আছে?"

কথা বলতে বলতে তাপস হঠাৎ লেন্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেন্সটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে কিছু বললে।

দীপক কিছু বুঝতে না পেরে তাপসের দিকে তাকিয়ে তার কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তাপস লেন্সটার ওপর থেকে চোখ তুলে দীপকের দিকে তাকালে।

তাকিয়ে দেখতে পেলে, তাপসের মুখে মৃদু হাসি এবং চোখে সাফল্যের উজ্জ্বলতা।

দীপক জিজ্ঞেস করলে, "হঠাৎ এত খুশি হবার কারণ?"

তাপস বললে, "আমার এত খুশি হবার কারণ এই যে, আমার অনুমান মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়নি। লেন্সের নীচের এই নোংরা কাগজের টুকরোটা আমি নিহত রণজিৎপ্রসাদের দেহ যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেখানেই মাটিতে কুড়িয়ে পাই। কাগজের টুকরোটার একটু বিশেষত্ব ছিল বলেই এটাকে আমি সংগ্রহ করে এনেছিলুম। কাগজটা হাতে নিয়েই আমি বুঝতে পারি যে, সেখানা কোনো বিশিষ্ট শৌখিন ভদ্রলোকের কার্ড। এর মাঝেখানে কিছু লেখা ছিল এবং তার চারপাশে—কার্ডটার চারকোণে অস্পষ্ট সোনালি বর্ডার দেওয়া ছিল।

কাগজের এই বিশেষত্বটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কার্ডখানা পরীক্ষা করে দেখলুম সেটা আনকোরা নতুন, কিন্তু বৃষ্টির জলে ও কাদায় নোংরা হয়ে বিকৃত ও অস্পষ্ট হয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

গেছে। কুসুমপুরে—বিশেষত রণজিৎপ্রসাদের লাশটার কাছাকাছি এই কার্ডখানার আবির্ভাবের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি শুধু একটি মাত্র ছাড়া।

নির্জন বনের ধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো শৌখিন ভদ্রলোকের বেড়াবার ইচ্ছে হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হতেই সেখানা আমি পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে এসেছিলুম। এখন মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করতেই আসল রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। জলে এবং কাদায় কার্ডের কয়েকটা অক্ষর অবশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, তাহলেও যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলো পড়তে খুব বেশি অসুবিধে হয় না। লেন্সের ভেতর দিয়ে কাগজটার দিকে তাকালে তুমিও আমার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারবে।"

তাপসের কথামতো দীপক এগিয়ে গিয়ে মাইক্রোসকোপের ওপর চোখ রেখে কাগজটার দিকে তাকালে। কার্ডখানার ওপর স্পষ্ট এবং অতি অস্পষ্ট কতগুলো বড়ো বড়ো ইংরেজি অক্ষর তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সে ধীরে ধীরে সেগুলো পড়ে গেল—

ডন কুইজেলো
পেরু, দক্ষিণ আমেরিকা

দীপক মাইক্রোসকোপের ওপর থেকে মুখ তুলে বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাপসের দিকে তাকালে, তারপর বললে, "এ তো দেখছি, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের অধিবাসী ডন কুইজেলো নামে কোনো ভদ্রলোকের কার্ড। কিন্তু আমেরিকার অধিবাসী হলেও, নামটা তো আমেরিকার নাম নয়! তোমার কি মনে হয়?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "তোমার এই অনুমানই সত্যি। লোকটা স্থায়ীভাবেই হোক অথবা অস্থায়ীভাবেই হোক, দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে বাস করলেও সে আমেরিকার নয়। লোকটা আসলে একজন স্প্যানিয়ার্ড। কোনো কারণে সে পেরুতে বাস করছে।"

দীপক বললে, "তা না হয় হল। কিন্তু সেই সুদূর পেরু থেকে ভদ্রলোক এই কুসুমপুরে এসে উদয় হয়েছেন কেন? কার্ডখানা তো আর ভদ্রলোকটির কাছ থেকে হাওয়ায় উড়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়নি।"

তাপস বললে, "না, কার্ডখানার সাথেই ভদ্রলোকটির যে এদেশে আবির্ভাব হয়েছে এটা সত্যি এবং এও সত্যি যে, রণজিৎপ্রসাদের নিহত হবার দিন, সে ওই নির্জন বনের ধারে উপস্থিত ছিল। তোমার মনে আছে বোধ হয় যে, বিলাসবাবু রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যুর পরদিন কুসুমপুর গিয়ে সেই বনের ধারে একটা গাছের নীচে কতকগুলো আধপোড়া সিগারেটের টুকরো আবিষ্কার করেছিলেন?"

দীপক বললে, "তুমি কি বলতে চাও যে, এই ডন কুইজেলোই সেদিন সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করেছিল?"

তাপস দৃঢ়স্বরে বললে, "হ্যাঁ। তুমি জানো যে, সেই সিগারেটের টুকরোগুলো থেকে জানা গেছে, সেগুলো 'গোল্ডেন ঈগল' নামক সিগারেট। আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি, গোল্ডেন ঈগল অতি উৎকৃষ্ট ও অতি মূল্যবান পেরুদেশীয় সিগারেট। সুতরাং

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেরু থেকে আমদানি এই ডন কুইজেলোই সেদিন গভীর রাত্রে বনের ধারে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে করতে অপেক্ষা করছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, কে এই ডন কুইজেলো? সে সুদূর পেরু থেকে এদেশের অখ্যাত এই কুসুমপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে কেন? আর রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যুর দিন গভীর রাত্রে বনের ধারে তার আবির্ভাব হয়েছিল কেন?"

দীপক চিন্তিতভাবে বললে, "ব্যাপার দেখে বোধ হচ্ছে, এই ডন কুইজেলো নামক স্প্যানিয়ার্ডটাই এই রহস্যের মূল নায়ক। কোনো কারণে সে দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে শত্রুতাবশত এইসব হত্যা করে বেড়াচ্ছে।"

তাপস বললে, "তা না হয় মেনে নিলুম। কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর সাথে শত্রুতা করে সে তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের হত্যা করেছে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে পারো? দ্বিজদাসবাবুর কোনো ক্ষতি না করে, তাঁর পরিচিতদের হত্যা করার মূলে তার কোন্ স্বার্থ লুকিয়ে থাকতে পারে?"

দীপক বললে, "তা বটে। কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর কাছে সব কথা খুলে বললে হয়তো-বা এই বিতর্কের সমাধান হতে পারে। ডন কুইজেলো নিশ্চয়ই দ্বিজদাসবাবুর পরিচিত।"

তাপস বললে, "শুধু পরিচিত বললে কিছুই বলা হয় না। দ্বিজদাসবাবু ডন কুইজেলোকে খুব ভালোরকমই চেনেন সন্দেহ নেই, এবং আমার ধারণা এই যে, কে এই রহস্যের নায়ক এবং কেন সে এই হত্যা করে বেড়াচ্ছে, তা দ্বিজদাসবাবু খুব ভালোরকমই জানেন। কিন্তু প্রাণের ভয়েই হোক, অথবা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক, তিনি সেকথা বেমালুম গোপন করে গেছেন। তিনি তাঁর আমেরিকার আরব্ধ কাজ সম্পর্কেও কাউকে কিছু জানতে দিতে রাজি নন, অথচ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকায় তাঁর কোনো শত্রু ছিল না।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

হঠাৎ ফোনের শব্দে তাপস টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা নিয়ে কানের কাছে তুলতেই বিলাসবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, "কে, তাপস? তুমি এখুনি থানায় চলে এসো। এখানে হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। কেন বলতে পারি না আমার ধারণা হচ্ছে যে, এই ঘটনার সাথে কুসুমপুরের ঘটনার নিশ্চয়ই কোনো সম্বন্ধ আছে!"

তাপস বললে, "আমি এখুনি আপনার ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু কি হয়েছে? আপনি খুব বেশি উত্তেজিত হয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

বিলাসবাবু বললেন, "থানার সামনেই একটা লোককে কে বা কারা গুলি করে অদৃশ্য হয়েছে। ব্যাপার দেখে বোধ হচ্ছে যে, তারা বহুদূর থেকে লোকটাকে অনুসরণ করে আসছিল। লোকটার অবস্থা অতি সাংঘাতিক। দারুণ যন্ত্রণার মাঝেও লোকটা অদ্ভুত কি সব বলছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু লোকটার কথাগুলো অত্যন্ত খাপছাড়া এবং অদ্ভুত বোধ হলেও একেবারে প্রলাপ বলে মনে হয় না। কয়েকটা কথা লোকটা ঘন-ঘন উচ্চারণ করছে। 'ইনকা-পেরু-আমারান' ইত্যাদি দুর্বোধ্য ভাষার মানে আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবুর কথাগুলো শুনে তাপসের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে, "আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এখুনি থানায় যাচ্ছি।"

ছয়

থানায় পৌঁছুতেই একজন সাধারণ বেশধারী কনস্টেবল তাকে বললে, "ইনস্পেক্টরবাবু তাঁর খাসকামরায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

তাপস অতি দ্রুত পদক্ষেপে সোজা ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুর খাসকামরায় এসে হাজির হল। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল, দেখলে একজন ভবঘুরে নিম্নশ্রেণির লোক একটা প্রকাণ্ড কৌচে শুয়ে আছে আর তার পাশেই একজন ডাক্তার বসে গম্ভীরভাবে তাকে পরীক্ষা করছেন।

তাপসকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বিলাসবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "ঠিক সময়েই এসেছো তুমি। লোকটা আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না। কিন্তু তার মৃত্যুর আগেই তার বক্তব্যগুলো ভালো করে বোঝা দরকার।"

তাপস কোনো উত্তর না দিয়ে কৌচের ওপর শায়িত লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। সে লক্ষ্য করে দেখলে যে, লোকটার মুখ ঘন গোঁফ-দাড়িতে ভরে গেছে—যেন বহুদিন সে দাড়ি-গোঁফ কামায়নি। লোকটার চেহারা অনেকটা ইউরোপিয়ানের মতো দেখতে হলেও, তার গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। পরনে তার অতি পুরোনো এবং শতচ্ছিন্ন নীলবর্ণের নাবিকের পোশাক।

www.banglabookpdf.blogspot.com

দারুণ যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে মুখ বিকৃত করে অস্ফুটস্বরে কি সব উচ্চারণ করছিল। তাপস নিচু হয়ে তার বক্তব্য শোনবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার দুর্বোধ্য ভাষার এতটুকুও ওর বোধগম্য হল না।

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তাপস জিজ্ঞেস করলে, "লোকটার অবস্থা কিরকম বুঝছেন? আঘাত কি খুবই সাংঘাতিক?"

ডাক্তার সেন চোখ তুলে তাপসের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু বিষণ্ণভাবে হেসে বললেন, "রিভলভারের দুটো গুলি লোকটার ফুসফুস ভেদ করে গেছে। সুতরাং একে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই সফল হবে না। লোকটা বড়ো জোর আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বেঁচে থাকতে পারে।"

তাপস বিস্মিতসুরে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "একে এমন মারাত্মকভাবে গুলি করলে কে? দিনদুপুরে থানার সামনে একে এমন মারাত্মকভাবে জখম করেও আততায়ীরা অদৃশ্য হল, এ যে পুলিশের পক্ষে কতখানি লজ্জার কথা, সেকথা ভেবেছেন?"

বিলাসবাবু গম্ভীর এবং ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, "কিন্তু আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। আমি অফিসে বসে কাজ করছিলুম, হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে তখুনি জানলার সামনে এসে রাস্তার দিকে তাকালুম।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কারণ, আমার বোধ হয়েছিল, গুলির আওয়াজটা সামনেই রাস্তার দিক থেকে এসেছিল।

তারপর জানলার সামনে আসতেই আমি দেখতে পেলুম যে, এই লোকটা রাস্তার ওপর দিয়ে পাগলের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মর্মান্তিক চিৎকার করতে করতে থানার দিকেই ছুটে আসছে।

তাকে প্রাণভয়ে এদিকে ছুটে আসতে দেখে, তার এভাবে ছোটবার কারণ বুঝতে না পেরে আমি বিস্মিতভাবে চারদিকে তাকালুম। পরমুহূর্তেই আবার পর পর দুটো রিভলভারের গুলির আওয়াজ! গুলির শব্দ যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলুম, দুটো লোক—বিদেশি বলেই বোধ হল—দূর থেকে দ্রুতবেগে এই লোকটার অনুসরণ করে আসছে। দুজনের হাতেই দুটো রিভলভার। সেই রিভলভার দুটোর মুখ থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

থানার সামনে দিনের বেলা যে এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে পারে, একথা আমি কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। লোক দুটোর সাহস দেখে আমি বিস্মিত হলুম।

এরপর আমি দ্রুতপদে নীচে নেমে আসি। রিভলভারটা বের করে রাস্তায় এসে উপস্থিত হতেই আবার পর পর দুটো গুলির শব্দ আমার কানে এল।

গুলির শব্দের সাথে সাথে আমি দেখতে পেলুম যে, এই লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর রাস্তার ওপরেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একে আহত হতে দেখে আততায়ী দুজন অতি দ্রুতবেগে এর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ও কয়েকজন সিপাইকে সেদিকে অগ্রসর হতে দেখেই তারা আর অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিম্নস্বরে কোনো পরামর্শ করেই তারা আর সেখানে বিলম্বমাত্র না করে রাস্তার উলটো দিকে দৌড়োতে আরম্ভ করলে।

তাদের এইভাবে পলায়ন করতে দেখে পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র সিপাই তাদের অনুসরণ করলে, কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হল না। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের মোটর এসে তাদের সামনে দাঁড়াল আর লোক দুটো বিনাবাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি সেটাতে উঠে পড়ল। পরক্ষণেই তাদের নিয়ে মোটরটা অতি বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "মোটরের নম্বরটা কত?"

বিলাসবাবু বললেন, "তাতে কোনো ফল হবে না। সেই মোটরের নম্বর নিয়ে আমি তখনই অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি যে, সে একটা মিথ্যে নম্বর। কারণ, ওই নম্বরের মোটরগাড়ির মালিক হচ্ছেন একজন উচ্চপদস্থ গভর্নমেন্ট কর্মচারী।"

এমন সময় ডাক্তার সেনের ইঙ্গিতে তাপস এবং বিলাসবাবু আহত লোকটার সামনে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হল, সে যেন কোনো কথা বলবার জন্যে একান্ত উদ্‌গ্রীব।

তাপস তার ওপর ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কিছু বলতে চাও?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা তাপসের কথা বুঝলে কি না কে জানে। সে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অতিকষ্টে তার নোংরা পরিচ্ছদের ভেতর থেকে খোদাইকরা প্রায় দুই ইঞ্চি চৌকো একটা কাঠের টুকরো বের করে, তাপসের হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললে। তাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে বলতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর কথাগুলো শেষ করে সে অতি ক্লান্তভাবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চোখ বুজলে।

মি. সেন তাড়াতাড়ি তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তাকে পরীক্ষা করেই গম্ভীরমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লোকটা সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু লোকটার ওই দুর্বোধ্য ভাষার কিছু বুঝতে পারলেন আপনারা?"

তাপস লোকটার দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কিছু ভাবছিল। মি. সেনের প্রশ্নে সে মুখ তুলে বললে, "শুধু কয়েকটা মাত্র শব্দ ছাড়া তার দুর্বোধ্য ভাষার কিছুই আমার বোধগম্য হয়নি। কেবল লিমা-ইন্‌কা-পেরু-কোরোজাল, এসব কথা থেকে তার আসল বক্তব্য কি, তা বুঝতে পারা একান্ত অসাধ্য।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাহলেও এসব বক্তব্য একেবারে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। লোকটা এর আগেই একবার দক্ষিণ-আমেরিকার কথা উচ্চারণ করেছিল। সুতরাং আমার মনে হয় যে, কুসুমপুরের রহস্যের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য নয়। যাই হোক, লোকটার ফটো তুলে এর পরিচয়—কোত্থেকে সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, কেন এসেছিল, এসব কথা জানতে চেষ্টা করব। কিন্তু লোকটার প্রদত্ত ওই কাঠের চৌকো চাকতিটা কি? মনে হয়, ওটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই কাঠের চাকতিটাই ওর মৃত্যুর কারণ কিনা কে জানে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস সেই কাঠের চৌকো জিনিসটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললে, "এটা কি পদার্থ, তা এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এতে অদ্ভুত রকমের কতগুলো কারুকার্য খোদাই করা রয়েছে দেখছি। হতে পারে এই কাঠের চাকতিটা রক্ষা করবার জন্যেই লোকটা প্রাণ দিয়েছে! কিন্তু কোন্ রহস্য এই চাকতিটা বুকে লুকিয়ে আছে, তা অনুমান করা কঠিন। লোকটার কথাবার্তায় এবং এই অদ্ভুত কাঠের চাকতিটা দেখে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তার আগে কুসুমপুরে আপনার সংগৃহীত পায়ের ছাপগুলো আমি একবার পরীক্ষার জন্যে আমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাব।"

বিলাসবাবু টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বললেন, "প্যারিস প্ল্যাস্টারে ছাপগুলো তুলে রাখা হয়েছে। তুমি ওগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করো, আমি ততক্ষণে এই লোকটাকে মর্গে পাঠাচ্ছি।"

বিলাসবাবু ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া কয়েকটা বান্ডিল বের করে টেবিলের ওপর সাবধানে রেখে বললেন, "এর ভেতরেই তুমি সেই পায়ের ছাপগুলো দেখতে পাবে।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাত

কয়েকঘণ্টা পরে প্রায় সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে বিলাসবাবু দেখতে পেলেন যে, তাপস তখনও একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজে কি চিন্তা করছে। তার সামনেই টেবিলের ওপর কুসুমপুরে সংগৃহীত প্যারিস প্লাস্টারের ছাপগুলো ছড়ানো রয়েছে।

বিলাসবাবু একখানা চেয়ারে বসে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। তারপর রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আড়চোখে তাপসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছ তাপস?"

তাপস চোখ না খুলেই বললে, "ভাবছি যে, এই রহস্যের মূল কেন্দ্র কোথায়? দ্বিজদাসবাবু আমেরিকায় কোন্ পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন, তা হয়তো আমি কিছু কিছু আঁচ করতে পেরেছি। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে অবশ্য দ্বিজদাসবাবুর পক্ষে তাঁর আরব্ধ কাজ গোপন করার চেষ্টা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত বলেই বোধ হয়।"

বিলাসবাবু বললেন, "তুমি আকাশকুসুম রচনা করছ না তো?"

তাপস বললে, "না। আমার এই অনুমান, যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই আমি রচনা করেছি। কিন্তু সে আলোচনার এখন বিশেষ দরকার নেই। আপনি কুসুমপুরে সংগৃহীত এই পায়ের ছাপগুলো থেকে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "কিছুমাত্র না। প্রথমত ছাপগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং দ্বিতীয়ত ওই অস্পষ্ট ছাপগুলো থেকে কোনো সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব জেনেই আমি ওগুলোর সম্বন্ধে বিশেষ মস্তিষ্কচালনা করিনি।"

বিলাসবাবুর কথায় মৃদু হেসে তাপস বললে, "কিন্তু এই পায়ের ছাপগুলো অস্পষ্ট বলে এগুলোকে যদি আপনি অবহেলা না করতেন, তাহলে আপনি এ থেকে কতকগুলো অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পেতেন।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাই নাকি? তা, তুমি কোন্ অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পেয়েছ, শুনি?"

তাপস টেবিলের ওপর থেকে একটা প্যারিস প্ল্যাস্টারের ছাঁচ তুলে নিয়ে বললে, "দেখুন, আমি মেপে দেখেছি যে, এই পায়ের ছাপটা লম্বায় পুরো বারো ইঞ্চি। বলতে বাধা নেই যে, আপনার সংগৃহীত তিনজোড়া পদচিহ্নের ভেতরে এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই পায়ের ছাপ যার, সে একজন বিশালদেহী পুরুষ এবং লম্বায় অন্তত সে সাত ফুট হবেই। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন—আপনার সংগৃহীত তিনজোড়া ছাপের মধ্যে দু'জোড়াই হচ্ছে এই বিশালদেহী পুরুষের—অবশ্য বাহ্যদৃষ্টিতে দুটোর ভেতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ধীরভাবে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন যে, একমাত্র গভীরতা এবং একটু-আধটু অস্পষ্টতা ছাড়া এই দু'জোড়ার ভেতরে কোনো পার্থক্যই নেই।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখুন যে, একজোড়া পায়ের ছাপ গভীরভাবে মাটিতে বসে গেছে—মাটি থেকে প্রায় এক ইঞ্চি নীচে নেমে গেছে। কিন্তু এই লোকটারই অন্য একজোড়া ছাপ সাধারণভাবেই মাটির ওপর পড়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একই লোকের পায়ের ছাপ একবার গভীরভাবে মাটিতে বসে গিয়েছে এবং আর একবার সাধারণভাবেই পড়েছে। লোকটা বিশালদেহী বলেই যে তার দেহের ভারে গভীরভাবে মাটিতে পা বসবে, তার কোনো কথা নেই। আর তা মেনে নিলেও, দু'বার দু'রকম পদচিহ্ন হবে কেন? এখন বলতে পারেন যে, একই ব্যক্তির এই দু'রকম পদচিহ্নের কারণ কি?"

বিলাসবাবু গভীরভাবে তাপসের যুক্তি শুনছিলেন। তিনি চমকে উঠে বললেন, "তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে, সেই বৃষ্টির রাত্রে এই লোকটা রণজিৎপ্রসাদের দেহ কাঁধে নিয়ে সেই বনের ধারে এসে উপস্থিত হয়েছিল?"

তাপস মাথা দুলিয়ে বললে, "ঠিক তাই। রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যু সেই বনের ধারে হয়নি—তার দেহটা শুধু সেখানে বহন করে আনা হয়েছিল। এই সন্দেহ যে কুসুমপুরেই আমার মনে উদয় হয়েছিল, তা আপনি জানেন।

এবার বাকি একজোড়া পায়ের ছাপ পরীক্ষা করা যাক। এই পায়ের ছাপ দুটো যে একই ব্যক্তির, তা আপনি গোড়ালি এবং পাঞ্জা দুটো পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন। পায়ে রবার সোলওলা জুতো ছিল, কাজেই বৃষ্টিতে ভেজা মাটির ওপর রবার সোলের নীচের খাঁজগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাহলেও এই দু'পায়ের দুটো ছাপের ভেতরে এমন একটা পার্থক্য রয়েছে, যা থেকে লোকটার সম্বন্ধে একটা মারাত্মক প্রমাণ পাওয়া যায়।

www.banglabook.org www.banglabook.org

দেখুন, বাঁ-পায়ের ছাপটার চেয়ে ডান-পায়ের ছাপটা একটু আলগা হয়ে মাটিতে পড়েছে—বাঁ-পায়ের মতো ডান-পা মাটিতে গভীরভাবে পড়েনি। ছাপ দুটোর গভীরতাই এর প্রমাণ। তাছাড়া দৈর্ঘ্যেও তার ডান-পাটা বাঁ-পায়ের চেয়ে দুই ইঞ্চি ছোটো। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার ডান-পা, বাঁ-পায়ের চেয়ে ছোটো এবং সে চলবার সময় খুঁড়িয়ে চলে।"

বিলাসবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "ব্র্যাভো তাপস! তুমি যে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধিমন্ত লোক, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব। তোমার কথা শুনে দৈবাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল, যা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত খেয়ালই করিনি। নিহত লোকটার পেছনে যে দুইজন আততায়ী রিভলভার হাতে তাকে দ্রুত অনুসরণ করে আসছিল—তাদের মধ্যে একজন চলবার সময়ে খুঁড়িয়ে চলছিল—আর সে ডান-পায়েই খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কুসুমপুরের ঘটনার সাথে আজকের এই ঘটনার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এবং কুসুমপুর-রহস্যের নায়ক ও এই নিহত লোকটার আততায়ীরা যে একই লোক, সেটুকু স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য সম্বন্ধ এই দুটো রহস্যের ভেতরে বর্তমান—তা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস তার হাতের সেই অদ্ভুত কারুকার্যময় চৌকো কাঠের চাকতিটা নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "এই চাকতিটার রহস্য প্রকাশ পেলে হয়তো সেই অদৃশ্য সম্বন্ধ জানা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, লোকটা কেন এটাকে অমনভাবে তার জামাকাপড়ের নীচে গোপনভাবে রক্ষা করছিল? মনে হচ্ছে, তার আততায়ী দুজন এটাকে হস্তগত করবার জন্যেই তাকে আক্রমণ করেছিল। সুতরাং এই চাকতিটার যে কোনো বিশেষত্ব আছে, এটা ঠিক। কিন্তু কি সেই গোপন বিশেষত্ব?"

একটা তীব্র কটাক্ষ করে বিলাসবাবু বললেন, "কি সেই গোপন বিশেষত্ব, সে খবরটা অ্যাটর্নি অরুণ ঘোষের বাড়িতে, অথবা বীরেশ্বর চৌধুরির বাড়িতে পেলে না? হন্তদন্ত হয়ে খুব তো ছুটে গিয়েছিলে—আমাকে ফেলেই! কিন্তু খোঁজখবর পেলে কিছু?"

মৃদু হেসে তাপস বললে, "একেবারে যে কিছুই লাভ হয়নি, সেকথা বলা চলে না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবার আর সময় হল কই? তিন-তিনবার ফোন করেও যখন জানা গেল যে, আপনি নিখোঁজ, তখন আর অপেক্ষা করি কেমন করে বলুন তো? তাই বলে, সেখানে যে কোনো লাভ হয়নি সেকথা বলা যায় না।"

"কি লাভ হয়েছে তোমার? বলো তো?"

তাপস বললে, "লাভ হয়েছে এইটুকু যে, দ্বিজদাসবাবুর ইংরেজি ও বাংলা হাতের লেখার একটু নমুনা নিয়ে এসেছি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিদ্রূপের স্বরে বিলাসবাবু বললেন, "তাতে আর কি হল? ইচ্ছে করলে, সে জিনিস তো তুমি কুসুমপুরেই সংগ্রহ করতে পারতে! দ্বিজদাসবাবুকে বললেই তো হত, 'দয়া করে আপনার দু'রকম দুটো হাতের লেখার নমুনা দিন।"

তাপস, সত্যি বলতে কি, আমি তোমার অনুসন্ধানের ধারা একেবারেই বুঝতে পারছি না। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, যে কাজে হাত দিয়েছ, এটা একটা খুনের ব্যাপার,—এটা জাল-জুয়াচুরির তদন্ত নয় যে, হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে হবে। আশ্চর্য তোমার গবেষণা!"

মৃদু হেসে তাপস বললে, "দেখুন, আমার চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতি যদি আপনাদের মতোই হত, তাহলে যে আমার কোনো বৈশিষ্ট্যই থাকত না—আমিও যে ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুই রয়ে যেতুম।"

বিলাসবাবু যেন কিছু আহত হয়ে চুপ করে রইলেন।

তাপস তা লক্ষ্য করে বললে, "ইনস্পেক্টরবাবু। আমি আপনাকে অপমান করবার জন্যে এসব কথা বলছি না। তবে রসিকতাটা কোনো কোনো সময়ে একটু অমার্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, প্রত্যেকেরই এক-একটা নিজস্ব চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব আছে, এবং সেটুকু থাকাই সংগত।"

"হ্যাঁ, আমি তা অস্বীকার করিনি কোনোদিন। কিন্তু বলো দেখি তাপস, দ্বিজদাসবাবুর হাতের লেখা সংগ্রহ করবার জন্যে, বীরেশ্বর ও অরুণবাবুর বাড়িতে তোমার যাওয়ার কি দরকার ছিল?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু হেসে তাপস বললে, "আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম, নিহত লোকদের আত্মীয়ের কাছ থেকে এক-একটা বর্ণনা আদায় করবার উদ্দেশ্যে। কারণ, তাছাড়া ভালো করে তদন্ত করা অসম্ভব!"

বিলাসবাবু বললেন, "সে বর্ণনা কি তুমি আমার কাছে পাওনি তাপস?"

"হ্যাঁ, পেয়েছিলুম। কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, আপনার বর্ণনার ভিত্তি আর তাদের বর্ণনার ভিত্তি, দুটোতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

"বটে!" বিলাসবাবু এবার উষ্ণ হয়ে উঠলেন।

তাপস শান্তস্বরে বললে, "দেখুন, আপনার কাছে এবং আপনার পুলিশমহলে যে বর্ণনা পেয়েছিলুম, তাতে বুঝলুম, বীরেশ্বরবাবু বন্ধুর ফিরে আসার খবরে উল্লসিত হয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু আসলে তা নয়। বন্ধুটি এখানে এসেই তাঁর পুরোনো বন্ধু বীরেশ্বরবাবুকে টাইপকরা একখানি ইংরেজি চিঠি পাঠান। চিঠিখানিতে দস্তখত করেন দ্বিজদাসবাবুর পক্ষে তাঁর সেক্রেটারি মি. কে. ডি. দাস। এই দেখুন সেই চিঠি।"

বিলাসবাবু চিঠি পড়লেন। চিঠিখানি বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় :

"মি. দ্বিজদাস রায় দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরে এসে...তারিখে প্রীতিমিলনে আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।"

চিঠিখানি পড়ে বিলাসবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঈষৎ হাসিমুখে তাপস বললে, "তাহলে দেখতে পাচ্ছেন কোথায় পার্থক্য? প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরকম। অরুণবাবুর বাড়িতেও—"

সহসা 'দুম্' করে একটা পিস্তলের আওয়াজ হল—বাইরে কে যেন কাকে গুলি করলে!

"কি হল দীপক?" প্রশান্তভাবে তাপস জিজ্ঞেস করলে।

দীপক ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, "বন্ধুটি এসেছিলেন। কি একটা ছোড়বার চেষ্টা করতেই আমি তাঁর পা লক্ষ্য করে গুলি করেছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। তাহলেও পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে, দেয়ালের গায়ে আঙুলের ছাপও রেখে গেছে নিশ্চয়।"

বিলাসবাবু বললেন, "ব্যাপার কি হে? তুমি কি আগেই জানতে নাকি যে, এখানে কেউ উদয় হবেন?"

হাসিমুখে তাপস বললে, "হ্যাঁ, আমি আগেই জানতুম। থানা থেকে বেরুতেই কেউ আমাকে অনুসরণ করে। আমি তা বুঝতে পেরে, পথেই একটি বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলি যে, আজ সন্ধেবেলা খুব বেশি ব্যস্ত থাকব। কুসুমপুরে গোটাকয়েক পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে একটু গবেষণা করতে হবে।

কথাটা কিছু জোরেই বলেছিলুম। তখনই জানি, পায়ের ছাপগুলো নষ্ট করবার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ এসে হাজির হবে। কাজেই বাড়ি এসে দীপককে বলে রাখি, সে যেন একজোড়া নতুন ছাপ আদায়ের ব্যবস্থা করে, আর সেইসঙ্গে আঙুলের ছাপটাও যেন পাওয়া যায়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক কেবল সেইটুকু করেছে। আমার ঘরের পাশে এই জানলাটার বরাবর খানিকটা প্যারিস প্লাস্টার রেখে দেওয়া হয়েছিল, বন্ধু সম্ভবত তার ওপর নতুন একজোড়া ছাপ রেখে গেছেন।

এসেছিলেন, অস্পষ্ট পুরোনো ছাঁচ নষ্ট করতে, কিন্তু, দিয়ে গেলেন আঙুলের ও পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ।"

বিলাসবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

আট

পরদিন সকালে ন-টার সময়ে তাপস ড্রয়িংরুমে বসে সেদিনকার খবরের কাগজখানা পড়ছিল। তার পাশেই দীপক একটা চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই কিছু চিন্তা করছিল। হাতে একটা চায়ের কাপ।

দীপক চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাপসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "কুসুমপুরের রহস্যভেদে কতদূর অগ্রসর হলে তাপস?"

তাপস খবরের কাগজটার ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়েই বললে, "অগ্রসর হয়তো হয়েছি কিছুটা—কিন্তু প্রকৃত রহস্যের অ-আ-ক-খ আমরা এখনও আরম্ভ করিনি বলেই মনে হয়। একথা ঠিক যে, কুসুমপুরের ঘটনাগুলো আর থানার সামনের ওই ঘটনাটা—একই মূল রহস্যের এ[illegible] খামাত্র। আশা করি খুব শীঘ্রই নতুন কোনো রহস্যের অবতারণা আমরা দেখতে পাব। বিলাসবাবু নিহত লোকটার পরিচয় আবিষ্কার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক দৈনিকে লোকটার ফোটো ছাপিয়ে সনাক্তকারীর জন্যে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

এমন সময়ে বাইরের বারান্দায় কার জুতোর শব্দ শুনে তাপস বললে, "বিলাসবাবু আসছেন। জুতোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যে, তিনি বিশেষ উত্তেজিত হয়েই আসছেন। বোধহয় কোনো সংবাদ বহন করেই তিনি এমন হঠাৎ উদয় হয়েছেন!"

তাপসের কথা শেষ হতে না-হতেই বিলাসবাবু ঘরে ঢুকলেন আর তাঁর পেছনে ঢুকল পাতলা ছিপছিপে লম্বা একটি যুবক।

তাপসের ইঙ্গিতে বিলাসবাবু ও তাঁর সঙ্গী দুটো চেয়ার দখল করে বসলে, দীপকের দিকে তাকিয়ে তাপস বললে, "কেশবকে বলো যে, বাইরে দুজন অতিথি এসেছেন, তাঁদের চা-খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার সঙ্গে অবশ্য আমার জন্যেও আর-এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে ভুলো না।"

তারপর তাপস বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "ব্যাপার কি? হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে অসময়ে আপনার আগমনের হেতু?"

বিলাসবাবু বললেন, "খুব ভালো খবর আছে। আমার সঙ্গী এই ভদ্রলোকটি বলছেন যে, ইনি ওই নিহত লোকটিকে জানেন। তবে কিনা, পরিচয়টা হয়েছে একখানি ফোটোর মারফতে।

আজ প্রায় মাস-ছয়েক আগে উনি ওঁর বন্ধু অমরেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে একটা চিঠি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এবং ফোটো পেয়েছিলেন। সেই ফোটোতে দুজন লোকের চেহারা ছিল। একজন হচ্ছেন এঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অমরেন্দ্র গুপ্ত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম, টেড্-মিলানো—একজন আমেরিকাবাসী ইতালিয়ান।"

বিলাসবাবুর কথাগুলো শুনেই মুহূর্তের জন্যে একটা দারুণ উত্তেজনায় তাপসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব দমন করে সে শান্তস্বরে সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, "আপনার নাম এখনও জানতে পারিনি।"

সপ্রতিভভাবে যুবকটি উত্তর দিলে, "আমার নাম, দিলীপ গুপ্ত।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কোন্ সূত্রে ওই লোকটিকে চিনতে পেরেছেন, দয়া করে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলুন।"

দিলীপ গুপ্ত বলতে শুরু করলে :

"আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমর গুপ্ত আজ প্রায় বছরখানেক হল কোনো কাজে বিদেশে বাস করছে। সেই প্রায়ই আমাকে চিঠিপত্র লিখত। প্রায় মাসছয়েক আগে আমি তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই—চিঠির ভেতরে একখানা ফোটো। সেই চিঠিতেই অমর আমায় লিখেছিল যে, সে ও তার এক অতিবিশ্বস্ত ইতালিয়ান বন্ধু—নাম তার টেড্-মিলানো—এই দুজনে মিলে সেখানে ফোটো তুলেছে এবং তারই এক কপি সে আমাকে উপহার পাঠাচ্ছে।

কাল সকালে খবরে [illegible] ত হঠাৎ নিহত লোকটির ছবি দেখতে পেয়েই আমি চমকে উঠি। আমার মনে হল, সে চেহারা যেন আমি কোথায় দেখেছি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সেই বন্ধুর দেওয়া ফোটোখানার কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি সেটা বের করে দুটো চেহারা মিলিয়ে দেখলুম। দাড়ি-গোঁফ, চেহারা আর দু-একটা বিষয়ে সামান্য একটু-আধটু পার্থক্য থাকলেও ওই নিহত লোকই যে সেই টেড্-মিলানো, এতে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

টেড্-মিলানোকে চিনতে পেরেই আমার মনে একটা অজ্ঞাত ভয়ের উদয় হল। আমার বন্ধুর অতিবিশ্বস্ত সহকর্মী এবং সহচর হঠাৎ এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল কেন? তাকে এমনভাবে আক্রমণ করে, গুলি করে হত্যা করবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? তাহলে কি অমর গুপ্তেরও কোনো বিপদ ঘটেছে?

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমি আমার বন্ধুর জন্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হয়েছিলুম। কারণ, আজ তিন-চার মাস যাবৎ আমি তার কোনো সংবাদই পাইনি। এর ভেতর যে ক'খানা চিঠি আমি তাকে লিখেছিলুম, তার সবগুলোই ফিরে এসেছিল। তাকে নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি।"

তাপস গভীরভাবে দিলীপ গুপ্তের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞেস করলে, "তাহলে ওই নিহত ব্যক্তিই যে টেড্-মিলানো, এ বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?"

দিলীপ গুপ্ত বললে, "না। ওই নিহত ব্যক্তিই যে টেড্-মিলানো, একথা আমি জোর করে বলতে পারি। কিন্তু তার এখানে হঠাৎ আবির্ভাব এবং মৃত্যুর কোনো সদুত্তর আমি খুঁজে পাইনি।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনার বন্ধু কোথায় গিয়েছিলেন এবং টেড্-মিলানো তাঁর কোন্ কাজের সহকর্মী ছিল, তা আপনি কিছু জানেন?"

দিলীপ গুপ্ত জবাব দিলে, "হ্যাঁ। অমর গুপ্ত ও আমি ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডা. জন কার্টিসের সহকারী হিসেবে গবেষণা করছিলুম। হঠাৎ অমর গুপ্ত ছ'মাসের ছুটি নিয়ে পেরু যাত্রা করে। শুনেছিলুম, সে কোনো আদিম পেরুবাসীদের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কারের আশাতেই সেখানে যাত্রা করেছিল ও টেড্-মিলানো বোধহয় তার সাথে আমেরিকাতেই যোগ দিয়েছিল।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনার বন্ধু কি একাই এ দেশ থেকে পেরুতে যাত্রা করেছিলেন? অথবা তাঁর সাথে আর কোনো সঙ্গী ছিল?"

দিলীপ গুপ্ত জবাব দিলে, "তাঁর সাথে একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপকও পেরুতে যাত্রা করেছিলেন। আপনারা প্রফেসার দ্বিজদাস রায়ের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! এই প্রফেসার দ্বিজদাস রায়ের সহকারী হয়েই অমর আমেরিকা যাত্রা করেছিল।"

তাপস জিজ্ঞেস করলে, "আপনি আপনার বন্ধুর কাছ থেকে শেষ কবে চিঠি পান?"

দিলীপ গুপ্ত একটু চিন্তা করে বললে, "প্রায় মাস তিনেক আগে আমি তার একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি পাই। তারপর থেকে আর কোনো সংবাদ আমি তার কাছ থেকে পাইনি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, "আপনার বন্ধুর কোনো চিঠিপত্র আপনার কাছে আছে?"

দিলীপ গুপ্ত উত্তর দিলে, "না। সেসব চিঠিপত্র কখনও কোনো প্রয়োজনে লাগতে পারে বলে আমি ভাবিনি, কাজেই সেগুলোকে যত্ন করে রক্ষা করার কোনো চেষ্টাই করিনি।"

তাপস বললে, "আপনার বন্ধুর প্রেরিত সেই ফোটোখানা আপনার কাছে আছে?"

দিলীপ গুপ্ত তার পকেট থেকে পোস্টকার্ড-সাইজের একখানা ফোটো তাপসের হাতে দিয়ে বললে, "এই সেই ফোটো। এই ফোটোখানি দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, সেদিন থানার সামনে আততায়ীর গুলিতে অতি শোচনীয়ভাবে নিহত ব্যক্তিই এই টেড্-মিলানো।"

তাপস খানিকক্ষণ অতি মনোযোগ সহকারে ফোটোটা লক্ষ্য করে বললে, "আপনার অনুমান সত্যি বলেই মনে হয়। এই ফোটোখানা আমার কাছে রাখতে আপনার কোনো আপত্তি আছে?"

দিলীপ গুপ্ত বললে, "কিছুমাত্র না। এই শোচনীয় ব্যাপারের পরিসমাপ্তি আমি কামনা করি।"

বিলাসবাবু বললেন, "প্রফেসার দ্বিজদাসবাবু যে আমেরিকা থেকে এদেশে ফিরে এসেছেন, একথা আশা করি আপনার অজানা নেই?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিলীপ গুপ্ত বললে, "না। সে খবর আমি আগেই জেনেছি। তিনি একলাই এদেশে ফিরে এসেছেন শুনে আমি আমার বন্ধুর সংবাদ জানবার জন্যে কুসুমপুরে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলুম, কিন্তু তিনি বললেন যে, অমরের জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ, সে এখন যে-কাজে নিযুক্ত আছে, তাতে চিঠিপত্র লেখার অবসর তার নেই।"

বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অমরবাবু কোন্ কাজে এত ব্যস্ত আছেন তা আপনি দ্বিজদাসবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?"

দিলীপ গুপ্ত বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু এর জবাবে তিনি বললেন যে তাঁরা যে কাজ সম্প্রতি আরম্ভ করেছেন, তাতে কৃতকার্য হলে তাঁদের আবিষ্কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর ভেতরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাঁদের সেই আরব্ধ কাজ সম্বন্ধে আপাতত কারও কাছে কোনো কথাই প্রকাশ করতে রাজি নন। কারণ, তাতে যে শুধু তাঁরা বাধাপ্রাপ্তই হবেন তা নয়, হয়তো-বা কোনো মারাত্মক বিপদেও পড়তে পারেন।"

বিলাসবাবুর মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল। তিনি বিরক্তির স্বরে বললেন, "লোকটা অসম্ভব জেদি এবং গোঁয়ার! ওই এক বাঁধা বুলি ধরে বসে আছেন—'প্রকাশ হলে বিপদ ঘটবে।' আরে বাপু, বিপদের আর বাকি রইল কি, শুনি? কোনোদিন হয়তো-বা নিজেও শিং [illegible] সে থাকবেন। তখন? লোকটা শুধু গোঁয়ার নয়—বাতিকগ্রস্তও বটে!"

www.banglabookpdf.blogspot.com

নয়

ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডা. জন্ কার্টিস তাঁর ঘরে বসে গভীরভাবে কতকগুলো কাগজপত্র পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। সামনেই একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত নানা আকারের বই।

তাপস ঘরে ঢুকতেই তার পদশব্দে ডা. কার্টিস মুখ তুলে একবার তার দিকে তাকালেন। তারপর সুমুখের একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, "আসুন মি. রায়। একটু আগেই আমি আপনার কথা ভাবছিলুম।"

তাপস একটা চেয়ারে বসে হেসে বললে, "আপনার অনুগ্রহের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ মি. কার্টিস। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, সেই কারুকার্যময় কাঠের চাকতিটার সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়তো একেবারে ভুল নয়।"

ডা. কার্টিস মৃদু হেসে বললেন, "ওই কারুকার্যময় চাকতিটার গুরুত্ব যে এতখানি হতে পারে, সে ধারণা সেটা দেখে আমিও করতে পারিনি। খুব প্রাচীন ও দুর্লভ বলেই নয়, আর-একটা বিষয়েও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই চাকতিটা হচ্ছে, আমেরিকার কোনো এক প্রাচীন জাতির চাবিকাঠি। প্রথম দর্শনে যেগুলোকে খোদাই করা অপূর্ব কারুকার্য বলে বোধ হয়, আসলে সেগুলো মোটেই কোনো কারুকার্য নয়। সেগুলো অতিপ্রাচীন 'আয়মারান'-ভাষামাত্র।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "অতি অদ্ভুত সন্দেহ নেই! কিন্তু ওই আয়মারান-ভাষায় যে লেখা আছে, তার ভাবার্থ কি তা বুঝতে পেরেছেন?"

ডা. কার্টিস চিন্তিতভাবে বললেন, "হ্যাঁ। তার ভাবার্থ কিছু কিছু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি বটে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, তার হুবহু ভাবার্থ আমি উদ্ধার করতে সমর্থ হব না। কারণ, আমেরিকাবাসী প্রাচীন ইন্‌কাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

পেরুতে বসবাসকারী প্রাচীন জাতির দুটো শাখা এখনও বর্তমান—একটা 'আয়মারা' এবং আর-একটা 'কোয়েচনা'। এই 'আয়মারা' জাতীয় লোকেরা ভয়ানক হিংস্র এবং উৎকৃষ্ট যোদ্ধা বলে খ্যাত। যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায় যে, এই আয়মারাদের সাথে প্রাচীন ইন্‌কাদের যথেষ্ট সম্বন্ধ এবং সাদৃশ্য আছে। এই প্রাচীন ইন্‌কারা সূর্যোপাসক ছিল এবং এই চাকতিটাতেও সূর্যের প্রতীক বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এই প্রাচীন ইন্‌কা-ভাষার হুবহু অনুবাদ করা কারও পক্ষে অসাধ্য বলেই মনে হয়।"

তাপস বেশ মন দিয়ে ডা. কার্টিসের কথাগুলো শুনছিল। সে আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে, "চাকতিটার ভেতর থেকে কতটুকু ভাবার্থ উদ্ধার করতে পেরেছেন?"

ডা. কার্টিস মৃদু হেসে বললেন, "চাকতিটার কারুকার্যমণ্ডিত লেখা থেকে যতটা পাঠোদ্ধার করা যায়, তাতে বোঝা যায় যে, এতে কোনো-এক গোপন সূর্যমন্দিরের নির্দেশ দেওয়া আছে। ইন্‌কাদের পুনরভ্যুত্থানের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার নির্দেশও এতে রয়েছে। কিন্তু কে এবং কার উদ্দেশ্যে এই গোপনবাণী কাঠে খোদাই করে রচনা করা হয়েছিল, তার কোনো হদিসই এতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আমি আবার বলছি যে, সেই প্রাচীন ইন্‌কাদের ভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। কাজেই আমার বর্ণনায় একটু-আধটু ভুল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

তাহলেও তাদের সম্বন্ধে যতটা আমি জানি, তা আপনার কাছে খুলেই প্রকাশ করব। আমার বক্তব্য থেকে আপনার প্রয়োজন মিটবে কিনা সে-বিষয়ে বিবেচনার ভার অবশ্য আপনার ওপর।"

ডা. কার্টিস বলতে শুরু করলেন : "ইন্‌কারা যখন সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে—১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে—স্প্যানিয়ার্ডরা ধূমকেতুর মতো এসে পেরু আক্রমণ করে। অসংখ্য নরহত্যা ও ধ্বংসের পর তারা ইন্‌কাদের প্রাচীন রাজধানী দখল করে এবং 'লাইমা' নামক এক নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। স্প্যানিয়ার্ডদের দুর্ধর্ষ নেতার হাতে বন্দি হয়ে ইন্‌কাদের রাজা 'আটাহুয়াল্পা' মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হন।

রাজা আটাহুয়াল্পার মৃত্যুর পর সূর্যমন্দিরের কোনো এক প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে জীবিত ইন্‌কাদের অধিকাংশই পেরুর পূর্বপ্রান্তে পলায়ন করে। সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে—এক গভীর বনের অপরপ্রান্তে—সেই সূর্যমন্দিরের পুরোহিতের নেতৃত্বে 'কোয়োজাল' নামক এক নতুন ইন্‌কানগরীর পত্তন হয়। কাজেই পেরুবাসী ইন্‌কারা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও, ইন্‌কারা একেবারে লুপ্ত হল না। পুরোহিতের নেতৃত্বে তারা এক গোপন রাজ্যের গোপন জাতি হিসাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সেই পুরোহিতের মৃত্যুর পর ইন্‌কারাজ আটাহুয়াল্পার পুত্র 'ওন্ডা' ইন্‌কাজাতিকে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধজাতিতে পরিণত করে। ওন্ডা অত্যন্ত সাহসী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা হলেও একটু ভাবপ্রবণ ছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্‌কাদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, ওন্ডা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে অস্থির হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু দুর্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ডরা অতি সহজেই ওন্ডাকে পরাজিত করে তাকে হত্যা করলে।

প্রাচীন ইন্‌কাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এর পর কোরোজালবাসী ইন্‌কারা আমেরিকার অন্যান্য জাতিদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা মিশ্রজাতিতে পরিণত হয়ে যায়। ক্রমে একমাত্র প্রাচীন ইন্‌কারা ছাড়া অন্য সকলে একে একে গুপ্তনগরী কোরোজাল পরিত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে। এইভাবে ক্রমে কোরোজাল মৃতনগরীতে পরিণত হয়ে ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সুসভ্য ইন্‌কারাও বিস্মৃত হয়ে গেল।"

ডা. কার্টিস প্রাচীন ইন্‌কাদের ইতিহাস শেষ করে কাঠের চাকতিটা হাতে তুলে নিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন, "কিন্তু ইন্‌কাদের প্রাচীন ইতিহাসের চেয়েও এই চাকতিটার অপরদিকের আবিষ্কারকেই আমি আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস একটু বিস্ময়ের স্বরে বলল, "আপনার এই কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, ডা. কার্টিস! এই চাকতিটার অন্যদিকেও যে কিছু লেখা আছে, এ সংবাদ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।"

ডা. কার্টিস বললেন, "চাকতিটার যেদিকে কারুকার্যময় প্রাচীন ইন্‌কাভাষা খোদাই করা রয়েছে, তার অপরদিকে আধুনিক আয়মারান-ভাষায় কিছু লেখা আছে। তার ভাবার্থই আমাকে অধিকতর বিস্মিত করেছে। ওই আয়মারান-ভাষার ভাবার্থ ঠিক এই :

কোরোজালে বন্দি আছি; ২১শে জুন সূর্যদেবের বেদিমূলে আমাদের উৎসর্গ করা হবে—উদ্ধারের চেষ্টা করো।

—মৃত্যুহীন।

ভাবার্থটা আমার মতো আপনার কাছেও খুব আশ্চর্য বোধ হবে নিশ্চয়ই। প্রাচীনকালের মৃত এবং লুপ্তনগরীতে কারা এবং কেন বন্দি হয়ে আছে! সূর্যদেবের বেদিমূলে ২১শে জুন তাদের উৎসর্গ করা হবে কেন?—এসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।"

ডা. কার্টিসের কথায় তাপস যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলে। সে চাকতিটা ডা. কার্টিসের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে বললে, "আপনার পরিশ্রমের জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মি. কার্টিস। আশা করি, নিকট ভবিষ্যতে আপনাকে অদ্ভুত কোনো তথ্য উপহার দিতে পারব। আপাতত বিদায়।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দশ

কলকাতা থেকে একখানা লোকাল ট্রেন সেদিন কুসুমপুর স্টেশনে যখন এল, রাত তখন প্রায় দশটা। আগে খবর দেওয়া না থাক্‌লে, অত রাত্রে স্টেশন থেকে বাড়িতে যেতে অনেকেরই অসুবিধা হত খুব বেশি, কাজেই আগে খবর না পাঠিয়ে সাধারণত কেউ রাতের গাড়িতে কুসুমপুরে আসত না।

স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি থাকে বটে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। লোকজন অনেকেই আগে স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে চলে যেত। কিন্তু সম্প্রতি কুসুমপুর ও তার আশেপাশে উপর্যুপরি কয়েকটি খুন হওয়ায় সকলেই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। একটা ভয়ংকর নিগ্রোকেও নাকি অনেকেই অনেক জায়গায় দেখেছে! কাজেই এখন আর কেউ পায়ে হেঁটে যেতে সাহস পায় না।

পুরুষমানুষই যখন ভয় পায়, মেয়েরা যে সেখানে ভয় পাবে তাতে আর বিচিত্র কি? তাই দুটি মেয়ে-যাত্রী সেদিন অত রাত্রে গাড়ি থেকে স্টেশনে নেমে, নিজেদের খুব অসহায় ও বিপন্ন বোধ করলে!

মহিলা দুটির একজন বৃদ্ধা, প্রায় সত্তর বছর বয়স, অপরটি তরুণী, বয়স অনুমান পঁচিশ কি তিরিশ।

বৃদ্ধা বললে, "কিরে ইন্দু! সেদিন চিঠি ঠিকই লিখেছিলি তো? রাত দশটায় এসে পৌঁছোব, সেকথা জানিয়েছিলি?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

"হ্যাঁ, মাসিমা, আমি ঠিকই লিখেছি। কিন্তু কোনো বন্দোবস্ত নেই কেন, বুঝতে পারছি না।"

বৃদ্ধা বললে, "আমার দ্বিজু তো এমনধারা লোক নয়! তার কথার দাম আর সময়ের দাম যে খুব বেশি!

সে তো আমারই হাতে গড়া ছেলে। আজই নাহয় অতবড়ো হয়েছে! কিন্তু আমার কাছে দ্বিজু আজও তেমনি ছোট্ট ছেলেটিই আছে।"

"তুমি বড্ড বেশি কথা বলো মাসিমা! এখন করবে কি, তাই বলো। নিজেরা একখানা গাড়ি ভাড়া করবার চেষ্টা করব কি? কিন্তু 'দ্বিজদাস রায়ের বাড়ি' বললে কেউ যদি না চেনে, তবেই তো বিপদ! বাড়ি তুমিও চেন না, আমিও চিনি না।"

বৃদ্ধা বললে, "সেই তো বিপদ হয়েছে রে ইন্দু! পথ যদি জানা থাকত, তবে নাহয় হেঁটে যাবারই চেষ্টা করতুম!"

ইন্দু এবার হেসে ফেললে। সে বললে, "তোমার যেমন কথা মাসিমা! পা তোমার থরথর করে কাঁপে, আর তুমি যাবে হেঁটে?"

বৃদ্ধা অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, "তুই বুঝবি না ইন্দু,—দ্বিজু আজও আমার বুকের কতটা দখল করে বসে আছে! আমি তার মা নই বটে, কিন্তু ধাই-মা তো! বুকে-পিঠে করে ওকে মানুষ করেছি, বড়ো করেছি—তবে তো আজ সে এত বড়ো পণ্ডিত হয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এতদিন সে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এসেছে, অথচ আমাকে সে একবার একটু খোঁজও করলে না।

তা চল, একবার মাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখি, আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে কোনো লোক বা গাড়ি এসেছে কি না। আমার লেখা সত্ত্বেও দ্বিজু আমাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করবে না, এ যে অসম্ভব! নিশ্চয়ই স্টেশনের ওধারে কোনো বন্দোবস্ত রয়েছে।"

বৃদ্ধার অনুমান মিথ্যা হল না। স্টেশনের ওপাশে গাড়িগুলোর কাছে এগিয়ে যেতেই একখানা গাড়ি থেকে একজন লোক নেমে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলে, "আপনারা কোথায় যাবেন? দ্বিজদাস রায়ের বাড়িতে যাবেন কি?"

বৃদ্ধা যেন হাতে আকাশ পেলে। সে উৎফুল্ল হয়ে বললে, "হ্যাঁ বাবা! আমরা দ্বিজদাসের বাড়িতেই যাব। সেই কি তোমাকে পাঠিয়েছে?"

"হ্যাঁ। আসুন তাহলে আপনারা, গাড়িতে বসুন।" এই বলে সে গাড়ির দরজা খুলে দিলে।

বৃদ্ধা ও তরুণী যেন আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বৃদ্ধা বললে, "আঃ, বাঁচালে বাবা!"

দুজনেই গাড়ির ভেতর গিয়ে বসল। গাড়ি অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটে চলল।

* * * *

www.banglabookpdf.blogspot.com

"এ ব্যাপারটা কেমনধারা হল তাপস?" ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুর কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ উদ্বেগ ও আশঙ্কা।

তাপস চিন্তিতভাবে বললে, "আমিও সেই কথাই ভাবছি। দীপক আর তার বন্ধুটিকে মেয়ে সাজিয়ে যে ফাঁদের ব্যবস্থা করলুম, শেষকালে কি তাই হল তাদের সর্বনাশের কারণ?

আগেকার গাড়িখানা একবার মুহূর্তের জন্যে পথের মাঝে থেমেছিল, তা লক্ষ্য করেছেন কি? তখন যদি কোনো দুশমনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ওদের সর্বনাশের ব্যবস্থা করে থাকে, তাহলেই তো ভয়ানক!

দীপক ও তার বন্ধু কুসুমের সাথে দু-দুটো রিভলভার আছে বটে কিন্তু তারা যদি ব্যবহারের কোনো সুযোগই না পায়। চৌরাস্তার মোড় থেকে গাড়িখানা যে কোথায় গেল, তার যে কোনো খোঁজই পাচ্ছি না ইনস্পেক্টরবাবু! এতক্ষণ তবু গাড়ির আলোটা দেখা যাচ্ছিল, এখন যে তার কোনো চিহ্নই নেই।"

বিলাসবাবু বললেন, "এক কাজ করো তাপস। এ গাড়ি এখন ছেড়ে দাও। চলো, আমরা সাইকেল দুটো নামিয়ে নিয়ে তাতে চেপে এগিয়ে যাই। আমাদের একজন যাবে সোজা দ্বিজদাস রায়ের বাড়ি—যেখানে ওই মেয়ে দুটির যাবার কথা। আর-একজন নেবে, বাকি তিনটি রাস্তার খোঁজ-খবর।

দীপক আর কুসুমকে যে পাঠালুম মেয়ের সাজে, তারা দুজন গেল কোথায়? তাদের যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম না তো?"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বললে, "হ্যাঁ, সেই তো হয়েছে দুশ্চিন্তার কথা। বেশ, আপনি যা বলছেন এখন তাই করা যাক। আমি যেমন করে পারি, একবার গোপনে দ্বিজদাসের বাড়িতে ঢুকব।

সেখানে ওদের কোনো খোঁজ না পেলে, আমি একবার থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দেব। আপনিও কোথাও কোনো খোঁজ না পেলে—থানা থেকে ছদ্মবেশী পুলিশ নিয়ে এসে দ্বিজদাসবাবুর বাড়ির আশেপাশেই অপেক্ষা করবেন।

কেবল তাই নয় বিলাসবাবু! সমস্ত পুলিশবাহিনী আজ যেন ছদ্মবেশে ও সশস্ত্রভাবে গোটা কুসুমপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। রিভলভারের আওয়াজ হলেই তারা শব্দ লক্ষ্য করে মুহূর্তমধ্যে যেন ছুটে যায়, এই থাকবে তাদের ওপর নির্দেশ।"

বিলাসবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের সাজ-পোশাকটা? এই হিন্দুস্থানি-ব্যাপারীর পোশাকই থাকবে, না, সাজটা বদলে ফেলব? কি তোমার অভিরুচি?"

তাপস বললে, "এই ছদ্মবেশই থাক না কেন। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের পুলিশি রূপটা যেন কারও কাছেই প্রকাশ না পায়! দ্বিজদাসবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমি ধরা পড়লেও যেন একটা হিন্দুস্থানি-চোর বলেই ধরা পড়ি, অন্য কোনোভাবে নয়।

আপনারও পুলিশি সাজটা অনেকেই দেখেছে। আজকে যা-কিছু কর্মতৎপরতা আপনাকে দেখাতে হবে, সে দেখাবেন অন্য কোনো নতুন লোক হয়ে...ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুর চেহারায় নয়। তবে থানার অফিসারকে অবশ্য গোপনে আপনার সত্যিকার পরিচয়টা জানাতেই হবে। তা নইলে আর থানার সাহায্য পাবেন কেমন করে?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

হঠাৎ বহুদূরে একটা আর্তনাদ শোনা গেল।

"ও কি তাপস?"

"জানি না। যাই হোক, এই মুহূর্তে সাইকেলে উঠে পড়ুন। চলুন, ছুটে যাই।"

বুকভরা আশঙ্কা ও উদ্বেগ নিয়ে, ক্ষুধার্ত বাঘের মতো দুটি প্রাণী তখনই বায়ুবেগে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এগারো

চলতি গাড়ির পেছন দিক দিয়ে উঠে কে যেন ছাতে গিয়ে বসল, না? দীপক ও কুসুমের মনে হল, ছাতের ওপর ভারী কিছুর সড়সড়ানি শব্দ হচ্ছে।

বৃদ্ধার ছদ্মবেশী দীপক তখনই কুসুমের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললে, "কুসুম, খুব সাবধান! কোনো অতিরিক্ত লোক গাড়িতে উঠে বসল। চারদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখিস।"

আবার গাড়ির ছাতে হঠাৎ খুট করে একটু শব্দ হল। তারা দুজনেই ওপরে তাকিয়ে দেখলে, ছাতের কতকটা অংশ যেন ধীরে ধীরে সরে গেল। তারপর মুহূর্তমধ্যে একটা কদাকার ভয়ংকর মুখ একবার নিমেষের জন্যে উঁকি দিয়ে, ছুঁড়ের মতো সরু কি একটা জিনিস নীচের দিকে নামিয়ে দিলে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক বলল, "সাবধান কুসুম! পিস্তল তৈরি রাখ, আর গাড়ির দোর খুলে তৈরি থাক, বেরিয়ে পড়বি। ওই ছুঁচ যেন গায়ে না লাগে, ওটা নিশ্চয়ই বিষাক্ত তীর। গাড়ির কোণটায় সরে যা।"

স্পষ্ট বোঝা গেল, লম্বা ছুঁচটা যেন এদিক-ওদিক দুলে কোনো দেহ স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে!

বিকৃত-মুখ লোকটা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল! সে তার বলিষ্ঠ কালো হাতখানা গাড়ির ভেতর সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিয়ে, এখানে-সেখানে সেই ছুঁচ দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করতে লাগল।

গাড়ির ভেতরটা ছিল অন্ধকার, তাই রক্ষে! তা নইলে দীপক ও কুসুম সেই লোকটার অনুসন্ধানী-হাত থেকে রক্ষা পেত না নিশ্চয়! বীভৎস-মুখ লোকটা গাড়ির ভেতরটা ভালো দেখতে না পেলেও, দীপক ও কুসুমের তাকে দেখতে বেশি অসুবিধা হচ্ছিল না। কারণ, গাড়ির বাইরে স্বভাবতই ভেতরের চেয়ে কিছু বেশি আলো।

সেই লোকটা এবার আরও একটু ঝুঁকে ছুঁচসুদ্ধ হাতখানা গাড়ির ভেতর নামিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে দীপকের হাতের ছোরা লোকটার মাংসল-বলিষ্ঠ হাতে একেবারে গেঁথে গেল।

মুহূর্তমধ্যে একটা বিজাতীয় আর্তনাদ!

দীপক ও কুসুম চোখের নিমেষে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল—তারপর তারা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল হাওয়ার মতো বেগে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঠিক সেইসময় পেছন থেকে টর্চের আলোয় সারা মাঠে বিজলিচমক আরম্ভ হল। দীপক ও কুসুম যেদিকে ছোটে, টর্চের আলো তাদের অনুসরণ করে, আর তার পেছনে ছোটে, বীভৎস-মুখ লোকটা ও তার সহকারী গাড়োয়ান।

বীভৎস-মুখ লোকটা একবার চিৎকার করে ইংরেজিতে বললে, "যদি ভালো চাস তো দাঁড়া। নইলে গুলি করব এই মুহূর্তে।"

দীপক ছুটতে ছুটতে তার বন্ধুকে বললে, "ভয় নেই কুসুম! ওর কাছে নিশ্চয়ই রিভলভার নেই। থাকলে এতক্ষণে আমাদের শেষ করে দিত। আমরাই বরং রিভলভার নিয়ে সশস্ত্র আছি। খুব বেশি বিপদ দেখলে আমাদেরই হাতে অস্ত্র গর্জন করে উঠবে দু-দুবার।"

ভয়ংকর লোকটা আবার চিৎকার করে উঠল তেমনিভাবে। সঙ্গে সঙ্গে একখানা ধারালো ছোরা ছুটে এসে কুসুমের পিঠে বিঁধে গেল। কুসুম চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

দীপক এবার রুখে দাঁড়াল রিভলভার হাতে, ওদিকে লোক দুটোও তখন এসে পড়েছে ঝড়ের মতো! কিন্তু দীপক কিছু করবার আগেই প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢেলা তার হাতের ওপর এসে সজোরে আঘাত করলে, আর রিভলভার লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায়।

দীপক মুহূর্তমধ্যে শূন্যহাতেই লোকটার দিকে ছুটে গেল, তারপর চোখের পলকে এক প্রচণ্ড ঘুঁষিতে অতবড়ো বিশালকায় লোকটাকে ধরাশায়ী করে ফেললে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা বৃদ্ধা মহিলার এত শক্তি! লোক দুটো তাই ভেবে বোধহয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কেবল এক নিমেষের জন্যে। পরক্ষণেই দু-দুটো দানব একসঙ্গে দীপককে আক্রমণ করলে।

দীপক নীচে, ওরা ওপরে। দীপকের বড়ো দুর্ভাগ্য যে, কুসুম তখনও ছোরার আঘাতে অচৈতন্য! তবু সে হিংস্র বাঘের মতো একাই দুটো লোকের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগল।

বীভৎস-মুখ লোকটা তার সঙ্গীকে ইংরেজিতে বলল, "এ কখনও স্ত্রীলোক নয় রে পেড্রো! দেখছিস না এর কতো শক্তি, আর ভেতরে পরে আছে হাফপ্যান্ট? এ কোনো ছদ্মবেশী শয়তান!"

পেড্রো তখন দীপকের গলাটা টিপতে টিপতে বললে, "এ ছদ্মবেশ ওর যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, আজ আর এর নিস্তার নেই। আমি এর গলাটা চেপে রেখেছি, তুই ছোরাটা বের করে বসিয়ে দে শিগগির!"

পেড্রো চেপে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ দীপকের একটা প্রচণ্ড ঘুঁষিতে সে ছিটকে গিয়ে একপাশে গড়িয়ে পড়ল।

দীপক তখনই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে উন্মুক্ত ছোরা হাতে সেই বীভৎস-মুখ লোকটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক বুঝলে, আর বৃথা চেষ্টা, এই তার শেষ। এক নিমেষে তার বুকের পর্দায় ভেসে উঠল—এলোমেলো বিশৃঙ্খল কত কিছু ছবি!

বিদ্যুতের মতো তখনই মনে হল, কই তার বন্ধু কই? তার বন্ধু—তার বিপদের বন্ধু তাপসের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না কেন?

সে ভাবলে, না, তাপসের তো কখনও এমন হয় না!—বলেছিল, ভয় নেই, সে আমাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু কই সে? তবে কি তারও কোনো—

সে আর ভাবতে পারলে না। কার কোন্ এক টর্চের আলোয় সে দেখলে, একখানা ঝকঝকে শাণিত ছোরা একবার তার মাথার ওপরে উঠে তখনই—

তখন কোনোরকমে সেই দৈত্যের হাত থেকে গলাটা একটু আলগা করে নিয়ে সে চিৎকার করে ডাকলে, "তাপসদা! তাপস!"

অন্তিমের অসহায় আর্তনাদ। উন্মুক্ত প্রান্তরে বুঝি তারই নৈশ-প্রতিধ্বনি ফিরে এল, —"গুড়ুম! গুড়ুম!"

দৈত্যের শাণিত ছোরাখানা তার বাঁ-হাতে ছুঁয়েছিল মাত্র, সেইসময় কোত্থেকে এক ঝলক টাটকা রক্ত তার বুকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে কানের কাছে শুনলে সে একটা বিজাতীয় আর্তনাদ, আর জগদ্দল-পাথরের মতো একটা বিপুল বোঝা তক্ষুনি তার বুকের ওপর চেপে পড়ল।

কুসুম নিস্তব্ধ হয়েছিল খানিক আগেই—দীপকও হল এবার নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বারো

পরদিন বিকেলের খবরের কাগজে দুটো চমৎকার খবর বেরিয়ে পড়ল।

বিলাসবাবু চা খেতে খেতে বললেন, "দেখেছ, তাপস, খবরটা দেখেছ? শোনো, আমি পড়ছি :

কুসুমপুরের নিগ্রোদস্যু।

গতকল্য গভীর রাত্রিতে এক নিগ্রোদস্যু গহনার লোভে দুইটি মহিলাকে আক্রমণ করে। কিন্তু জনৈক অজ্ঞাত পথিক সহসা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, নিগ্রোদস্যুকে গুলি করিয়া মহিলা দুইটিকে রক্ষা করেন। সম্ভবত পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে সেই অজ্ঞাত পথিক তাঁহার নাম-ধাম কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, কুসুমপুরনিবাসী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক দ্বিজদাস রায়ের গৃহে গতরাত্রে এক সাঙ্ঘাতিক চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে তাঁহার শয়নঘরে আবদ্ধ রাখিয়া কে বা কাহারা তাঁহার ড্রয়িংরুম হইতে বহুমূল্য কাগজপত্র ও মহার্ঘ প্রস্তর ইত্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দ্বিজদাসবাবু প্রাণের ভয়ে রাত্রেই পুলিশে সংবাদ দেন।

পুলিশ এই উভয় ব্যাপারের জোর তদন্ত করিতেছে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু হেসে তাপস বললে, "তা ঠিকই হয়েছে।"

"ঠিক হয়েছে!" বিস্মিতভাবে বিলাসবাবু বললেন, "ঠিক হয়েছে কি হে? দ্বিজদাসবাবুকে ঘরে আটকে রেখে চোর তাঁর যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিয়েছে,—এত বড়ো একটা অভিযোগ, এ যে তোমারই বিরুদ্ধে অভিযোগ! তুমি না বলছিলে, একখানা নোটবুক মাত্র তুমি চুরি করেছ?...তবে ওলট-পালট করে তছনছ করেছ সব-কিছু। এইতো?"

তাপস বললে, "হ্যাঁ, ব্যাপার তাই বটে। কিন্তু দ্বিজদাসবাবু নিজে যদি পুলিশকে কিছু বাড়িয়ে বলে থাকেন, তাহলে সে দোষ তো খবরের কাগজের হবে না?

আসল কথাটা হচ্ছে কি জানেন? দ্বিজদাসবাবু এখন পর্যন্ত বুঝতেই পারেননি যে, কি তাঁর চুরি গেছে! নোটবইখানা ছিল একটা কাগজের ট্রেতে, কাগজ চাপা দেওয়া। একটু দেখে মনে হল, দ্বিজদাসবাবু এখনও কোন্ গবেষণায় ব্যস্ত, তার একটা আভাস হয়তো বইটা থেকে পাওয়া যাবে।

তিনি নিজে তো কিছুই বলছেন না। কাজেই চুরি করতে হল। তবে, সব-কিছু আমি গুছিয়েই চলে আসতুম, কিন্তু পারলাম না। কারণ, হঠাৎ একটা লোক অত রাতেও ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে, আমাকেও বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হল তখুনি। তা নইলে কিছুই তিনি টের পেতেন না, আমি এমনভাবে আসতুম।"

বিলাসবাবু বললেন, "সে যাহোক, দীপক ও কুসুম কিরকম আছে?"

"ভালো আছে খবর পেয়েছি। আঘাত কারুরই গুরুতর নয়।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বললেন, "ওদের নিয়ে এসো না বাড়িতে? নয়তো হাসপাতালে রেখে দাও—সেরে উঠবে দু'দিনে। একটা প্রাইভেট বাড়িতে রাখা কেন? এটা খুব ভালো মনে হয় না।"

মৃদু হেসে তাপস বললে, "সে আমি ইচ্ছে করেই করেছি। আমাদের এখানে তো ওদের রাখা চলেই না! কারণ, তাহলে বিপক্ষ-দল জেনে ফেলবে যে, যারা মেয়েছেলের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে গিয়েছিল, তারা আমাদেরই লোক! আর হাসপাতালে যে রাখা চলে না, সেও কতকটা সেই কারণেই।

দুটো লোক ওদের আক্রমণ করেছিল—একটা নিগ্রো, আর একটা স্প্যানিয়ার্ড। নাম তার—পেড্রো। নিগ্রোটা মরে গেছে সেইখানেই, পেড্রো আছে পুলিশের হেফাজতে। কাজেই ওদের দুজনের কেউই ওদের দলপতির কাছে ফিরে গেল না। খবরের কাগজে খবর বেরুল কেবল নিগ্রোর মৃত্যু-সম্বন্ধে, কিন্তু পেড্রো-সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

এমন অকথায় ওদের দলপতির দুশ্চিন্তাটা বুঝতে পারছেন তো? সে কি আর মেয়েলোক দুটোর বা তার অপর সঙ্গী পেড্রোর কোনো খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করবে না?

করবে সে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যে এই ব্যাপারে হাত আছে, সে যেন বুঝতে না পারে! দীপক ও কুসুমকে কোনো সরকারি হাসপাতালে রাখলে—কেস দুটো কবে ভর্তি হয়েছে, কিসের আঘাত, এসব অনুসন্ধান করে [illegible] সাথে এর একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না। কাজেই ওদের রাখতে হয়েছে একটা প্রাইভেট বাড়িতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক তো এখানে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।"

বিলাসবাবু বললেন, "হবেই তো! বেচারা যেন যমের বাড়ি থেকে উঠে এসেছে! ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময়মতো সেখানে পৌঁছুতে পেরেছিলুম! আর, তার চেয়েও বড়ো ভাগ্যের কথা হচ্ছে, তোমার অব্যর্থ গুলি।"

তাপস বললে, "হ্যাঁ। গুলিটা ব্যর্থ হলে যে কি তার ফল হত, তা ভাবতেও আমার সারা গা শিউরে ওঠে।"

বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা তাপস, এর পর তোমার কর্মপদ্ধতি হবে কিরকম? তুমি যে কাকে সন্দেহ করো, আর কাকে করো না, আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ঈষৎ হেসে তাপস বললে, "আর কয়েকদিনের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের কাজও আরম্ভ হবে আর দিনকয়েকের মধ্যেই।"

"কাজ আরম্ভ হবে! তুমি বলছ কি তাপস? কাজ কি এখনও কিছুই আরম্ভ হয়নি? এ তবে কি করছি আমরা?"

তাপস বললে, "এ শুধু গুণের নামতা শিখছি বিলাসবাবু! আসল যে অঙ্ক-কষা—তা এখনও আরম্ভই হয়নি।

ইনস্পেক্টরবাবু! শিগগিরই আরম্ভ হবে, বুদ্ধি ও সাহসের চরম পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় যদি আমরা অকৃতকার্য হই, তাহলে আমাদের পরিবর্তে দুটো প্রাণহীন শব মাত্র

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পৃথিবীর সামান্য কয়েক হাত জায়গা দখল করে পড়ে থাকবে। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে, জীবন, কি মৃত্যু, এই দুটোর একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে অচিরেই।"

বিলাসবাবুর অন্ধকার মুখখানার মতো বাইরেও যেন তখন অন্ধকার নেমে এসেছে!

তেরো

কয়েকদিন পরে।

ড্রয়িংরুমে একটা টেবিলের সামনে বসে তাপস গভীরভাবে কতকগুলো বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলে দীপক। সে তখন সুস্থ হয়ে উঠেছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে পড়ে দীপক জিজ্ঞেস করলে, "ডা. কার্টিসের কাছ থেকে তুমি কি খবর নিয়ে এসেছিলে, সে কথা তো আজও কিছুই বললে না, তাপস?"

তাপস বললে, "না, এতদিন তা ইচ্ছে করেই চেপে রেখেছিলুম। আজ যদি তা শুনতে চাও, শোনো।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই বলে সে ডা. কার্টিসের কাছে শোনা ইন্‌কাদের ইতিহাস, চাকতিটার গুপ্ত রহস্য—সব-কিছু দীপকের কাছে খুলে বললে।

দীপক বিস্মিতভাবে শুনে বললে, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওই অপূর্ব কারুকার্যময় চাকতিটাই এই মারাত্মক রহস্যের কোনো মূল সূত্র বহন করছে! কেমন, তাই নয় কি?"

তাপস বললে, "তোমার অনুমান সত্যি। কিন্তু এখানে একটা কথা চিন্তা করবার আছে। চাকতিটার গুরুত্ব যতই হোক না কেন, রহস্যের মূল কেন্দ্র ওই চাকতিটা নয়—চাকতিটা সেই অজ্ঞাত রহস্যের চাবিকাঠি মাত্র। চাকতিটার একপিঠে কোনো এক গোপন সূর্যমন্দিরের নির্দেশ দেওয়া আছে। ইন্‌কাদের পুনরভ্যুত্থানের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার নির্দেশও এতে দেওয়া আছে। কে এবং কাকে উদ্দেশ করে এমন অদ্ভুত উপায়ে সংবাদ খোদাই করা হয়েছিল, তার কিছুই জানবার উপায় নেই। কিন্তু চাকতিটার অপর পিঠে কি আছে জানো? তা শুনলে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

"বটে। চাকতিটার অপর দিকে তো কতকগুলি কারুকার্য মাত্র।"

তাপস বললে, "না, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কোনো কারুকার্য নয়—কারুকার্যের ছদ্মপোশাকে একটা দুঃসংবাদ লেখা রয়েছে। তুমি বোধহয় শুনলে আশ্চর্য হবে যে, দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গী অমর গুপ্ত কোনো কারণে ইন্‌কাদের প্রাচীন কোয়োজাল্ নগরীতে বন্দি অবস্থায় কালযাপন করছেন এবং ২১শে জুন তারিখে সূর্যমন্দিরে তাঁকে উৎসর্গ করা হবে। সুতরাং এর আগেই তাঁর উদ্ধারের চেষ্টার জন্য অনুরোধ করেছেন।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক চমকে উঠে বললে, "ও হরি! 'মৃত্যুহীন' মানে তাহলে 'অমর'?"

তাপস হেসে বললে, "হ্যাঁ। নিজের নামকে গোপন করে এইভাবে ঘুরিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনো কারণে নিজের নাম প্রকাশ করা অমরবাবু সংগত মনে করেননি—হয়তো তাঁর উদ্ধারকার্যে বাধা পড়বার ভয়েই।"

দীপক বললে, "তাহলে এমনও তো হতে পারে যে, টেড্-মিলানোর আততায়ীরাই অমর গুপ্তের শত্রু এবং তারা কোনো উপায়ে টের পেয়েছিল যে, অমরবাবু ওই চাকতিটার ওপর তাঁর বিপদের সংবাদ লিখে টেড্-মিলানোকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর চেষ্টা বিফল করবার জন্যেই তারা ওই চাকতিটা হস্তগত করতে চাইছিল।"

তাপস বললে, "তোমার এই যুক্তি একেবারে অসম্ভব মনে না হলেও এক্ষেত্রে তা হয়নি, এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস।

কারণ, বন্দি অমর গুপ্ত কৌশলে এমন একটা খবর পাঠিয়েছেন, যে খবরটা জানতে পারা মাত্র শত্রুপক্ষ অমরবাবুকে তখনই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। চাকতিটার পেছনে অনুসরণ করার চেয়ে, বন্দিকে শেষ করে দেওয়াই তাদের পক্ষে সহজ। কাজেই, আমার মনে হচ্ছে অন্যরকম।

তুমি শুনেছ, দ্বিজদাসবাবু, অমর গুপ্ত ও টেড্-মিলানো, পেরুতে একই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত সেখানে তাঁরা ভয়ানক কোনো বিপদে পড়েন এবং দ্বিজদাসবাবু কোনো উপায়ে বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এদেশে পালিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অমরবাবু ও টেড্-মিলানো শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হন। তারপর কোনো কৌশলে টেড্-মিলানোও পালিয়ে আসে, আর তার সঙ্গে ওই চাকতি। কাজেই শত্রুপক্ষ তাকে অনুসরণ করে এদেশে এসে উপস্থিত হল! কারণ, সূর্যমন্দিরের চাবিকাঠি তারা হস্তগত করতে চায়।"

দীপক বললে, "আর দ্বিজদাসবাবুর সম্বন্ধে কি বলতে চাও?"

তাপস বললে, "আমার বিশ্বাস, দ্বিজদাসবাবুর ওপরেও শত্রুপক্ষের দৃষ্টি ছিল আগে থেকেই। কিন্তু তারা দ্বিজদাসবাবুকে বিব্রত না করে এখন পর্যন্ত কেবল তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত আছে। কিন্তু কেন তা করছে, দ্বিজদাসবাবুকে হত্যা না করে দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের হত্যা করছে কেন, সেইখানেই যত রহস্য।

শত্রুতাই যদি এর একমাত্র কারণ হত, তাহলে এই ব্যাপারটা ঘটত অন্যরকম। তাহলে দ্বিজদাসবাবু অব্যাহতি পেতেন না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, অমর গুপ্তের বিপদের কথা দ্বিজদাসবাবু কারও কাছে প্রকাশ করেননি কেন? হয়তো লজ্জায় বা ভয়ে তিনি সেকথা সকলের কাছে গোপন করে, নিজেই অমর গুপ্তকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছেন।

তবে আমার মনে হয়, এর ভেতর আগেরটাই হওয়া সম্ভব। কারণ, দ্বিজদাসবাবুর কাছ থেকে এতটা নীচতা আশা করা যায় না। তাছাড়া, উনি নিজেই স্বীকার করেছেন

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যে, উনি আবার আমেরিকা যাত্রা করবেন। কাজেই, চারদিককার অবস্থা ভালোভাবে বিচার করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেবল শত্রুতাসাধনই এই হত্যারহস্যের মূল কারণ নয়। এর পেছনে এমন কোনো গুপ্ত উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে, যেকথা জানা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়—শুধুমাত্র তিনজন ছাড়া। সেই তিনজন হচ্ছে, দ্বিজদাস রায়, অমর গুপ্ত এবং টেড্-মিলানো।

টেড্-মিলনো আততায়ীর হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে এবং অমর গুপ্তও সুদূর পেরুতে বন্দি। সুতরাং একমাত্র প্রফেসার দ্বিজদাস রায় ছাড়া এই রহস্যের মূল কারণ কেউ বলতে পারবে না। তাদের শত্রুপক্ষ কে এবং কেন তারা তাদের শত্রুতা করছে ও অমর গুপ্তকে বন্দি করে রেখেছে—সে-সংবাদ একমাত্র দ্বিজদাসবাবুই দিতে পারেন।"

দীপক বললে, "অথচ সে মহাত্মা যে কোনোরকমেই তাঁর মুখ খুলছেন না!"

তাপস বললে, "হ্যাঁ, সেইজন্যে খুবই অসুবিধা হয়েছে বটে, কিন্তু তাহলেও সে অসুবিধা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। উদ্ধারের আশায় অমর গুপ্ত তাঁর বন্ধুর কাছে যে আবেদন জানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই আবেদন ও টেড্-মিলানোর আত্মোৎসর্গ কখনও ব্যর্থ হতে দেব না।

এখন প্রথমে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে, দ্বিজদাসবাবু মৃতনগরী কোরোজালে এমন কি রহস্য আবিষ্কার ক[illegible] যার জন্যে তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের এমন ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়েছে এবং কেনই-বা তাঁদের শত্রুপক্ষ এই চাকতিটা হস্তগত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে! তারপর আমাদের লক্ষ্য হবে অমর গুপ্তের উদ্ধারসাধন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আজ ২৭শে মে। কাজেই, অমরবাবু এখনও প্রায় এক মাস জীবিত থাকবেন বলেই আশা করি। চেষ্টা করলে এর ভেতরেই আমরা ইন্‌কাদের সেই গুপ্তনগরী কোরোজালে উপস্থিত হতে পারব। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে—প্রফেসার দ্বিজদাসবাবুর সাথে দেখা করে সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বলা। শুনে তিনি আমাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হতে রাজি হন তো ভালোই, নইলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়েই পেরুর দিকে রওনা হব।"

দীপক উৎসাহিত হয়ে বললে, "বাহবা তাপস! আমি তোমার কাছে ঠিক এইরকম জবাবই আশা করছিলুম। আমি জানি যে, বিপদ যত ভয়ানকই হোক না কেন, বিদেশে শত্রুর হাতে বন্দি হতভাগ্য অমর গুপ্তের সেই কাতর অনুরোধ বিফল হবে না। তুমি প্রাণ দিয়েও তাঁর উদ্ধারসাধনের জন্যে চেষ্টা করবে।"

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তাপস রিসিভারটা কানে তুলতেই বিলাসবাবুর গুরুগম্ভীর গলা কানে এলো, "হ্যালো! তাপস? আমি তোমার কথামতো পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে পেরুভিয়ান কনসালের সাথে দেখা করেছিলুম। আশা করি আমাদের পাসপোর্ট জোগাড় হতে বেশি দেরি হবে না। আমি আধঘণ্টার ভেতরেই তোমার ওখানে যাচ্ছি।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চৌদ্দ

তাপসকে সাথে নিয়ে বিলাসবাবু কুসুমপুরে পৌঁছে দ্বিজদাসবাবুর বাড়ি গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যার কিছু দেরি ছিল। হঠাৎ তাদের দুজনকে কুসুমপুরে তাঁর কাছে আসতে দেখে দ্বিজদাসবাবু দারুণ বিস্মিত হয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার! হঠাৎ যে! খবর কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "বলছি সবই। আমাদের ওখানে থানার সামনে যে একটা খুন হয়েছে, সে-খবর আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, খবরের কাগজে তার ফোটোও দেখেছেন!

যে-কোনো কারণেই হোক, আপনি তো অনেক-কিছুই গোপন করে গেছেন। তবু এই খুনের ব্যাপারটা থেকে অনেক-কিছু প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা জানতে পেরেছি যে, নিহত লোকটি একজন আমেরিকাবাসী ইতালিয়ান। নাম তার—টেড্-মিলানো। পেরুতে ছিল সে আপনাদের একজন সহকর্মী।

টেড্-মিলানোর কাছে যে কাগজপত্র ছিল, তা থেকে এমন প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া গেছে যে, আপনার সঙ্গী অমর গুপ্ত প্রাচীন ইন্‌কাদের গুপ্ত এবং মৃতনগরী কোরোজালে বন্দিজীবন যাপন করছেন শত্রুদের হাতে পড়ে। সুতরাং লজ্জাতেই হোক অথবা প্রাণভয়েই হোক, আপনি যেসব কথা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, সেসব আমাদের কাছে এখন আর গোপন নেই। কাজেই, দয়া করে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন, যাতে আমরা অমরবাবুর উদ্ধারসাধন করতে পারি, আর যারা এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক, তাদের উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হই।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

দ্বিজদাসবাবু গম্ভীরভাবে সব কথা শুনে গেলেন। তারপর বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, "খবরের কাগজে নিহত লোকটির ফোটো দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, হতভাগ্য টেড্-মিলানো ছাড়া সে আর কেউ নয়। এখন বুঝতে পারছি, আগেই সব কথা পুলিশের কাছে আমার খুলে বলা উচিত ছিল। তাতে জগতের কাছে আমার দারুণ ব্যর্থতার এবং মূর্খতার সংবাদ প্রচারিত হত বটে, কিন্তু টেড্-মিলানোকে হয়তো এমনভাবে মরতে হত না।

আমি ঠিক করেছিলুম যে, আমার মূর্খতার এবং অবিবেচনার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব, কাউকে জানতে দেব না। এইজন্যেই সেসব কথা আমি কারও কাছে কিছুমাত্র প্রকাশ করিনি। ইচ্ছে ছিল যে, শক্তিতে না কুলোয় তো আমার যথাসর্বস্বের বিনিময়েও আমার সহকারী অমর গুপ্তকে শত্রুপক্ষের কবল থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তার আগেই এই সংবাদ আপনারা জানতে পেরেছেন টেড্-মিলানোর আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে।"

একটু থেমে দ্বিজদাসবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "এখন আর কোনো কথাই আমি আপনাদের কাছে গোপন করব না। কারণ এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, শত্রুপক্ষকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশীভূত করা অসম্ভব। তাদের কবল থেকে অমর গুপ্ত আর আমার বিশ্বাসী ভৃত্য শংকরকে উদ্ধার করতে হলে চাই শক্তি এবং রাইফেলের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

গুলি। এ দুটো ছাড়া তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কাজেই এবারে সব কথা খুলে বলছি।

আমি এখান থেকে পেরুভিয়ান কনসালের কাছে অনুমতি নিয়ে পেরু যাত্রা করেছিলুম।

পেরুতে কয়েকদিন আমাদের একটা হোটেলে বাস করতে হয়েছিল। সেখানে দৈবাৎ একজন ক্ষমতাপন্ন পেরুদেশবাসী স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তার নাম—ডন্-কুইজেলো।

ইন্‌কাদের সম্বন্ধে সে যথেষ্ট উৎসুক ছিল, তাই সেও আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। এখানে বলে রাখছি যে, ডন্-কুইজেলোও ইন্‌কাদের সম্বন্ধে গবেষণা করছিল। সুতরাং আমাদের কাজে সে খুব উৎসাহের সাথেই যোগদান করেছিল। টেড্-মিলানোও আমাদের দলে ছিল। বহু বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আমরা তিনদিন পরে কোরোজালে পৌঁছোই।

প্রাচীন ইন্‌কা-নগরী কোরোজালের বর্ণনা করে আমি আপনাদের সময় ও ধৈর্য নষ্ট করব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে, সেখানে পৌঁছে আমাদের ধারণা হল, আমরা যেন মায়াবলে কোন্-এক রূপকথার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি! প্রাচীন ইন্‌কাদের প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি কালের কবলে পড়ে ধ্বংস হলেও, সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরেই ইন্‌কাদের শিল্প ও সভ্যতার নিদর্শন দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছিলুম।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছুদিন আমাদের কাজ বেশ দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, ডন্-কুইজেলো এবং তার অনুচরদের দ্বারা শীঘ্রই আমরা এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হলুম।

পেরুতে সংগৃহীত লোকদের ভেতরে অধিকাংশই ছিল, ডন্-কুইজেলোর লোক। আমাদের অভিযানের শুরু থেকেই ডন্-কুইজেলোর মনে কোনো গোপন অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। তাই সে আমাদের যেসব খননকারী জোগাড় করে দিয়েছিল—তাদের ভেতরে বেশির ভাগই ছিল তার নিজের লোক। কিন্তু এসব কথা সে একান্তভাবেই গোপন করে রেখেছিল, আমাদের ঘুণাক্ষরেও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানতে দেয়নি।

ডন্-কুইজেলো বুঝতে পেরেছিল যে, আমাদের এই আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্ব-জগতের এক অদ্ভুত আবিষ্কার বলে গণ্য হবে এবং তার ফলে আমরা যে প্রচুর অর্থ ও সম্মানের অধিকারী হব, তাতে তার কোনো অংশই থাকবে না।

এইসব চিন্তা করে সে আমাদের এই আবিষ্কারের ফল নিজে ভোগ করবার একটা উপায় স্থির করলে। সে ভাবলে, কোনোরকমে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কোনো বাধাই থাকবে না। কিন্তু আমাদের প্রকাশ্যভাবে হত্যা করবার সাহস তার ছিল না। তাই সে এক অদ্ভুত কৌশলে আমাদের ধ্বংস করবার উপায় স্থির করলে।

সেদিন রাত্রে আমরা যে-যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছিলুম। গভীর অন্ধকারময় রাত্রি। আমাদের তাঁবু থেকে প্রায় হাত-কুড়ি দূরেই একটা তাঁবুতে থাকত, ডন্-কুইজেলো ও

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

টেড্-মিলানো। অন্যান্য খননকারীরা বাইরে আগুন জ্বালিয়েই রাত কাটিয়ে দিত।

গভীর রাত্রি। আমরা সবাই ঘুমে অচেতন ছিলুম। হঠাৎ আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, একটা লোক নিঃশব্দে আমাদের তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলে। আমি বালিশের নীচে থেকে রিভলভারটা বের করেই টর্চের আলো জ্বাললুম আর সেই আলোতে দেখতে পেলুম, আগন্তুক আর কেউ নয়—টেড্-মিলানো।

আমি বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাতেই সে ভীতস্বরে আমাকে জানালে যে, ডন্-কুইজেলো তাঁবুতে নেই এবং তার সঙ্গীদের ভেতরেও কয়েকজনকে সে দেখতে পাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তারা কোনো ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে।

আমি তার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমি ভাবলুম, কোনো কারণবশত ডন্-কুইজেলো হয়তো তাঁবু থেকে বাইরে গেছে, আর তাতেই টেড্-মিলানোর মনে অনর্থক ভয়ের উদয় হয়েছে।

কিন্তু টেড্-মিলানোর আশঙ্কাই সত্যি হল। গভীর রাতে জন-পঁচিশ-তিরিশ অনুচর-সমেত ডন্-কুইজেলো হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করলে। ভীত খননকারীরা কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার বনে আত্মগোপন করে প্রাণরক্ষা করলে। আমাদের তাঁবুর দিকে ডন্-কুইজেলোর সতর্কদৃষ্টি ছিল বলে আমরা পলায়ন করতে পারলুম না। ব্যাপার কিছু বোঝবার আগেই আমরা ডন্-কুইজেলোর হাতে বন্দি হলুম।

বন্দি হবার পর ধীরে-ধীরে সমস্ত [illegible] বুঝতে পারলুম। আমরা কোরোজাল্-নগরীকে মৃত বলে অনুমান করেছিলুম বটে, কিন্তু তখনও সেই মৃত-নগরীর একপ্রান্তে প্রাচীন ইন্কাদের বংশধরেরা বাস করত। তাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলেই আমরা এ-যাবৎ তাদের কোনো চিহ্নই দেখতে পাইনি। ডন্-কুইজেলো তার অনুচরদের এবং ইন্কাদের সাহায্য গ্রহণ করেছিল আমাদের বন্দি করবার জন্যে। কিন্তু কি উপায়ে যে ডন্-কুইজেলো নগরপ্রান্তে অবস্থিত ইন্কাদের সন্ধান পেলে এবং কি বলে যে সে তাদের আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, তা আজ অবধি আমি কিছু জানতে পারিনি!

ইন্কারা আমাদের নিয়ে অন্ধকারেই বনপথ অতিক্রম করে তাদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হল। তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে আমি হতাশ হলুম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, কাল রাতে আমি ডন্-কুইজেলোর সন্ধানে গিয়ে, তাঁবুতে ফিরে এসে পিস্তলটা আমার কোটের পকেটেই রেখেছিলুম, ভুলবশত সেটা আর বালিশের তলায় রাখিনি। একথা মনে হতেই আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম যে, পিস্তলটা পকেটেই আছে।

পিস্তলটাকে আবিষ্কার করে আমি মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করতে লাগলুম। আমার পেছনে প্রায় জন-ছয়েক ইন্কা ছিল। আমার মনে হল, পিস্তলের সাহায্যে তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা হয়তো অসাধ্য হবে না, কিন্তু অমর গুপ্ত এবং টেড্-মিলানোর অদৃষ্টে কি ঘটবে? তখনই আর-এক কথা মনে হল। ভাবলুম, আমিও যদি এদের সাথে বন্দি অবস্থায় ইন্কাদের দলেই থাকি, তাহলে বিপদ কিছুমাত্র কমবে না। বরং আমি মুক্তিলাভ করলে হয়তো-বা তাদের উদ্ধারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এই ভেবে আমি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দুজন ইন্‌কাকে গুলি করে অন্ধকার বনের দিকে ছুটলুম। ইন্‌কারা আমার অনুসরণের চেষ্টা করলে আমি আরও দুজনকে জখম করে অন্ধকারে অদৃশ্য হলুম।

তারপর কি কষ্টে যে আমি পেরুতে এসে উপস্থিত হলুম, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। স্থির করেছিলুম, পেরুতে এসে আমি পেরু-গভর্নমেন্টের কাছে সব কথা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করব। কিন্তু হঠাৎ ডন্‌-কুইজেলোর একখানা চিঠি পেয়ে আমি সে-পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। সে একটা চিঠি লিখে আমায় জানায় যে, পেরু-গভর্নমেন্টের সাহায্য গ্রহণ করলে সে অমর গুপ্ত ও টেড্‌-মিলানোকে হত্যা করবে। নইলে সে তার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের দুজনকে বন্দি করে রাখবে মাত্র, তারপর কাজ সমাপ্ত হবার পর সে তাদের দুজনকে মুক্তি দেবে।

আমি আর কোনো উপায় না দেখে, দেশে ফিরে আসি। কারণ, আমি স্থির করেছিলুম, ডন্‌-কুইজেলোকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করব, না হয় যথেষ্ট বিশ্বাসী লোক নিয়ে কোরোজালে হানা দিয়ে, অমর গুপ্ত ও টেড্‌-মিলানোকে উদ্ধার করব। কিন্তু এখানেও দেখছি শত্রুপক্ষ আমার পিছু নিয়েছে!"

ইনস্পেক্টর আড়চোখে একবার তাপসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু ডন্‌-কুইজেলো তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সংকল্প করেছিল। টেড্‌-মিলানো কোনো উপায়ে পলায়ন করতে সক্ষম হলেও, তার অনুচরদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। অমরবাবুও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

দ্বিজদাসবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "আপনার এই কথার প্রমাণ কি? তাদের হত্যা করে ডন্‌-কুইজেলোর কোন্‌ স্বার্থ সিদ্ধ হবে?"

বিলাসবাবু বললেন, "এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ডন্‌-কুইজেলোই দিতে পারে। আর অমরবাবু সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। সে টেড্‌-মিলানোর মারফত আমাদের কাছে এই সংবাদ পাঠিয়েছে। ডন্‌-কুইজেলো হয়তো কোনোপ্রকারে এই সংবাদ জানতে পেরে টেড্‌-মিলানোকে হত্যা করেছে, কিন্তু টেড্‌-মিলানোর মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। তার সংগৃহীত সংবাদ দৈবাৎ আমাদের হস্তগত হয়েছে।"

দারুণ বিস্মিত হয়ে দ্বিজদাসবাবু বললেন, "অতি অদ্ভুত।"

তাপস হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলে, "আপনি প্রাচীন ইন্‌কাদের ভাষা পড়তে পারেন?"

দ্বিজদাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

তাপস পকেট থেকে সেই কাঠের খোদাইকরা চাকতিটা বের করে দ্বিজদাসবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "এই চাকতিটাতে প্রাচীন ইন্‌কা-ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। আশা করি, এর ভাবার্থ আপনি আমাদের বলতে পারবেন।"

দ্বিজদাসবাবু চাকতিটা কয়েকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, "এই ইন্‌কা-ভাষার অনুবাদ করতে হলে সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং হঠাৎ কিছু বলা অসম্ভব। এটা আমার কাছে রেখে গেলে, কাল আপনাদের এর সঠিক অনুবাদ জানাতে পারি।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস ঘাড় নেড়ে বললে, "স্বচ্ছন্দে! আমরা কাল আসব। আশা করি, এই চাকতিটা থেকে আমাদের তদন্তে কোনো সুবিধে হতে পারে।"

স্টেশনে যেতে যেতে তাপস বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, "এই কুসুমপুরেই কোথাও ডন্-কুইজেলোর সাঙ্গোপাঙ্গো লুকিয়ে চারদিকে দৃষ্টি রেখেছে। আমাদের এখানে আগমন এবং ওই চাকতিটার কথাও খুব সম্ভব তাদের কাছে অজ্ঞাত নেই। আগে যদিও অজ্ঞাত ছিল, আমাদের এখানে আসবার পর তারা সেকথা জেনে কৃতার্থ হয়েছে এবং এর ফলে আমাদের ওপর যে কীরকম আক্রমণ ঘটবে, আমি কেবল তাই ভাবছি।"

পনেরো

গভীর রাত্রি। তাপস গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। তার ঘরের বারান্দায় কারও মৃদু পদশব্দ শুনে সে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালে। রেডিয়ামের কাঁটা অন্ধকারে জ্বলছিল। রাত তখন আড়াইটে।

তাপস নিঃশব্দে শুয়ে থেকেই বুঝতে চেষ্টা করলে সেই পায়ের শব্দ কার। তাহলে কি সত্যিই তার অনুমানমতো শত্রুপক্ষ তার আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছে?

তাপস অন্ধকার ঘরের ভেতরে শুয়ে থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ—আবার সেই অস্পষ্ট পায়ের শব্দ।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হঠাৎ তাপস দেখতে পেলে, ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল! তারপর অতি ধীরে পরপর দুজন লোক সেই ঘরে প্রবেশ করলে।

তাপস তাদের দেখতে পেয়েই চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল। কিন্তু পর-মুহূর্তে একটা টর্চের উজ্জ্বল আলো তার মুখে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কারও গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে এল, "চিৎকার করবার চেষ্টা কোরো না দয়া করে। কারণ, চিৎকার করলেই তোমার নিশ্চিত মৃত্যু।"

বলেই একজন লোক দ্রুতপদে তাপসের দিকে অগ্রসর হয়ে তার সর্বাঙ্গ খুঁজে দেখলে। তার মতলব বুঝতে পেরে তাপস বললে, "কোনো অস্ত্রই আমার কাছে আপাতত নেই। আপনারা এখানে আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন, এ-সংবাদটা যদি জানা থাকত, তাহলে হয়তো আমি আপনাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারতুম।"

একটা জোয়ান লোক গম্ভীরস্বরে বললে, "তোমার ইয়ার্কি শোনবার জন্যে আমরা আসিনি। টেড্-মিলানো যে কাঠের চাকতিটা দিয়েছিল, সেটা কোথায়? মনে রেখো, আমি আসল জিনিসটার কথাই বলছি—কোনো নকল কাঠের চাকতির প্রয়োজন নেই।"

লোকটার কথা শুনে তাপস মুহূর্তের জন্যে কিছু চিন্তা করলে। তারপর হেসে বললে, "তোমরা বড়ো অসময়ে এসেছো বন্ধু। ওই কাঠের চাকতিটাতে তোমাদের এত প্রয়োজন আছে জানলে, আমি সেখানা হাতছাড়া করতুম না, নিজের কাছেই রেখে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিতুম। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, সেখানা বর্তমানে আমার কাছে নেই। কাঠের চাকতির ওপর খোদাইকরা ইন্‌কা-ভাষার ভাবার্থ গ্রহণ করবার জন্যে সেখানা আমি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্বিজদাসবাবুর কাছে দিয়েছি। সুতরাং আমি নিরুপায়।"

লোকটা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে হুংকার দিয়ে বললে, "মিথ্যে কথায় আমাদের প্রতারিত করবার চেষ্টা কোরো না মূর্খ! টেড্‌-মিলানো নিজের মূর্খতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে এবং তোমাকেও ঠিক ওইভাবে নিজের মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। টেড্‌-মিলানোর কাছে পাওয়া সেই আসল কাঠের চাকতিখানা কোথায় রেখেছ, বলো। নইলে এখানেই তোমাকে গুলি করে মেরে আমরা নিজেরাই সমস্ত বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজে দেখব।"

লোকটা কথা বলতে বলতে তাপসের বিছানার ধারে এসে দাঁড়াল। তাপস এতক্ষণ পরে অন্ধকারে আবছাভাবে দেখতে পেলে, তাদের দুজনের মুখই কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং হাতে এক-একটা রিভলভার।

ঠিক সেইমুহূর্তে তাদের খুব কাছ থেকেই কেউ বলে উঠল, "লক্ষ্মীছেলের মতো তোমাদের হাতের রিভলভার দুটো ত্যাগ করো বন্ধুগণ। নড়বার চেষ্টা না করে, যেখানে আছো সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নইলে প্রত্যেকের দেহে গোটা পাঁচ-ছয় করে সিসের গুলি প্রবেশ করবে এই মুহূর্তে।"

পিঠে রিভলভারের নলের স্পর্শ অনুভব করার সাথে সাথে এই আদেশ শুনে তারা ভীত ও বিস্মিতভাবে স্থির হয়ে [illegible] শের দিকে তাকালে। আবছা অন্ধকারে তারা দেখতে পেলে যে, ঘরের ভেতরে প্রায় জন-দশেক সশস্ত্র লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ব্যক্তির হাতের টর্চ নিবে গেল।

ঘরটা অন্ধকার হতেই বিলাসবাবু একটা হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, "তাপস! আলো—আলো জ্বালো। কোথায়—কোথায় তোমার সুইচ?"

তিনি ইতস্তত দেয়াল হাতড়ে সুইচ খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক তখনই তাঁর বিপরীত দিক থেকে একসঙ্গে পরপর দুটো রিভলভার গর্জে উঠল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অন্ধকারে বিলাসবাবুকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত দুটো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেছনের দেয়ালে বিঁধে গেল।

দৈবাৎ সেই গুলি দুটোর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বিলাসবাবু মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনিও তাঁর রিভলভার তুলে সেইদিকে লক্ষ্য করে পরপর দু'বার গুলি করলেন।

বিলাসবাবুর গুলি কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। গুলির সাথে সাথে একটা করুণ আর্তনাদ এবং মাটিতে একটা ভারী-কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। বিলাসবাবু সেই আর্তনাদ এবং পতনের শব্দ শুনে বুঝলেন যে, তাঁর গুলিতে কেউ আহত হয়েছে। তারপর সব চুপ।

বিলাসবাবু তখনও সুইচ খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ তাপসও উঠে আলো জ্বেলে তাঁকে সাহায্য করছে না, এতে বিলাসবাবু রাগে একেবারে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে বললেন, "এ কি হচ্ছে তাপস? আলো জ্বালো।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর কিছুক্ষণ দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচ খুঁজে পেয়ে বিলাসবাবু ঘরের আলো জ্বাললেন।

ঘর আলোকিত হতেই বিলাসবাবু বিস্মিতভাবে দেখতে পেলেন যে, ঘরে কেউ নেই! আততায়ীদের কেউ আহত হওয়া দূরে থাকুক, তারা অন্ধকারে সবার অজ্ঞাতে বেশ অক্ষতদেহেই প্রস্থান করেছে, আর সামনেই বিছানার ওপর তাপস নির্বিকারভাবে বসে রয়েছে।

ক্রুদ্ধভাবে বিলাসবাবু বললেন, "তোমার মতলব কি তাপস? লোক দুটো আমাদের ফাঁদে পা দিয়েও অদৃশ্য হল, অথচ তুমি তাদের পলায়নে বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে নির্বিকারভাবে বসে কি ভাবছ?"

তাপস একটু হেসে বললে, "তার কারণ এই যে, আমি মোটেই চাই না যে, লোক দুটো এখনই গ্রেপ্তার হয়। তাদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়তো খুব শক্ত হত না, কিন্তু তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। ২১শে জুনের আগেই অমর গুপ্তকে উদ্ধার করা দরকার, কিন্তু কোনোরকমে এখানে যদি আমাদের একটা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে তার ফল হবে অতি মারাত্মক। তাছাড়া ওই লোক দুটোকে গ্রেপ্তার করলে আসল মস্তিষ্কটিকে গ্রেপ্তার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ, সে তাহলে সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন সেই মূল মস্তিষ্কটিকে, যার আদেশে তার এইসব দুর্ধর্ষ অনুচরেরা চালিত হচ্ছে। তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে এইসব চুনোপুঁটির দল আপনিই এসে জালে উঠবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "তাহলে তুমি আমাকে দশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে অন্ধকার বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলেছিলে কিজন্যে?"

তাপস বললে, "কোনো কারণবশত আমি সন্দেহ করেছিলুম যে, আজ রাত্রে আমার ওপর কোনোরকম আক্রমণ হতে পারে, কিন্তু আক্রমণটা কি ধরনের হবে, তা আমি আঁচ করতে পারিনি। পাছে সেই আক্রমণের ফল আমার পক্ষে মারাত্মক হয়, সেইজন্যে আমি আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম। কিন্তু এর জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন না। শীঘ্রই পালের গোদার সাথে একসঙ্গে সবকটা দুর্বৃত্তকে আপনি হাজতে পুরে ধন্য হতে পারবেন সন্দেহ নেই।"

সন্দেহের সুরে বিলাসবাবু বললেন, "সে-বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। এই রহস্যের নায়ক কে, এবং কেন সে এতগুলো লোককে খুন করেছে তা এখনও আমরা কিছুই জানতে পারিনি!"

রহস্যময় হাসি হেসে তাপস বললে, "আপনার কথা খুব সত্যি। কিন্তু সেই দলপতি যথেষ্ট মস্তিষ্কশালী হলেও, হঠাৎ একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে এবং এই ভুলের ফলেই সে আপনাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং, আজ হোক অথবা কাল হোক সে গ্রেপ্তার হবেই। এখন আমাদের আসল কাজ হচ্ছে, পেরু যাত্রা করা। যেমন করেই হোক, ২১শে জুনের পূর্বে অমর গুপ্তকে ইন্‌কাদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবেই।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু তুমি পথ চিনে কোরোজালে উপস্থিত হবে কি করে শুনি?"

তাপস বললে, "দ্বিজদাসবাবু আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে পেরু যাত্রা করছি শুনলে, উনি সানন্দে আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হবেন সন্দেহ নেই। কাজেই এখন আর অন্য কোনো ভাবনা নয় ইনস্পেক্টরবাবু। আমাদের এখন একমাত্র ভাবনা হবে, পেরু হয়ে কোরোজাল্ শহরে পৌঁছানো, তারপর অমর গুপ্তের উদ্ধারসাধন।"

ষোলো

কিছুকাল পরে।

পেরুতে পৌঁছে আগের ব্যবস্থামতো তারা সবাই একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। এরোপ্লেনের পাইলট, মরিস তাদের আগমনের আশায় অপেক্ষা করছিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে এসে জানালে যে, এরোপ্লেন তৈরি আছে, সুতরাং তারা যখন খুশি তাদের গন্তব্যস্থানে যাত্রা করতে পারে।

তাপস, মরিসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, "আশা করি আমাদের উপদেশমতো তুমি সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছ?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

মরিস ঘাড় নেড়ে বললে, "হ্যাঁ। সপ্তাহ-খানেকের মতো প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই এরোপ্লেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনারা কোথায় যাত্রা করবেন তার কিছুই এখনও জানতে পারিনি।"

মরিস কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাপসের দিকে তাকালে, কিন্তু জবাব দিলেন বিলাসবাবু। তিনি বললেন, "আমি ভারতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে থেকে কোনো জরুরি কাজের ভার নিয়ে এদেশে এসেছি। আমাদের কর্তব্য-সম্পাদনে হঠাৎ কোনো বাধার সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কাতেই সেকথা আমরা এখনও কারও কাছে প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিনি। যাই হোক, তুমি শীঘ্রই আমাদের গন্তব্যস্থল এবং উদ্দেশ্য জানতে পারবে।"

মরিস বললে, "সে আপনারা যা ভালো বিবেচনা হয় করবেন। আমি এখানকার ব্রিটিশ কনসালের আদেশ অনুসারে এক সপ্তাহের জন্যে আপনাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই এরোপ্লেন রিজার্ভ করে রেখেছি। আপনারা কখন রওনা হবেন, স্থির করেছেন?"

তাপস বললে, "কাল খুব ভোরে, ঠিক পাঁচটার সময় আমরা রওনা হব। এই সময়টুকুর ভেতরে আরও কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। তুমি ঠিক পাঁচটার সময় তৈরি থেকো।"

সম্মতি জানিয়ে মরিস প্রস্থান করলে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আগের ব্যবস্থামতো ভোর পাঁচটার সময় তাদের প্লেন পেরু ত্যাগ করে দ্বিজদাসবাবুর নির্দেশমতো পূর্বদিক লক্ষ্য করে যেতে লাগল। ক্রমে পেরুর বাড়ি-ঘর ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হল।

তাপস এবং পাইলট মরিস ছিল আগের আসনে। বিলাসবাবুরা তিনজন তাদের পেছনের আসনে স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

তাপস মরিসের দিকে তাকিয়ে বললে, "মেশিনগানটা এরোপ্লেনের সাথে সংযুক্ত আছে তো?"

মরিস বললে, "হ্যাঁ, আপনাদের নির্দেশমতো মেশিনগানটা এমনভাবে ফিট করেছি যাতে বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার কোনো উপায় না থাকে। ছ'রাউন্ড গুলিও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনাদের এসব অদ্ভুত ব্যবস্থার কোনো মানে আমি এখনো বুঝতে পারিনি। আপনারা এতো গোপনভাবে কোথায় চলেছেন, কি আপনাদের উদ্দেশ্য, তা আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে।"

মরিসের কথা শুনে তাপস তার দিকে তাকিয়ে হাসলে। তারপর বললে, "তোমার কাছে কোনো কথা গোপন করবো না। কারণ, এখন তুমিও আমাদের দলেরই একজন। আমার বক্তব্য শুনলেই তুমি আমাদের এই অপরূপ অভিযানের কারণ বুঝতে পারবে।"

তাপস প্রথম থেকেই সব কথা একে একে মরিসের কাছে খুলে বললে। মরিস বিস্ফারিত নেত্রে তার কথাগুলো শুনে বললে, "ও! আপনারা তাহলে অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে চলেছেন?"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস মাথা নেড়ে বললে, "হ্যাঁ। সূর্যদেবের মন্দিরে তাকে ইন্‌কারা উৎসর্গ করবার আগেই আমরা তাকে উদ্ধার করবো।"

মরিস বললে, "আপনি কি মনে করেন যে, ডন্‌-কুইজেলো সেখানেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করবে?"

তাপস বললে, "তাতে সন্দেহমাত্র নেই। সে ইন্‌কাদের সাহায্যে লাভ করে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। এই অবস্থায় খালি হাতে তার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারবো না। সেইজন্যেই মেশিনগানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

মরিস জিজ্ঞেস করলে, "আপনি কি মনে করেন যে, ডন্‌-কুইজেলো আপনাদের বরাবর অনুসরণ করে আসছে?"

তাপস দৃঢ়স্বরে বললে, "হ্যাঁ। আমরা মুহূর্তের জন্যেও তার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারিনি।"

তারপর দুজনেই চুপ। তাপস গম্ভীরভাবে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা চিন্তা করছিল। বহু গ্রাম ও বনজঙ্গল পার হয়ে তাদের প্লেন দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছিল—হঠাৎ মরিস প্রশ্ন করলে, "ডন্‌-কুইজেলোকে আপনারা কেউ দেখেননি, তাকে চিনবেন কি করে?"

তাপস বললে, "তাকে আমরা কেউ চিনি না, যা, তার দর্শনলাভও অবশ্য আমাদের ঘটে ওঠেনি। তাহলেও আমি পেরুতে কয়েক জায়গা থেকে ডন্‌-কুইজেলোর সম্বন্ধে এমন

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কতকগুলো জিনিস জানতে পেরেছি, যাতে তাকে খুঁজে বের করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। ডন্-কুইজেলোর আনুমানিক চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসছে।"

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তারা মৃত-নগরী কোরোজালের ওপর এসে পড়ল। চারিদিকে গভীর বন। মাঝে মাঝে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় কয়েকখানা কুঁড়েঘর মাত্র চোখে পড়ে।

তাপস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ চোখের ভেতর থেকে পেছনে দ্বিজদাসবাবুর স্বর ভেসে এলো, "এর নীচেই কোরোজাল্ নগরীর ধ্বংসস্তূপ। এখানে কোনো সুবিধামতো স্থান থেকে মরিসকে এরোপ্লেন নামাতে বলুন।"

তাপস সতর্কভাবে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, "আজ ২১শে জুন। সুতরাং চাকতির ভাষামতো আজকেই সূর্যদেবের মন্দিরে অমর গুপ্তকে উৎসর্গ করা হবে। একথা সত্যি হলে এ বনের ভেতরেই কোথাও আমরা ইন্‌কাদের দর্শন পাবো ঠিক।"

মরিস চারদিকে তাকিয়ে বললে, "ইন্‌কাদের সূর্যদেবের মন্দির কি এই বনের ভেতরেই রয়েছে?"

তাপস বললে, "হ্যাঁ। প্রাচীন ইন্‌কা-রাজধানী এই কোরোজাল্। এখানেই কোনো প্রাচীন সূর্যমন্দির আছে এটা ঠিক। এখন সেই মন্দিরটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।"

হঠাৎ মরিস একদিকে তা[illegible] আকর্ষণ করে বললে, "দেখুন মি. রায়! দূরে বাঁদিকে একটা উজ্জ্বল-কিছু সূর্যালোকে জ্বলছে। আমার মনে হয়, ওটা কোনো মন্দিরের ধাতুনির্মিত চূড়াবিশেষ হতে পারে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস লক্ষ্য করে দেখলে, মরিসের কথা সত্যি। দূরে বনের ওপর একটা কিছু চকচক করছে। সে মরিসের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমার অনুমান হয়তো সত্যি। চলো, ওদিকে গিয়ে দেখা যাক ওটা কি!"

প্লেন সেইদিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হল। সেই উজ্জ্বল বস্তুটার নিকটবর্তী হতেই সেইদিক থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের শব্দ তাদের কানে এলো। সামনে পৌঁছে সকলেই দেখতে পেলে যে, সেটা একটা উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত মন্দিরের চূড়াই বটে। মন্দিরটার সামনেই প্রকাণ্ড খোলা জায়গা। সেখানে কোনো কারণে অনেক লোক সমবেত হয়েছে। তাদের চিৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তাপস, মরিসের দিকে তাকিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "প্লেন আরো নীচে নামাও। আমার মনে হচ্ছে, আমরা ঠিক সময়মতো এবং সঠিক স্থানেই এসে উপস্থিত হয়েছি।"

চোঙের ভেতর থেকে দ্বিজদাসবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমাদের ঠিক নীচেই কোরোজালের বিখ্যাত সূর্যমন্দির। মন্দিরের সামনেই ইন্‌কাদের সমবেত হতে দেখে বোধ হচ্ছে, আমরা সময়মতোই এখানে এসে পৌঁছেছি। মরিসকে প্লেন নামাতে বলো। দেরি হলে হয়তো এখানে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

তাপস বললে, "এখানে প্লেন নামালে, ইন্‌কারা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হত্যা করবে। তারা দলে অনেক বেশি এবং যথেষ্ট সশস্ত্রও বটে। নামবার আগে আমাদের অন্য

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু তার আগে এদের এই মন্দিরের সামনে সমবেত হবার কারণটা সঠিকভাবে জানা দরকার।"

তাপসের নির্দেশে মরিস প্লেন নীচে নামাতেই, তাপস নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে, মাঠের মাঝখানে দুজন বন্দিকে ঘিরে ইন্‌কারা উল্লাসে মত্ত। বন্দিরা দুটো খুঁটির সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা রয়েছে—তাদের মুখে একটা দারুণ হতাশার চিহ্ন।

হঠাৎ ইন্‌কাদের ভেতর থেকে দুজন বৃদ্ধ পুরোহিত বন্দিদের দিকে অগ্রসর হতেই চারদিকের সমবেত ইন্‌কারা উল্লাসে কোলাহল করে উঠল। চারজন সশস্ত্র ইন্‌কা সেই কাঠের খুঁটি থেকে বন্দিদের মুক্ত করে, তাদের নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হল। বন্দিরা একবার প্রাণপণ শক্তিতে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বলশালী ইন্‌কারা অতি অনায়াসে তাদের ছাগশিশুর মতো ধরে নিয়ে পুরোহিতদের অনুসরণ করলে।

তাপস মেশিনগানটার কথা জিজ্ঞেস করতে মরিস তাকে একটা আবরণ তুলে সেটি দেখিয়ে দিলে। তাপস মরিসকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে মেশিনগানের সামনে বসে তার লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

তাপসের নির্দেশমতো প্লেনখানা ইন্‌কাদের লক্ষ্য করে নীচে নেমে এল! সঙ্গে সঙ্গে তাপসের হাতের মেশিনগান গর্জে উঠল, 'কট-কট-কট-কট-কট!'

মেশিনগানের গুলিতে ইন্‌কাদের ভেতরে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা শুরু হল। তারা ভীতভাবে প্লেনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এই বিপদপাতের কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছু বোঝবার আগেই মেশিনগানের গুলিতে বহু ইন্‌কার প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়ে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছু বুঝতে না পারলেও, মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীলা দেখে ইন্‌কারা ভীত এবং দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারপর কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে তারা গভীর বনের দিকে পলায়ন করতে শুরু করলে আত্মরক্ষা করবার আশায়।

ইন্‌কারা ছত্রভঙ্গ হতেই তাপসের কথায় মরিস এরোপ্লেনটা নীচে নামালে। ইন্‌কারা তখন দ্রুতপদে বন্দিদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তাপস মৃদুস্বরে মরিসের সাথে কিছু পরামর্শ করে বন্দিদের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ ইন্‌কাদের ছত্রভঙ্গ হতে দেখে এবং প্লেনখানাকে নীচে নামাতে দেখে, বন্দিরা বিস্মিতভাবে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। তাপসদের তাদের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হল। তারা টলতে টলতে এদের দিকে এগিয়ে এল।

কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর দিকে চোখ পড়তেই প্রৌঢ় বন্দির চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠল। কঠিনকণ্ঠে সে চিৎকার করে বললে, "শয়তান, তুমি? তুমি এখানে এসেছ আবার?"

দ্বিজদাসবাবু পিশাচের মতো হোহো করে অট্টহাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, প্রফেসার রায়! আপনার কৌশলে হস্তচ্যুত সেই কাঠের চাকতিখানা সংগ্রহ করবার জন্যে এবং আপনাদের সবাইকেই একসঙ্গে সূর্যমন্দিরে উৎসর্গ করবার সুব্যবস্থা করবার জন্যেই এখানে আমার আগমন হয়েছে,—আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যে নয়।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দ্বিজদাসবাবু সকলের পেছনে ছিলেন। তাঁর কথা শুনে ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে সবাই একসঙ্গে তাঁর দিকে তাকালে। ভীতদৃষ্টিতে সবাই দেখতে পেলে, তাদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিজদাস রায়, তাঁর দু'হাতে দুটো রিভলভার—মুখে একটা হিংস্র ভাব।

তাপস কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বললে, "তোমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য অন্য সবাইকে বিস্মিত করলেও, আমি তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হইনি ডন্-কুইজেলো। তোমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য আমি ভারতবর্ষেই জানতে পেরেছিলুম, এ-কথা শুনলে তুমিই হয়তো খুব আশ্চর্য হবে। কাজেই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেই আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন আর ইন্‌কারা কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না, সুতরাং তুমি এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাবে না। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে এবার করতেই হবে।

দ্বিজদাসবাবুকে এখানে বন্দি করে রেখে, তাঁর ছদ্মবেশে তুমি সবার চোখে ধুলো দিতে পারলেও আমাকে প্রতারিত করতে পারোনি। লোকের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তুমি দ্বিধাবোধ করোনি। তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অন্তত দশবার তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেরকম হবার কোনো উপায় নেই, একবার ফাঁসিকাঠে উঠেই তোমাকে সব দেনা-পাওনা শোধ করতে হবে।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপসের কথা শুনতে শুনতে ছদ্মবেশী ডন্-কুইজেলোর চোখ দুটো ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। সে হুংকার দিয়ে বললে, "তবে মর!"

কিন্তু তার রিভলভারের গুলি বার হবার আগেই পরপর চারটে গুলি পেছন দিক থেকে এসে ডন্-কুইজেলোর দেহে বিদ্ধ হল।

সকলে তাকিয়ে দেখলে, একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে, পাইলট মরিস। তার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি। তার হাতের রিভলভার থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

সতেরো

পেরুতে পৌঁছে তারা বড়ো দুঃখের সঙ্গে মরিসকে বিদায় দিয়ে আগের হোটেলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলে। ইন্‌কাদের হাতে বন্দিজীবন যাপন করে দ্বিজদাসবাবুর এবং অমর গুপ্তের শরীর ভেঙে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে তাঁরা একটু সুস্থ হলে তাপস বললে, "আশা করি আপনারা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। এখন আপনারা কি করবেন স্থির করেছেন? আমাদের সাথে ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন, না, আবার কোরোজালের দিকে যাত্রা করবেন?"

দ্বিজদাসবাবু মনোযোগের সাথে টেড্-মিলানোর কাছে তাপসের পাওয়া সেই কাঠের চাকতিটা দেখছিলেন। তাপস সেটি তাঁর হাতেই অর্পণ করেছিল।

তাপসের কথা শুনে দ্বিজদাসবাবু হেসে বললেন, "না, আমার কাজ শেষ না করে আমি দেশে ফিরব না। প্রাচীন ইন্‌কাদের রহস্যভেদ করতে আমি কৃতসংকল্প। গতবার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিজের মূর্খতার জন্যে সমস্ত পণ্ড হয়েছিল, কিন্তু এবার আমি সে-বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়েই কোরোজালের দিকে যাত্রা করব। এবার আর আমাদের দলে কোনো ডন্-কুইজেলো থাকবে না।"

তাপস, ছদ্মবেশী ডন্-কুইজেলোর কাছে শোনা ইতিহাস বর্ণনা করে বললে, "ডন্-কুইজেলো আমাদের কাছে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে, সে শুধু আবিষ্কারের সম্মান ও অর্থের লোভে এমন ভয়ানক কাজে হাত দেয়নি। এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেও সেই গুপ্ত-রহস্য আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি।

তারপর ওই কাঠের চাকতি। ওটা কি, এবং ডন্-কুইজেলোই বা ওটার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা আমাদের কাছে প্রহেলিকা বলেই মনে হয়।"

দ্বিজদাসবাবু হেসে বললেন, "প্রকৃত ইতিহাসই ডন্-কুইজেলো আপনাদের কাছে ব্যক্ত করেছিল। তফাত এই যে, সে নিজেই আমার স্থান অধিকার করে বসে একটা চমৎকার অভিনয় করে গেছে! কিন্তু এই সমস্ত রহস্যের মূলে রয়েছে এই কারুকার্যময় কাঠের চাকতিটা।

কোরোজালে একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমি এই চাকতিটা আবিষ্কার করি। তার ওপরে খোদাইকরা প্রাচীন ইন্‌কা-ভাষা থেকে আমি জানতে পারি যে, এতে একটা সূর্যমন্দিরের নির্দেশ ছে। আমি প্রথমত কিছু বুঝতে না পেরে ডন্-কুইজেলোকে সব কথা বলে এই চাকতিটা তাকে দেখাই। সে এই চাকতিটা দেখে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভাব দমন করে বললে যে, চাকতিটার কোনো গুরুত্ব আছে বলে সে মনে করে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডন্-কুইজেলো এরপর আমার কাছ থেকে সেটি হস্তগত করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে চাকতিটার সম্বন্ধে আমি খুব সতর্ক হলুম এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলুম।

একদিন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়তেই আমি চমকে উঠলুম। প্রবাদ আছে যে, ইন্‌কারাজ আটাহুয়াল্পার মৃত্যুর পর, আক্রমণকারী স্প্যানিয়ার্ডদের কবল থেকে প্রাচীন রাজধানী সূর্যমন্দিরের প্রচুর ধনরত্ন রক্ষা করবার জন্যে, প্রধান রাজপুরোহিত তার কতকগুলো বিশ্বাসী অনুচরদের সহায়তায় স্প্যানিয়ার্ডদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেইসব ধনরত্ন নিয়ে রাজধানীর পূর্বদিকে যাত্রা করে।

যেতে যেতে তারা এক গভীর বনের ভেতরে এসে উপস্থিত হল। ক্রমে সেখানে 'কোরোজাল্' নামক নগরীর পত্তন হয়। কিন্তু সে যে সেই সূর্যমন্দিরের ধনরত্ন কোথায় গচ্ছিত রেখেছিল, তা কেউ জানত না। আমার মনে হল, এতে হয়তো সেই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দেওয়া আছে এবং আমি যে প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের ভেতরে এটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি, সেটা খুব সম্ভব সেই প্রাচীন রাজপুরোহিতের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ।

ইন্‌কাদের এই প্রবাদবাক্য আমি হয়তো বিশ্বাস করতুম না, যদি এর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্য না থাকত। ঐতিহাসিকরাও এই প্রবাদবাক্য সত্য বলে স্বীকার করে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সংবাদ সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। আমি দৈবক্রমে ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি আবিষ্কার করলেও, তা উদ্ধার করবার কোনো চেষ্টা করতে পারলুম না। কারণ, ডন্-কুইজেলো সেই চাকতিটা হস্তগত করবার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হল, তখন সে বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলে নিজের রূপ ধারণ করলে। সে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে চাকতিটা আদায় করবার চেষ্টা করলে। এমন কি, সেটা না পেলে সে আমাদের হত্যা করবে, এ-কথাও স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিলে।

কিন্তু আমি স্থির জানতুম যে, জিনিসটা না পাওয়া পর্যন্ত অন্তত নিজের স্বার্থের খাতিরেও সে আমাদের হত্যা করবে না। কারণ, চাকতিটা আমি কোথায় রেখেছিলুম, তা সে জানত না, সুতরাং আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথে সেই চাকতিটার আশাও তাকে ত্যাগ করতে হবে।

সে আমাদের বন্দি করে নানাভাবে সেটা আদায় করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমরা একটা উপায় স্থির করলুম। যদিও তাতে নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না—তবুও সেটাকেই তখন আমরা একমাত্র উপায় বলে আঁকড়ে ধরলুম।

টেড্-মিলানোও আমাদের সাথে বন্দি ছিল। আমি সেই চাকতিটার ওপর—অমরের নাম করে উদ্ধারের চেষ্টা করবার অনুরোধবাণী খোদাই করে, টেড্-মিলানোর হাতে দিই। সে যদি কোনোক্রমে ভারতবর্ষে পৌঁছুতে পারে, তাহলে এই চাকতিটা ডন্-কুইজেলোর হাত থেকে অন্তত রক্ষা পাবে এবং হয়তো-বা আমাদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাও হতে পারে। আমি টেড্-মিলানোকে দিলীপ গুপ্তের ঠিকানা জানিয়ে সেটা তাকে দিই এবং আমাদের বন্দি হবার সংবাদ দিতে বলি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর একদিন গভীর রাত্রে, প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে টেড্-মিলানো এখান থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়। টেড্-মিলানোকে পলায়ন করতে দেখে, ডন্-কুইজেলোর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন সে আমাদের স্থানীয় ইন্‌কাদের হাতে সমর্পণ করে ও টেড্-মিলানোর সন্ধানে এখান থেকে অদৃশ্য হয়।

ডন্-কুইজেলো যে ইন্‌কাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ২১শে নভেম্বর তারিখে আমাদের হত্যা করবে, তা আমরা আগেই তার কথাবার্তাতে বুঝতে পেরেছিলুম। ডন্-কুইজেলো সে-কথা আমাদের কাছে গোপন করবার কোনো চেষ্টা করেনি।

টেড্-মিলানো পলায়ন করতে সমর্থ হলেও, আমরা মনে মনে বাঁচবার কোনো আশা রাখিনি। কারণ, এই দুর্গম অঞ্চল পার হয়ে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সে যে ভারতবর্ষে পৌঁছুতে সমর্থ হবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি।"

তাপস বললে, "কিন্তু টেড্-মিলানো তো পেরু গিয়েই পুলিশের কাছে সাহায্য চাইতে পারত।"

দ্বিজদাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তা পারত বটে। কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধাও ছিল। প্রথমত, আমরা এ-সংবাদ বাইরের কাউকে জানতে দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয়ত,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেরুতে ডন্-কুইজেলোর অসীম প্রতাপ। এই অকথায় পেরু থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা হয়তো ছিল না। থাকলেও সেই সাহায্য এসে এখানে পৌঁছুবার আগেই ডন্-কুইজেলো টেড্-মিলানোকে হত্যা করে চাকতিটা হস্তগত করত। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই তাহলে পণ্ড হত।

টেড্-মিলানো তার কর্তব্য অতি নিখুঁতভাবেই সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু শয়তান ডন্-কুইজেলোর হাতে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে শুনে আমি এত দুঃখিত হয়েছি যে, তার প্রাণের বদলে যদি এই চাকতিটা যেত, তাহলেও হয়তো আমি এত দুঃখিত হতুম না!

হতভাগ্য টেড্-মিলানো! ভগবান ওর আত্মার মঙ্গল করুন। কিন্তু তার মৃত্যু আমি ব্যর্থ হতে দেব না। আমি গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বার করবার জন্যে কোরোজালে যাব। আমাদের আবিষ্কার শুনে জগৎ স্তম্ভিত হবে। বিংশ শতাব্দীর একটা শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে এটা গণ্য হবে সন্দেহ নেই, এবং আমাদের নামের আগে থাকবে, আবিষ্কারক টেড্-মিলানোর নাম।"

আঠারো

www.banglabookpdf.blogspot.com

সমুদ্রের জল আলোড়িত করে জাহাজ তখন পূর্ণবেগে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আকাশের বুকে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদ, আর সমুদ্রের বুকে তার ছায়া। চঞ্চল সমুদ্রের বুকে চাঁদের ছায়া ঠিক যেন টুকরো টুকরো আগুনের মতো জ্বলছিল।

তাপস চুপ করে ডেকে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিল। জাহাজের ভেতর থেকে আনন্দে মত্ত নরনারীর সঙ্গীতধ্বনি এবং কোনো ইউরোপীয় যন্ত্রের সুমিষ্ট রেশ ভেসে আসছিল।

হঠাৎ তার পাশে কারও পায়ের শব্দ শুনে তাপস মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলে, সে দীপক।

তাপস মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মনে হঠাৎ কি এমন বৈরাগ্যের উদয় হল যে, জাহাজের ভেতরের আনন্দ-কোলাহল ত্যাগ করে বাইরের ডেকে এসে হাজির হয়েছ?"

দীপক তার পাশে একটা চেয়ারে স্থানগ্রহণ করে বললে, "বিরক্ত লাগল বলে আমি উঠে এলুম। বিশেষত, তোমরা কেউ পাশে নেই, বিলাসবাবুও কেবিনের ভেতর দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আর তোমারই-বা কি হয়েছে কে জানে! তুমি একলা বাইরে ডেকের ওপর বসে কি চিন্তা করছ, শুনি?"

তাপস হেসে বললে, "চিন্তা আমি কিছুই করছি না। এখানে বসে পূর্ণিমারাত্রে মুক্ত সমুদ্রের নৈসর্গিক শোভা দর্শন করছি মাত্র। আনন্দ করবার সুযোগ হয়তো জীবনে বহু আসবে, কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখবার মতো সৌভাগ্য জীবনে আর নাও ঘটতে পারে।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ দীপক প্রশ্ন করলে, "দোহাই তাপস! আমার মনের কতকগুলো সন্দেহ তুমি দয়া করে দূর করো। নইলে সেই চিন্তায় হয়তো-বা রাত্রে আমার ঘুমই আসবে না। আমি এখনও কিছুই ঠিক করতে পারছি না যে, তুমি কি করে আগেই দ্বিজদাসবাবুর ছদ্মবেশী ডন্-কুইজেলোকে চিনতে পেরেছিলে! আর তাকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কোন্ সাহসে তুমি তার মতো একটা খুনিকে সাথে নিয়ে পেরু যাত্রা করেছিলে, বলতে পারো?"

তাপস বললে, "তোমার কৌতূহল আমি মেটাব বটে, তবে খুব সংক্ষেপে সে-সব কথা আমি বলব। তাহলে তুমিও বুঝতে পারবে যে, কেমন করে ছদ্মবেশী ডন্-কুইজেলোকে আমি চিনতে পেরেছিলুম, আর কেনই-বা আমাদের গোপন-অভিযানে তাকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছিলুম।

রণজিৎপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তে আমরা যেদিন কুসুমপুরে গিয়ে উপস্থিত হই, সেদিন দ্বিজদাসবাবুর সাথে দেখা করে ফিরে আসবার সময় তাঁর অ্যাশট্রে থেকে কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো আমি সকলের অজ্ঞাতে সাথে করে নিয়ে আসি। তারপর আমি পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, সেই সিগারেটের টুকরোগুলোর সাথে, রণজিৎপ্রসাদের মৃতদেহের কাছে-পাওয়া সিগারেটের টুকরোগুলোর হুবহু মিল রয়েছে। দুটোই একজাতীয় সিগারেট।

দ্বিজদাসবাবু প্রথমে সবকিছুই আমাদের কাছে গোপন করে যেতে চেয়েছিলেন। তখন আমি ভেবেছিলুম যে, তিনি হয়তো-বা প্রাণের ভয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে কারও কাছে পেরুর কথা প্রকাশ করতে রাজি নন। কিন্তু তাঁর এই মৌনব্রত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর একান্ত পরিচিত ব্যক্তিরা নিহত হচ্ছে কেন? অথচ তাঁর ওপর কোনো আক্রমণই হয়নি!

আমি এই ব্যাপারের কারণ আবিষ্কার করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলুম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আক্রমণটা হচ্ছে কেবল দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিত লোকদের ওপরেই।

দ্বিজদাসবাবুর ফিরে আসবার খবর পেয়ে তাদের কেউ নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, আর কেউ-বা এসেছিল দ্বিজদাসবাবুর আমন্ত্রণে।

দ্বিজদাসবাবু যাদের নিমন্ত্রণ করে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, আমি তাদের সেই চিঠিগুলোর ভাষা ও লেখা লক্ষ্য করি। আমি দেখলুম, একখানি চিঠিও বাংলাতে লেখা নয়, সবই ইংরেজি চিঠি, টাইপ-করা, আর সেগুলো দস্তখত করেছে দ্বিজদাসবাবুর এক সেক্রেটারি। অথচ, তাদেরই কাছে দ্বিজদাসবাবুর লেখা যে-সব পুরোনো চিঠি রয়েছে, তার একখানিও টাইপ-করা নয়,—সেক্রেটারির স্বাক্ষরযুক্ত নয়,—সবই তাঁর নিজের হাতের লেখা, আর চিঠির কাগজে দ্বিজদাসবাবুর নিজের নামের মনোগ্রাম ছাপা।

ভাবলুম, এ পার্থক্য কেন? অনুসন্ধান করে জানলুম, দ্বিজদাসবাবুর কোনো সেক্রেটারি নাই। তবে কি সে নামটা একেবারেই ভুয়ো? আজ টাইপ-করা চিঠির উদ্দেশ্য কি, হাতের লেখা গোপন করা?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মনে একটা সন্দেহ হল। তখন তোমাকে ও কুসুমকে দ্বিজদাসবাবুর অতি-পরিচিত দুটি মেয়েলোক সাজিয়ে পাঠালুম, তোমরা যেন তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছ। কিন্তু আগে চিঠি না দিলে কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবু কেমন করে বুঝবেন যে, অতি-পরিচিত আরও দুজন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে? কাজেই তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হল আগেই।

তার ফল যা হল সে তোমার জানা আছে, দীপক! দ্বিজদাসবাবু ভাবলেন, পরিচিত লোক তো তাহলে এখনও সব শেষ হয়নি! তাদের কারও সাথে দেখা হলে, সে যদি বলে দেয়, এ-লোক সেই আসল দ্বিজদাস নয়, তাহলে তো সর্বনাশ! তাই তিনি তৈরি হলেন মেয়ে দুটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে। আর তারই ফলে হল তোমাদের ওপর আক্রমণ।

এতে সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল। কিন্তু তখনই মনে একটা প্রশ্ন হল, কুসুমপুরের এই দ্বিজদাস যদি আসল দ্বিজদাস না হয়, তাহলে সে কেমন করে জানতে পারছে, কোন্ কোন্ লোক সেই আসল দ্বিজদাসের পরিচিত?

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্যে চোরের মতো আমি তার বাড়িতে প্রবেশ করলুম। সেইখানেই হল আমার সম্পূর্ণ সন্দেহভঞ্জন।

সেখানে আসল দ্বিজদাসের একটি খাতা পেলুম। তাতে তাঁর পরিচিত বহুলোকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। তখন বুঝতে পারলুম, ওই খাতার ঠিকানা অনুযায়ী লোকদের খবর পাঠিয়ে, পথের মাঝেই তাদের শেষ করা হচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবুকে আরও কিছু যাচাই করে নেবার একটা সুযোগ করে নিলুম। ডা. কার্টিসের কাছে চাকতিটার কথা শুনে এবং চাকতিটার জন্যেই টেড্-মিলানোকে হত্যা করতে দেখে, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। আমি একটা ইউরোপিয়ান ফার্ম থেকে ঠিক ওইরকম একটা চাকতিই একটু অদলবদল করে তৈরি করাই, এবং তাই নিয়ে কুসুমপুর রওনা হলুম টোপ ফেলবার জন্যে।

আমার কাছে চাকতিটার কথা শুনে দ্বিজদাসবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়েই স্বাভাবিক ভাব ধারণ করলে। দ্বিজদাসবাবুর এই ভাবান্তর আমার দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। আমি বুঝতে পারলুম যে, সে যেই হোক—চাকতিটার গুরুত্ব তার অজানা নয়।

দ্বিজদাসবাবু কিন্তু চাকতিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন যে, তার ভাবার্থ আবিষ্কার করতে হলে সময়ের দরকার। সুতরাং তিনি সেটি তাঁর কাছে রাখতে চান।

মনে মনে হেসে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলুম। কারণ, আমি তাঁকে যেটা দিয়েছিলুম, সে একটা নকল চাকতি মাত্র। কিন্তু এতে আমার লাভ হল এই যে, আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারলুম, রহস্য লুকিয়ে আছে দ্বিজদাসবাবুর ভেতরে। তিনি প্রথমে সেটা আসল চাকতি ভেবেছিলেন বলেই আমার কাছে চেয়েছিলেন। সেটা আসল হলে তার পরদিন আর আমরা দ্বিজদাসবাবুর সন্ধান পেতুম না, তিনি বেমালুম অদৃশ্য হতেন।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু পরীক্ষা করলেই যে সেই চাকতিটার অসারতা প্রমাণ হবে, তা আমি জানতুম এবং এও জানতুম যে, আমার দ্বারা প্রতারিত হয়ে দ্বিজদাসবাবু মরিয়া হয়ে উঠবেন সেই আসল চাকতিটা হস্তগত করবার জন্যে। তার ফলে আমার ওপর আক্রমণ অনিবার্য।

কাজেই আমি বিলাসবাবুকে গোপনে আমার বাড়িতে দশজন সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলি। তারপর যা-কিছু ঘটেছিল, সে-সব তুমি জানো।

আক্রমণকারীদের ভেতর যে-লোকটা আমার কাছ থেকে চাকতিটা আদায় করবার চেষ্টা করছিল, সে বেশ জোর করেই বললে, সে আসল চাকতিটাই চাইছে— কোনো নকল চাকতি নয়।

নকল চাকতিটার কথা সে জানলে কি করে? সুতরাং এবার খুব ভালো করেই আমার মনের সন্দেহ ঘুচে গেল।

তারপর আরও একটা ব্যাপার এই যে, কখনও বাঙালি পোশাকে, কখনও বিদেশি পোশাকে দ্বিজদাসবাবুকে আমরা দেখলেও—কোনোদিন তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনিনি—যেন বিদেশ ঘুরে এলে, কায়দা করে সাহেব বনে যাওয়াই একটা ছুতো হিসেবেই তিনি ইংরেজি ব্যবহার করে এসেছেন এমনি একটা ভাব। তার ওপর— কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালির চুল বা চামড়া বা চোখের মণি অনেকটা সাহেবি-ধরনের মনে হলেও, ওই তিনটিরই এমন পূর্ণ সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। এছাড়া মুখের গড়ন ও ছাঁচ—কেমন যেন! সবটা মিলেই সন্দেহের শেকড় বরাবর আমার মনের মধ্যে আঁকড়ে বসেছিল, তবুও অসীম ধৈর্যে আমাকে তা সইতে হয়েছে—এ-বিষয়ে দ্বিজদাসবাবুকে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ দিইনি। কিন্তু দ্বিজদাসবাবু যেই হোক, অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে হলে তাঁর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ, কোরোজালের সঠিক অবস্থান ও তার পথ, কেউই আমরা জানি না। এই অবস্থায় একমাত্র কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবুই আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমি আমার মনের সন্দেহ কিছুমাত্র প্রকাশ না করে আমাদের অভিযানের কথা তাঁর কাছে খুলে বললুম এবং তাঁকে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে অনুরোধ করলুম। এ-কথাও তাঁকে জানালুম যে, তিনি আমাদের সাথে না গেলে আমরা তাঁকে ত্যাগ করেই পেরুর দিকে যাত্রা করব।

আমি স্থির জানতুম যে, এই সুযোগ তিনি ত্যাগ করবেন না। কারণ, সেই চাকতিটাও আমাদের সাথেই যাবে, এবং পেরুতে অথবা কোরোজালে পৌঁছে তিনি তাঁর অনুচর ও ইন্‌কাদের সাহায্যে আমাদের সবাইকে হত্যা করে সেটা অনায়াসে হস্তগত করতে পারবেন, কাজেই এ-সুযোগ তিনি ছেড়ে দেবেন না কিছুতেই।

আমার মনেও একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানতুম যে, শত্রুর মূল নেতা আমাদের সঙ্গে থাকায় আমাদের সুবিধে হবে এই যে, আক্রমণ কোনদিক্ থেকে এবং কখন আসবে, তা হয়তো আগে থেকেই জানতে পারব। অদেখা-শত্রুর চেয়ে, দেখা-

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

শত্রু অনেক কম বিপজ্জনক। কাজেই, আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়েছিলুম। কিন্তু সেই নকল দ্বিজদাস যদি মুহূর্তের জন্যেও টের পেত যে, আমি তাকে সন্দেহ করেছি, তাহলে সে সম্পূর্ণ অন্যপথ গ্রহণ করত এবং তাতে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা ছিল। অমর গুপ্ত ও আসল দ্বিজদাসবাবুকে তাহলে উদ্ধার করা খুব অসুবিধা হত। মনে রেখো যে, নিজের মতলবসিদ্ধির উদ্দেশ্য হলেও, ছদ্মবেশী দ্বিজদাসই আমাদের কোরোজালযাত্রার পথপ্রদর্শক হয়েছিল।

কোরোজালে পৌঁছে, নকল দ্বিজদাস বারবার আমাকে প্লেন নীচে নামাতে অনুরোধ করে। কিন্তু আমি জানতুম যে, নীচে নামবার সাথে সাথে সে নিজমূর্তি গ্রহণ করবে এবং সেখানকার ইন্‌কাদের সহায়তায় সে—হয় আমাদের সেখানেই হত্যা করবে, নাহয় সূর্যমন্দিরে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে উৎসর্গ করে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। তার সেই মতলব ব্যর্থ করবার উদ্দেশ্যেই আমি ও বিলাসবাবু অনেক চেষ্টায় এরোপ্লেনে একটা মেশিনগান গোপনে সংগ্রহ করে রেখেছিলুম।

এরোপ্লেনে হঠাৎ মেশিনগানের আবির্ভাব দেখে এবং তার গুলিতেই ইন্‌কাদের পলায়ন করতে দেখে, নকল দ্বিজদাস চিন্তিত হল, কিন্তু সে হতাশ হল না। নিজের চেষ্টায় সে আমাদের ধ্বংস করবার উপায় স্থির করলে।

প্লেন থেকে নামার পর আমি মরিসকে আমাদের সাথে আসতে বারণ করি এবং তাকে দুটো রিভলভার দিয়ে দ্বিজদাসের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে, গোপনে তার ওপর নজর রাখতে বলি। আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি, তা তো দেখতেই পেয়েছিলে! মরিসকে ডন্‌-কুইজেলোর ওপর নজর রাখতে না বললে আমাদের অদৃষ্টের বিধান ঘটত সম্পূর্ণ অন্যরকম।"

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীপক স্তব্ধভাবে তাপসের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি কি মনে করো যে, ওই চাকতিটাতে যে গুপ্তধনের নির্দেশ দেওয়া আছে, তা সত্যি?"

তাপস হেসে বললে, "সে চিন্তা করবেন অমরবাবু আর দ্বিজদাসবাবু। চাকতিটা আমি তাঁদের হাতে অর্পণ করেছি, তাঁরা যা হয় করবেন।"

দীপক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কিন্তু এই ডন্‌-কুইজেলো কে? তার প্রকৃত পরিচয় কি, তা জানতে পেরেছ?"

তাপস বললে, "পেরুতে আমি খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি তাতে দেখা যায় যে, ডন্‌-কুইজেলো একজন মিশ্রিত স্প্যানিয়ার্ড। মানে, তার বাপ ছিলেন বাঙালি, আর মা ছিলেন স্প্যানিয়ার্ড-মহিলা। সুতরাং সে পেরুতে বাস করলেও, ভারতবর্ষে গিয়ে দ্বিজদাসবাবুর ছদ্মবেশ ধারণ করতে তার বিশেষ কিছুই অসুবিধে হয়নি। অসুবিধে একমাত্র ছিল প্রকৃত দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিরা। কিন্তু সে কৌশলে তাদের কিভাবে হত্যা করে নিজেকে রক্ষা করবার উপায় স্থির করেছিল, তা তো জানোই।"

দীপক দূরে সমুদ্রের বুকের দিকে তাকিয়ে দুঃখিতভাবে বললে, "হতভাগ্য টেড্‌-মিলানো। আজ তার কথাই সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে। সে নিজের জীবন দিয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ-রহস্যের সমাধান করতে সাহায্য করেছে। তার সাহায্য না পেলে এই রহস্যের আদৌ কোনো সমাধান হত কিনা কে জানে।”

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাপস বিষণ্ণভাবে সমুদ্রের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। টেড্-মিলানোর কথা মনে হওয়ায়, সেও বুঝি তখন মৌন-শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়ল।

সমাপ্ত

Mohammad Abdullah Al Mamun

www.facebook.com/banglabookpdf